

विश्रदाज

विश्रदाज

एम्. सि. सरकार आण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
१६, बॉम्बे चार्टर्ड रोड, मुंबई, कलिकाज-१२

প্রকাশক : হুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১৫

অষ্টাদশ হুপ্রিয়
১৩৬৭

হুপ্রিয় : শ্রীমতীসুখাধর বোস
সিউ ম্যানস প্রিন্টিং
১/বি, পোস্তাখানার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষা-ভূষাঘের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সত্তার মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জন-কয়েক নাম-করা বক্তা আনিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেয়াতরম্ ধ্বনি-সহযোগে গ্রাম পবিত্রমণ্ডপপূর্বক সেদিনের যত সন্মিলনের কার্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পদ-গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কুবকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘরকয়েক বাগা ও ছুলেদের বাসতি। ভাগীরথীর একটি শাখা বঙকাল পূর্বের মজিয়া অধিবৃত্তাকারে ক্রোশেক দূরত্বত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্বাঙ্গের বিস্তারিত ব্যক্তি যজ্ঞের মুখোপাধ্যায়। জাম-জমা তালুক-তেজাবতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার পুত্রসং আট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন বক্তৃতাভাষ্য লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও বিপুল চাঁৎকারে কুবক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময়জনিতরূপে উদ্বেলিত কোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্তী নেতৃস্থানীয় জন দুই-তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহু লোকের দৃষ্টি অহমরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই তিনি ধামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, বিপ্রদাসবাবু!

কে বিপ্রদাস? গায়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ।

নেতারা সহরের লোক, কাহাকেও বড় একটা গ্রাথ করেন না; উপেক্ষাভয়ে

কাহলেন, ওঃ এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘু
সমস্বরে হাঁকিলেন, বল, 'ভারত মাতার জয়!' বল, 'কুবাণ মজুরের জয়!'
'বন্দেমাতরম!'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল এক
ষে ছই-চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণ-কণ্ঠ বেশী উর্দ্ধে উঠিল না—বিপ্রদাসের
বারাণ্শী ডাড়াইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কিনা বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের
অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য প্রাম্য জমিদার
তাকেই এত ভয়! ওরাই ত আমাদের পরম শত্রু—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুধে
থাকে। আমাদের আসল অভিযান ত ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগিতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাবিত শব্দ তখনও তাঁহাদের তুণে
সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিস্ময় ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আশ্চ
বলিল, গুঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে
কিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড়ভাই।

অথচ এই ছেলেটির আগ্রহ, উত্তম ও অর্থব্যায়ে আজিকার অস্থগ্ঠান সকল হইতে
পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সরস্ক নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

২

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোটভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, কালকের
আয়োজনটা মন্দ হয়নি। অনেকটা চমক লাগবার মত। War cry গুলোও বেশ
বাছা বাছা, বাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিল, শোভাযাত্রাটি কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশ্যে আমার নাবেয়
ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল? ভয় পাব বলে?

বিপ্রদাস শান্তভাবে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্তেই নয়। শোভাযাত্রা যে পুথ
দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক, ভয় যাদের পাবার তারা শু পাবেই দাদা!

২

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিল। সে একেবারে অবজ্ঞা ভঙ্গা। বলিল, তোমার দাদা
সে জাতের মানুষ নয়, ঐ খবর তোমার শোভাধাত্রীরা অনেকই জানত। নইলে
সেদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্য আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে
হত না। ঘরে বসে শোনা যেত। তোমাদের রুম্মারি নিশান আর বড় বড়
বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি বকবকে বাঁধান দাঁত নিয়ে মানুষকে শুধু
খিচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং
ইহারই ইঞ্জিতে বিজ্ঞদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শাস্ত্র-
প্রকৃতির মানুষ, এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিতে বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে
চূপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহ্য কঠিন। তথাপি
মুহূ-কণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয় না এ
আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়াল লোকও
আছে, কামড়াবাব দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া
বলিল, বটে!

বিজ্ঞদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল।
ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ ঘাবের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা
দয়জায় পর্দা টাঙিয়ে রাখিস কেন বল, ত? ছোয়া-ছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো
তার ঘো নেই। ঘর-সংসার বিলিতি ফ্যাশনে ভরে গেল।

বিজ্ঞদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দাটা টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া
দাঁড়াইল। একজন প্রোটা বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ
উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের 'পরে বৈধব্যের
কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোটছেলের দিকে
সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড়ছেলেকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হাঁ রে, বিপিন, স্তনটি
নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেঁধেচে? এমন ত কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়া ত উচিত নয় মা!

তুহ স্বভাবতঃ মশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি।

বিপ্রদাস ঈর্ষ্য হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা,
তোমার কানে একবার এখন খবর পৌঁছেছে, তখন ও-ছুটো দিনের একটা দিনও
তুমি জল-স্পর্শ করবে না তা জানি।

মা হাসিলেন, বলিলেন, মিথ্যে উপোস করে মরা কি কারও সখ রে ? উপায় কি ? এ করলে পুণিয়া নেই, না করলে অনন্ত নয়ক। হাঁ রে, বৌমা বলছিসে খবরের কাগজে লিখেচে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কলকাতায় নাকি চমৎকার ভাগ ব্যাখ্যা করছেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ বাড়িতে তিনি পায়ের ধুলে দিতে পারেন ?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি ! তোদের স্তনতে কি হচ্ছে যায় না ! সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল —

বিপ্রদাস সহাস্তে বাধা দিয়া কহিল, সে ত এখনো তিন মাসও হয়নি মা !

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস ? কিন্তু তিন মাস কি কম সময় ! তা সে যাই হোক বাবা, এবার কিন্তু না বললে চলবে না। আমার দুই মামাই চিঠি লিখেছেন। কৈলাসনাথ, মানস সরোবর দর্শনে এবার আমি যাবই যাব।

বিপ্রদাস হাতজোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি ক'রো না ; তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে মামাদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারব না। আর সব ক্ষতিই সহ্যবে, কিন্তু মাকে হারান আমার সহ্যবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেই রে, কৈলাসের পথে মরণ হবে এমন পুণিয়া তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসব। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই ত আমার সঙ্গে যেতে পারবিনে বিপিন, তোব 'পরেই এত বড় সংসারের সব ভার, আর পিছনে যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি নই। বামূনের ছেলে হয়ে সন্দ্যে-আহ্নিক ত অনেকদিনই ছেড়েচে, স্তনতে পাই কলকাতায় খাড়াখাণ্ডের নাকি বিচার করে না। এর ওপর কাল কি করেছে স্তনেচিস্ ?

বিপ্রদাস ভালমানুষের মত করিয়া কহিল, আবার কি করলে ? কই স্তনি নি কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় স্তনেচিস্। তোর চোখকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও হোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার কন্দি আঁটবে ! ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচা বন্ধ করে দেব ? ও পড়বে না ?

মা বলিলেন, দরকার কি? আমার শস্তরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখপড়ায় দেশের সর্বনাশ হ'ল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি! আর তোর নিজের ছোটভাই যখন ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবিনি? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসি-মুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নাশিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর স্ত্রী এম. এ. পাশ করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল, কলকাতার সভা-সমিতির জন্তে তোমাদের এষ্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্রশ্ন করিলেন, তা হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস কর তু টাকা পেল কোথায়? বোজ্জগার করেচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দার বাহিরে টুং টাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ ত তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বোঁ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বন দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন, ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়-মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারী থেকে বছরে যে ছ হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্ছেন। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর মন্থন করতে বেয়াইমশাই নিজে যখন এলেন তখনি কর্তাকে আমি বলেছিলুম, রায়বাড়ির মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই ত অনাথ রায় বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁচ আর ষাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় বাঙালী-মেম বিবাহ করিয়াছিল এ কথা মা আর ভুলতে পারিলেন না।

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেচেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তার পরে এর বিহিত করব। বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিল, কি রে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে ? উনি বৌক যখন ধরেচেন তখন থামানো যাবে ভরসা হয় না ।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি ত জানেন, ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই । তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন ।

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম । তুই যেতে পারবি কি না তাই বল ।

আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই । বলিয়া দ্বিজদাস অল্প প্রস্নের পূর্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল ।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই বটে । এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলে না ।

এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক । বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা । তাঁহার জননীর মৃত্যুর বৎসব-কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়া ছিলেন এবং সেইদিন হইতে ইহার হাতেই দে মাতৃষ । ইনি যে জননী নহেন এ সংবাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত জানিত্তেও পারে নাই ।

৩

এ বাড়িতে দ্বিজদাস সব চেয়ে বেশ খাতির করিত বৌদিদিকে । তাহার সর্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে । সতী শুধু সম্পর্ক হিসাবে তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস-কয়েকের বড় ছিল । তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত । এই লইয়া ছেলে-বেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালাশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই ।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধুরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না । শাগুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সতী নাকি ? কিন্তু এ ত তোমার বড় অন্ডায় বোঁমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা !

সতী বলিত, অন্ডায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ।

অনেক বড় ? কত বড় মা ?

আমি জন্মেচি বোশেখ মাসে, ও জন্মেচে ভাদ্র মাসে ।

মা সহাস্ত্রে কহিতেন, ভাস্ক'মাসেই ত বটে মা, আমারই মনে ছিল না! এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে ওর কান মলে দেব।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শান্ত্তী সম্মেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কি না তাই বোধে না। ঠাকুরপো বললে তারি খুশী হয়! মাঝে মাঝে ডেকে, কেমন মা?

সতী রাজি হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন যে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ির গৃহিণী। বিধবা হওয়ার পর হইতে শান্ত্তী ত থাকেন নিজের জপ-তপ এবং ধর্ম কর্ম লইয়া, তথাপি তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্তী কালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় পোনের-বোল দিন অতীত হইয়াছে, সকাল-বেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুরপো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক বৌদি, আর খোসামোদের আবগুক নেই, আমি করব।

কি করবে শুনি?

তুমি যা লক্ষ্য করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্ডায়।

অন্ডায়টা কিসে হ'ল বল ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাত্র দাদার ঘরের স্মৃখ দিয়ে এসেছি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা হচ্ছিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেচেন কাজ আদায়ের জন্তে। কত বড় অন্ডায় বল ত!

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্ডায় ত নয় ঠাকুরপো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাত্রই জবাব আসবে, আমার মরবার ফুরত্ব নেই—কিন্তু নৌদিদি লুকুম করলে দ্বিজুল সাধ্য নেই যে না বলে।

দ্বিজদাস খাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েছে আমার মুঞ্চিল, আর এইখানেই পেয়েচেন ওঁরা জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাস-দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দু-তিন মাসের কম হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি ?

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে এত নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি ক'রো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেচ, তখন আপত্তি আর করব না, সঙ্গে যাব। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্তে বলিল ওটা রাগের কথা ভাই। কিন্তু হকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি! কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেছি জ্ঞান? আমি একলা মাহুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময় হবে না, স্বযোগও ঘটবে না। স্তত্রাং খরচ সামান্য। আবশ্যিক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাব, কিন্তু এদের এষ্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়ার প্রয়োজন হবে না। অস্ত্রঃ আন্নি বেঁচে থাকতে ত নয়। সে ভার আমার রইল।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের স্থায় ছিল, পলকের জন্ম তাহার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবনা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ'রা কবে যাত্রা করবেন স্থির করচেন? যবেই করুন, শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হ'ল! অথচ মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত য়েচ্চাচারীকে নিয়ে তিনি বৈবুর্গে যেতেও রাজি ন'ন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস, না বৌদি?

সতী এ অন্তর্যোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করব না বৌদি, তাঁদের নিশ্চিত থাকতে ব'লো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিত আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বলছিলেন, এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন করগে মা, যাকে দৌতাকর্ষে নিযুক্ত ক'বা গেল তাঁর স্বখে তাঁরার তর্ক চলবে না। ঘাড় হেঁট কবে স্বীকার করবে, তুমি দেখে নিয়ে।

ভূনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তম্ভ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারব না, জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা ব'লো বোঁদি, যে, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রকার বস্ত্র শুধে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্ত এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্ধেক মালিক হয়েও তুমি এদের এষ্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েছি যে, তাঁর যাওয়ার বিষয় হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো, যত লোবমানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেব।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চোঁকি হইতে উঠিয়া বোঁদির পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কিরিয় গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই ত সময় কাটল, এখন নিজের অন্তরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের ? ঐ কিন্তু পারব না বোঁদি!

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না বলে বসো।

বেশ ত, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক স্নেহ খুঁড়ো আছেন—আপনার নয়, বাবার খুঁড়ুত ভাই, তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে আমার চোঁকাই ঘটত না। মার মুখে ও কথা শুনেচ বোধ হয় ?

বহু বার : এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার করে হিসাব করে নিলে এই পোনর-মোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ-ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোঁদায়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলাত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে।

কোথায় ? বোঁদাই থেকে ?

ঈ। সে লিখেচে, সে একলাই আসতে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

তাকে পৌছে দেবার কেউ নেই ?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

বিজ্ঞানস হঠাৎ রাজি হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল, আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সে সাত-আট বছরের বালিকা। তার পরে একটাবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়তে শুরু করেছে—সে ত কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারি ভালবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট করে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্তে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

বিজ্ঞানস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনই বা সুযোগ হ'ল কিসে? মা কি রাজি হয়েচেন ?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যাকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটখানি খামিয়া কহিল, মাকে বলেচি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজেই তীর্থ-যাত্রা নিয়ে এমনি যেতে আছেন যে, আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া নিজে যখন থাকবেন না তখন এই দু-তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাকতে পারবে।

বিজ্ঞানস মনে মনে বুঝিল, শাস্ত্রীর লক্ষ্য না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাদী বোনটির একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের ?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু সমাজও তাদের আপন বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না? এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে।

এ অবস্থা অনেকেরই। বিজু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনে না। মাকে ত জানই, হয়ত খাওয়া-দোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে, বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমণা চলে গেলে তাকে আনার ব্যবস্থা করো—সব দিকেই ভাল হবে।

ইহা যে স্বপ্নামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিবেদন করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার সন্মোচন এবং ছুঃখইর্ক কম? কহিল, নিজের বোন বলে বলচিনে ঠাকুরপো, কিন্তু দেবার

মাস-খানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেছি যে, রূপে-গুণে তেমন মেয়ে দৃশ্যে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা তাকে যদি দুটো দিনও কাছে কাছে দেখতে পান ত য়েচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বোঁদি। তিনি দেখতেই চাইবেন না। ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত গোখে পড়বে? গোখ বুঝে ত মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না! সেও ত একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারে না। মাও না।

দ্বিজদাস বিশ্বাসপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা! নামটা স্তনেচি মনে হয় বোঁদি। কোথায় যেন দেখেচি, আচ্ছা দাঁড়াও, খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঐ সম্বন্ধে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বোঁমা, তুমি এখানে? তোমার কে-এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকারমশাই তাদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অতাবনীয়! অ্যা—বলিস্ কি রে? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দিছনে গেল দ্বিজদাস।

৪

নিখুঁত সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রোঁট ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরনে খাছা ছিল তাহা নিছক মেম-সাহেবের মত না হোক, বাঙলার মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয় না। বিশেষত: গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফর্দ। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যস্থন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ভ করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা ত শান্তডীর গোখে পড়িবে—বস্তুত: এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, মেজকাকা, মেয়ের বাড়িতে এতকাল পরে পায়ের ধুলো পড়ল।

উজ্জলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, মহাশ্বে কহিলেন, হ্যাঁ বে বুড়ি, পড়ল! কবে, কোন কালে কাকাকে নেমস্তন্ন করে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করে ছিলাম? কখনো বলেচিস্ আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে পায়ের ধুলো পড়ল? বিজ্ঞদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, ওটি আমার দেওর—দ্বিজু।

বিজ্ঞদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? খাঁর জালায় জমিদারী বৃষ্টি যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে? ঝংশ ছাড়া, গোত্র-ছাড়া, ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা লোকে আবার কবে লিখলুম?

এই ত সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ওসব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজ্ঞদাস এতক্ষণ পর্যন্ত কি এক প্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। অনাস্বীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভাল দেখায়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্বে কখনো স্মরণযোগ্য ঘটনা নাই, প্রয়োজনও হয় নাই, কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিল। তাহার অহেতুক ও অশোভন জড়তা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গিয়া সে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুঝি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে, স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ। সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতা তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অশ্রায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ঐ-সব মামুলী দাবী দাওয়ার যুক্তির চেয়েও চের বড় কথা এই যে, পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। প্রয়োজন। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষ কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এত ড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এই বলিয়া সে ছদ্মগান্ধীর্থে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমারই চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ

করচি। তোমাদের জমিদারী অক্ষয় হয়ে থাক, তুমি এটিবার মুখ ফুটে আদেশ
কর, আজই উফিলি ডেকে সমস্ত লেখাপড়া করে দিচ্ছি। ইনিই সাক্ষী থাকুন, দেখ
আমি পারি কি না ?

মাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বসিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতী ?

সতী বলল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বললেই লেখাপড়া করে জমিদারীর অংশ ছেড়ে দিতে চায় ?

সতী ষাড নাড়িয়, জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পাবে। ওর অসাধা কাজ নেই।

বন্দনা বৌতুলল দমন করিতে পারিণ না, দ্বিজ্ঞাসা কারণ, সত্যি বলচেন ?
চিরবাল্যেব জন্ম বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন ?

দ্বিজ্ঞাসা তাহার মুখের প্রাত ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহল, স্যাং পারি।
ওতে আমাব এং তিশ লোভ নেহ। দেশের পনেন আনা শোক একবেণা পেট
ভরে খেতে পায় না—উদয়ান্ত পবশ্রম কবেং না—আব বিনা পৃথিব্রমে আমাব ববান্দ
পোণাও কাশিয়া—ও পাপেব অন্ন আমার মুখ বোচে না গলায় আচকাতে চায়।
ও বিষয় আমার গেশেই ভান। তখন দেশের পাতনেন এং খেচে মেয়ে বাচি।
জোচে মঙ্গল, না জোচে তাদের সঙ্গে উপোস করে মাত্রে পারবে বরক একদিন
সঙ্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ পথে কোন কাশে মে আশা নেই।

বন্দনা নিম্পংক চক্ষে চাহিয়া শুনতেছিল যথা যথ হহেং আর কথা বহিল
না, শুধু মুখ দিয়া তাহার একচান্দনাম প, চল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। ঠাকুরপোর এ চাড়া যেন আঃ কথা নেই।
বলে বলে যেমনি মুখস্থ হয় গেছে। কহিল, পুমান বক্তৃতা পবে দিও ঠাকুরপো,
চের সময় পাবে। সেৎকাবাবাবুর হবত এ নও হাত মুখ বোয়াও সারা হয়নি।
বন্দনা, চল নাহ, ও পরে গিয়ে বাপদ চোপড ছাড়াব।

মাহেব দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই বাবাজিকে দেখ চেন ?

সতী কহিল, তান সকালেই কি একটা জরুরি কাজে বেঁবিযেচেন, কিরতে শোধ
করি দেরি হবে।

বন্দনা দ্বিজ্ঞাসা করিল, মেজাদ, তোমার শান্তভাব ত দেখতে পেলুম না ?
বাড়ীতেই আছেন ?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস মানস সরোবরে তীর্থ-যাত্রা
কববেন। সমস্ত সকালটা পূজা আঙ্গিক নিগেই থাকেন, আর একটু বেলা হলেই
তীর্কে দেখতে পাবে।

বন্দনা প্রসন্ন কবিল, তিনি খুব বেশি ধর্ম-কর্ম নিয়েই থাকেন, না ?
সতী বলিল, হাঁ।

বিধবা হবার পর স্তনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না, সত্যি ?
সত্যি বই কি। সব আমাকেই দেখতে স্তনতে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সংশাশুড়ী না মেজদি ?
সতী হাসিয়া বহিল, চোখে ত দেখিনি বোন, লোকে হয়ত মিশে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিশেই বলে। কারণ সংশাশুড়ী মানে দাদার সংসা
ত ? যিছে কথা। সংসা বটে, দাদার নয়, আমার। সে যাক, স্নানাদি সেয়ে
নিয়ে সে আনোচনা পরে হবে, এখন পুপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখি গে—
বৌদি, আর দেরি ক'বো না এঁদের নিয়ে এস। বদিয়া সে আয়োজনের
তত্ত্বাবধান করতে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মাকে দেখিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল।

'খুব সস্তর দয়াময়' খবর পাইয়া আফকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া
চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশি নয় বলিয়া তিনি বৈধবোর পরেও
সংসারচল অনায়াস পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অস্তুরালে থাকিয়া কথা
কহিতেন, কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথায়
কাপড় অপার্টের উপর পর্যাপ্ত চানিয়া দেওয়া, কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

মানার মেজকাঝাবাবু মা। আর এটি আমার বোন বন্দনা। বলিয়া সতী
কাছে আসিয়া হঠাৎ শাস্ত্রীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও
নয়, কেহ করেও না। দবামখা মনে মনে হাত্তো একটু আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু সে
উষ্টিয়া দাঁড়াইল। সবেহে সময়ে তাহার চিবুক স্পর্শ কাঁবয়া অজুলিব প্রান্ত-ভাগ চুষন
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি চোখ পাঁড়তেই তাঁহার চোখের দৃষ্টি
রুদ্ধ হইয়া টাঠল। দ্বিদিব দেখা দেখি সেও কাঁচো আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি
স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাতে এক পিছাইয়া গিয়া কিছু
অক্ষুটে বলিলেন, বেঁচে থাক।

কাহনে, বেহমশাই, নমস্কা।' ছেলে-মেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের
ধূপো পড়ল।

ভদ্রলোক প্রাণ-নন্দকার করিয়া কাহলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেন্ঠাবরণ,
কিন্তু না বলে কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জনা করবেন। এবারে যখন
আসব ঘটাসময়ে একটা খবর দিইয়ে আসব।

দয়াময়ী এসব কথাই উত্তর দিলেন না, শু্য বাগলেন, পূজা-আহিক এখনো সারা

হয়নি বেইমশাই, আবার দেখা হবে। বোমা, এঁদের ওপরে নিয়ে যাও. খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। বসিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ প্রচলিত সৌজ্ঞেয় বিশেষ কিছু যে ক্রটি হইল তাহা নয়, ভিতরের দিক দিয়াই সকলেরই মনে হইল ছোয়াস্কার মাঝামাঝি একখণ্ড কালো মেঘ নির্খল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া গেল।

৫

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল.পিতা ইতিপূর্বে প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একথানা জমকালো গোছের আরাম-কেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞদাস সেইগুলির তারিখ মিলাইয়া গুচাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাঁহার স্বযোগ হয় নাই। কত্নাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা ছুটোর গাণ্ডেই কলকাতা যাব স্থির করলাম। দিদির বাড়িতে দিন কতক যদি তোমার থাকবার ইচ্ছে হয় ত ফেরার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাব। কি বল ?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেখি হবে বাবা ?

পাঁচ-সাত দিন—দিন আষ্টেক—তার বেশি নয়।

কিন্তু তার পরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে ?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি এবটু ভাবিয়া কহিলেন, তা বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছে থাক, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন ?

বন্দনা স্পর্শকাল চুপ করিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

বিজ্ঞদাস কহিল, বৌদ রাসাঘরে ঢুকেছেন, হস্ত দোর হবে। বাঙালটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব ?

খবরের কাগজ ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না ?

না। ও আমার ধৈর্য থাকে না। সন্ধ্যা বেলা বাবার মুখে গল্প শুনি, তাতেই আমার শিখে মিটে।

আশ্চর্য্য ! আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশি পড়েন ।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অমন ভাবেন কেন ? ভারি অস্তায় ।

দ্বিছু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল, বন্দনা হাসিয়া কাহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ বাঙালে তার কিছুতেই আমার কৌতুহল নেই । আছে বাবার । ঐ দেখুন না, একেবারে খবরের তলায় তলিছে গেছেন—বাহুজ্ঞান নেই ।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের 'বাবা' কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলেন না: বলিলেন, একটু সবু ব কর—বলচি—ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম ।

মেয়ে মুন্সিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কাহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারা দিন পড় বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই । দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে স্ত্র:নচি, আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখিগে আপনার কত বই জমেচে ।

চলুন ।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতলায় । মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কাহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার । আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো! মন্ধান নিই এবং ছুঁম মত কিনে এনে দিই ।

কিন্তু পড়েন ত আপনি ?

সে কিছুই নয় । পড়েন যার লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং । আশ্চর্য্য শক্তি এবং তেমনি অজুত মেধা তাঁর ।

কে ? দাদা !

হ্যাঁ । ইউনিভারসিটির ছাপ-ছোপ বিশেষ কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এত বড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে । হয়ত নেই । আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখন দেখেননি তাঁকে ?

না । কখন দেখতে ?

ঠিক আমায় ততো । যেমন দিন আর রাত । আমি কালো, তাঁর বর্ণ দোনার মত । গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত—লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই । একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করে না ।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মেজদিও না ?

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজদ্বিও না।

ভয়ানক বদরাগী বুঝি ?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিস্টোক্রাট বলে একটা কথা আছে, আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার খারণা তাই বদরাগী কি না জিজ্ঞাসা করছিলেন ? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশ হয় না।

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি ? না ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এ কবার জবাব যদি কখনে

সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে ?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বাল স্বাস একদিন জবাব দেবার প্রয়োজন হবে না। আজ থাক।

সস্ত পাটরোয়া। যেমন মূল্যবান আলখারি টোঁকা চেঁসার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি বারুয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এত বড় একটা বিঘাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোখাই সহরে এ বস্ত্রব অভাব নাই, সে তুন্দায় এ হয় ও তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জগ্গে এত অধিক সঞ্চয় সংগ্রহ বিশ্বয়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তাবক গত বই দাদা পড়েন না কি ?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়েন। আলখারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন ? দিন রাত শুণু গ্রহ-ই করেন না কি ?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ আমি ত জানিনে। তা ছাড়া আমাদের বিষয় সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয়। তাঁর কোথায় কি আছে এবং হস্তে দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাকতেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে, আপনার মত আমার বিশ্বাসও কম নয়, তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু-একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব। আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয় না, ছাপার অক্ষর

চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেয়ে দেয়। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেননি, আমার দু'খ এক-তরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে।

কিন্তু আমার গুনতে খুব ভালই লাগচে।

কিন্তু কেবল ভাল লাগাটাই ত সব নয়। পৃথিবীতে আমরাও অত্যন্ত সাধারণ আরও দশজন ত আছি। একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে, আমরা যাই কোথা? ভগবান মুখটা ত কেবল পরের স্তব গাইতেই দেননি?

বন্দনা সহাস্তে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোটভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান - এই ত?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, নাই ত বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুন্ গুন্ করা চলে। কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে, চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ গিণ্ডায় আজন্মসিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরস্ত করুন।

দ্বিজু মাগা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিবি বসে ছু-চাবখা-১০-বই দেখুন, আমি কোঁদকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উত্তত হইতেই বন্দনা োর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ত আপনি! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েছি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি।

কিসের গল্প?

আপনার নিজের।

তা হলে একটু সর্ব্ব করুন, আমি এক্ষুণি নীচ গিয়ে ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজদিদিকে ত? তার দরকার নেই। তাঁর বলবার খা কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। মেগুলো সত্যি কি না এখন তাই গুনতে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না, সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শত্রুই বিলেত যান?

বন্দনা বুঝল, এই লোকটি নিজের প্রশঙ্গ আলোচনা করিতে চায় না এবং জিহ্ব করবার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। ঈশ্বরের বিড়োটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করণে বলেন। আপনি কেন চলুন না?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? সেখানে

ছেলে পড়িয়েও চলবে না, এবং এত তার বৌদির গুণেরও চাপাতে পারব না। এ আশা বুধা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, আপনি যাবার জন্তে প্রস্তুত হ'ন।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে-সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার গুণ আছি বললেও অত্যাুক্ত হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিয়ার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যাুক্তি যে কি এবং কোনটা, সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদিদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে-সম্পাত্ত আপনি নিজে অর্জন করেননি সে নিতে আপনি অ-জ্বিক। এ কথা ঠিক নয় ?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মাহুকের ধর্ম-বুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনেতে পাইনে ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কোতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য সে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাকলেই সংসরের সব প্রয়োজন মেটে না—কতাব হাঁ করে চেয়ে থাকে! আপনার কথা আমি এত বেশি শুনেছি যে, আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুপলেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হ'ল না, খেন কতবার দেখেচি এমনি সহজে চিনতে পারলুম। মেজদিদিকে এত কথা বলতে পেরেচেন আর, আমাকে পারেন না? আর কিছু না হোক, তাঁর মত আমিও ত একজন আত্মীয়।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিশ্বয়ের অবাধ রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্কা কন্ডার সহিত নিরঙ্কনে এইভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেখালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এক ঘটারও উপর কাটিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে এ-বাটীতে তাহার জবাব যে কি সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ী কিরিয়ছেন, হয়ত মায়ের আঙ্গিক সারা হইয়াছে, হঠাৎ সমস্ত দেহ মন তাহার ব্যাকুল হইয়া খেন এক মুহূর্ত্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেমন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কই, বললেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক ভাঙিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বলব। বৌদ্ধিকের
আঙ্গুণ বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে -

বলা যে উচিত নয় এ-সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিল না, কিন্তু অহুরোধ উপেক্ষা করারও
তাহার শক্তি রহিল না।

হতবুদ্ধির মত মিনিট-খানেক চাঞ্চিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্ত্তঃ কিছুই
দিয়ে যাননি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল - ইস্! মিছে কথা। এ হতেই পারে না।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল -পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে
পারে।

এ ধারণার কোন সত্যি কারণ হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাচাবার জন্য একবার বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরণের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল।
জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উইল বরে গেছেন?

দ্বিজুদাস কহিল, এ শুধু দাদাই জানেন। তিনি বলেন, না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে রক্ষে। আমি ভাবিচি বুঝি তিনি সত্যিই
উইল বরে আপনাকে বাক্ত করে গেছে।

দ্বিজুদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু মনে হয় দাদা করতে
দেননি।

দাদা করতে দেননি? আশ্চর্য্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জানলে আর আশ্চর্য্য মনে হবে না। সন্ধ্যা হয়ে
গেছে, খবে তখনো চাঁদের আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই
খুঁজিছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল! দাদা বললেন, না। বাবা জিদ করতে
লাগলেন, না কেন বিপ্রেদাস? আমার পিতা-পিতামহকালের সম্পত্তি আমি নষ্ট
হতে দিতে পারব না। পরলোকে থেকেও আমি শাস্ত পাব না। তবুও দাদা
জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বললেন, তবুও তোমারি
হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর দিয়ো, যদি তা না মনে করলে

পার, তাকে দিয়ে, না'। এর পরেও বাবা দু-তিন বছর ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেননি।

বন্দনা মুহূ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে ?

কেউ না, শুধু আমি জানি, লুকিয়ে শুনেছিলাম বলে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অশ্রুতে কহিল, সত্যই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ !

বিজ্ঞদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিষয় হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশদিন ত এখানে আছি, বই পড়বার অনেক সময় পাব।

বিজ্ঞদাস চলিতে উগত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না ?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাব।

বিজ্ঞদাস কহিল, বরঞ্চ আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখছি তাতে ঢের অস্ববিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন, আপনার পরামর্শই শুনি।

কিন্তু আমি ত তখন থাকব না। এই সোমবার মাকে নিয়ে কৈলাস তীর্থে যাত্রা করব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কৈলাস ? কৈলাসে যাবেন ? শুনেছি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন ?

ঠিক জানিনে, বোধ হয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

বিজ্ঞদাস চূপ করিয়া রহিল। বন্দনা স্তম্ভ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর এই জন্মেই বুঝি ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাকবার সুপরামর্শ দিচ্ছেন ?

বিজ্ঞদাস তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্মে পরামর্শ দিয়েছি। বোর্দি এত কথা লিখেছেন, কেবল এই খবরটি দেননি যে আমাদের

এটা কত বড় গোড়া হিন্দুর বাড়ি ? এর আচার-বিচারের কঠোরতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি ?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না ? আশ্চর্য্য ! একটুখানি ষামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাবার লোক এ-বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা ?

না।

মেজদি ?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ-বাড়িতে থাকা চলে না।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সত্যি বলচেন ?

সত্যিই বলচি।

ঠিক এমনি সময়ে নঃচের মিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো ! বন্দনা। ভোমরা দুটিতে করচ কি ?

ষাচি বোঁদি, সাড়া দিয়া দ্বিজদাস ক্ষতপদে প্রশ্নান করিতে উত্তত হইল, বন্দনা পাংশু-মুখে চাপা-কণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

৬

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হুটুচিক্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রুপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দৌর্যাক্তি অভিশয় গুণী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফর্মা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, ঘরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত কারয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাজলীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে এবং ইতিপূর্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল বড় ভগিনীপতিকে তাহাই করিত কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিজ্রোহ করিয়া উঠিল। ইহার অনন্তসাধারণ বিত্তা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিবার কথা, তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। দিদির

মর্ধ্যাদা রাখা করিয়া সে ছাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, তুমি একলা খেতে বসেচ, আমাকে থেকে পাঠাওনি কেন ?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ীর সময় হ'লো মা, কিন্তু তোমার ত তাড়াতাড়ি নেই। আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-স্থখে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অহমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেজদি অতগুলি দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন, বাবাকে এনামেল কিংবা চিনেমাটির বাসনে খেতে দিলেই ত হত ?

সাহেবের চিবান বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির মাহুঘ তিনি, কল্পার কথাই তাৎপর্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—যেন দোষটা তাঁহার নিজেই—তাই ত, তাই ত—এ আমি লক্ষ্য করিনি—সতী কোথা গেল—আমাকে ডিসে খেতে দিলেই হত—এ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এত বড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল! বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা চলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাগকেই উদ্দেশ্য করিয়া। এ দুঃখভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক, ভাল মাহুঘ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ হুই করার কর্তব্যতার তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে, এ গোড়া হিন্দুর বাড়ী ? এখানে এনামেল বল, চিনে-মাটিই বল কিছুই চোকবার যো নেই—শোনোনি ?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল ?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেছি যি মাথিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ-বাড়ীতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ-বাড়ীতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যতই দাম হোক, তাঁর মর্ধ্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ ; তোমাদের আমার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়—খার না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মত তোমারও যদি কোন গোড়াদের বাড়ীতে

বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ে, কেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না। কি বল বন্দনা ?

হুঁ, তাই বই কি ! বাবার জন্তে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে দেব।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সৰ্ব্বস্ব অমন কষ্ট মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্তেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়ে বেশি ভালবাসে।

সুনীয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, লম্বা অস্তর খুশীতে ভবিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা ভারি মতি। দাগ যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাকুরি নিয়ে থাকি, মর্কদা বাড়ী আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল—ওসব থাক না বাবা—

না, না, আমার যে সমস্তই মনে আছে, মিথ্যে ত নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেল—তার মা ত এই দেখে—

আঃ বাবা, তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার খেজদি তোমার সঙ্গে—তোমার কিছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন—বাঃ মনে আছে বই কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কি রকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ী ফেল করবে। ক'টা বেঞ্চে জান ?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস্ যে চমকে উঠতে হয়। এখনো চের দেবী—অন্যায়সে গাড়ী ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্তে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ীর এখনো চের দেবী। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করুন, আমি নিজে স্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিবে আসব। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে বন্দনা অত্যন্ত মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচ ?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাস্ত্রীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।
মা মেজদি ?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক, কাকা শুনেতে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন, এ অপরাধের মার্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই ?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যিই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জনা চাইব কেন ? সে বিচার আমি তাঁর 'পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে আছি। যদি থাক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব বল ?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ ষ্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল ; নীচে গাড়ী-বারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একথানা গাড়ীতে চালান হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিতা বস্মিত হইলেন—এই যোদে ষ্টেশনে গিয়ে লাভ কি মা ?

বন্দনা বলিল, শুধু ষ্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা! তুমি দিনকয়েক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি ?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে যাব।

তুমি চলে যাচ্ছ তোমার মেজদি শুনেচেন ?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে, আমি চলে গেলেই শুনেতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন করে চলে গেলে সে ভারি কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের ? আমাকে ত তিনি নেমস্তন্ন করে আনেননি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নিরোধ নর, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন-কছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জানতাম ও

দিন কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন-শুভ্রীতে গিয়ে উঠেচে তখন
আর নামবে না।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়া ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল
তেতলার লাইব্রেরী-ঘরের জানালার গরাদ ধরিয়া বিজদাস চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া
আছে। চোখা-চোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

৭

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্ম
ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব; বোধ করি বা এক ঘণ্টারও বেশি লেট হইবে। পরিচিত
ষ্টেশনমাষ্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাস্ত্রাজী বিলিভিং হাও কাল হইতে
কাজ করিতেছিল, সে সঠিক সংবাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে,
দেরি এক ঘণ্টাও হইতে পারে, দুঘণ্টাও হইতে পারে। বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে
চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছিতে যাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চলবে না? আমার ত—

বন্দনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না; একবার বেরিয়ে এসে আর
ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুন্য়ের স্বরে কহিল, কেন চলবে না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না
খেয়ে এসেচ, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে
পারব না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষা-দীক্ষাই আলাদা।
একবার জিদ ধরলে আর টলান যায় না।

বিপ্রদাস চূপ করিয়া রহিল, আর অহরোধ করিল না।

ষ্টেশনটি বড় না হইলেও একটি ছোট গোল্ডেন ওয়েটিং রুম ছিল; সেখানে গিয়া
দেখা গেল, একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্ষিত্বই
দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিষ্টার কিংবা ডাক্তার কিংবা বিলাতী পাশ-
করা প্রক্লেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায় আসিয়াছিলেন, সে একটা
রহস্য। আরাম-কেন্দারার দুই হাতলে পদবয় দীর্ঘপ্রমাপিত করিয়া অর্ধ হস্ত।

আকস্মিক জনসমাগমে দ্বিতীয় চক্ষুস্বীয় করিলেন—ভদ্রতা-প্রকাশের উত্তম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত-মেমসাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ঘট দেখিয়া মনে হয়, এ-বিষয়ে চেয়ার ক্রটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আয়াম-চৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল এবং অভ্যস্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, জামাইবাবু, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশি না কি।

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হলে খুব বেশি হয়, না জানলে এ-প্রশ্নের জবাব দিই কি করে ?

বুদ্ধ কহিলেন, এই ধর বন্দনা যা বললে ?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক বেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাখার যা বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি বেগে নেই—একটুও বেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছ, এবং খুব বেশি রকমই বেগে আছ, নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে। তা ছাড়া তোমার আপনাই মনে পড়ত যে, এইমাত্র আমরা এক গাড়ীতেই এলাম, জাত গিয়ে থাকলে আগেই গেছে, বেকিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছিল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক চল, কিন্তু মত্য কথা বলুন ত যথেষ্টমশাই, আমাদের ছোয়াছুঁয়ি করার জন্তে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার শ্রান করতে হবে কি না ?

চল না, বাড়ী গিয়ে নিজের চোখে দেখবে ?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন ? বলিতে বলিতে তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শাস্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে না, অথচ দণ্ডিতও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে

মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রাখিল না। ক্ষোভ নানা ক্লারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথটা আংশিক সত্য মাত্র এবং সে নিজেও যেন হাঁহাতে কতকটা জড়াইয়া গিয়াছে। অথচ বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্তর্পক্ষে ধীর-চিন্তে বুঝিবার যত মনোবুদ্ধির একান্ত অভাব। সুতরাং চূপ করিয়া থাকি। ভিন্ন আর উপায় ছিল না—বিপ্রদাস একেবারেই নীরব হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জমিদার বিপ্রদাসবাবু না ?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গায়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ী, বেঙ্গলে যখন আসা-ই চল তখন ওর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান। তাই আসা। আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল লোকটি তাহারই সমবয়সী—এক-আধ বছরের এদিক-হুঁতে পারে, তার বেশি নয়।

সাহেব কহিতে লাগিলেন, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি স্ত্র্যানক, অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশু ছু-চারজন বামুন পণ্ডিত গোড়া হিন্দু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখি কথটা মিথ্যে নয়।

অপরিস্রবিতের এই অস্বাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এমনি অন্তমনস্ক ছিল যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেকচারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই রিয়েল সলিড শিক্ষা—ফাঁকিবাজী, ধাঞ্জাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিঙ্ক ক'রে না। এলে মনের মধ্যে freedom আসে না—কুম্ভকার মন থেকে মুক্ত হতে চায় না। আমি একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর সে-দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুশী হইয়া কহিলেন, একথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্রেসিয়ার যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর করে assert করা—consequence তার যা-ই কেন না হোক আম্মর টাকা থাকলে আপনার জমিদারীর প্রত্যেক প্রজ্ঞাকে আমি নিজের খরচে ইয়োরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে একথা তারা তখন নিজেরাই বুঝত।

বন্দনার বোধ করি জ্বর খায়াপ লাগিল, সে আন্তে আন্তে কহিল, জামাইবাবু
-র প্রজ্ঞাদের উপর অভ্যাচার করেন এ-ধর আপনাকে কে দিলে ? আশা করি
আপনার মামাশুভের ওপর কোন জুলুম হয়নি ?

ও—উনি আপনার ভগিনীপতি ? Thanks—না তিনি কোন অভিযোগ
করেননি। নিজেই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া সহ্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি
এই রকম হত!—আপনি বোধ করি বিলেত ঘুরে এসেছেন ? মানান ? যান, যান।
Freedom, সাহস, শান্তি কাকে বলে, সে দেশের মেয়েরা সত্যি কি একবার স্বপ্নে
দেখে আছেন। আমি next time যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করবোঁচ।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্বেই ষ্টেশনের সেই রিলিজি হাওটি মুখ বাড়াইয়া
আনাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্রাটকর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ী দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। তিল-
ধারণের জায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফাঠ' ক্লাস আর একখানি সেকেণ্ড
ক্লাস। সেকেণ্ড ক্লাস ভর্তি করিয়া এক দল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যান্ট কসিকাতায়
কি একটা খেলার উপলক্ষে চলিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানা-
ভাবে ফাঠ' ক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপরিখাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলোর
চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর, ব্যবহারও তেমনি বে-পরোয়া। গাড়ীর দরজা আটকাইয়া সকলে
সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—gō—যাও—যাও!

ষ্টেশন মাষ্টার আনিল, গার্ডমাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহাই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিল, উপায় ?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন আজ বাড়ী ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না ত কি ? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি ? কষ্ট হবে, তা হোক।

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়ীতে চার-পাঁচজন আছে, আর চার-
পাঁচজনের জায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাই ত জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে!

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঝঙ্কু হইয়া উঠিল, কহিল, সে
ওদের সখ—আমাদের নয়। উঠুন, আমি সঙ্গে যাব। এবং পরক্ষণেই গাড়ীর হাতল
ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া

কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, right assert করবেন তুমি নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমিদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলো এই লোকটির মুখে পানে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া গু-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

৮

গুগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং কক্ষ-কণ্ঠে সমন্বয়ে প্রশ্ন করিল, what's up? ভাবটা এই যে সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোকগুলো খুব সম্ভব ফার্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়. তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কাশ-সাহেব। স্তুরাং ডিউটি যাই হোক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাসা দেখিতেছিল, সেই মাস্তাজী রিগিভিৎ হ্যাণ্ডটুও দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে হাও নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিকীর দল জোর করে ফার্ট ক্লাসে উঠেচে, নামতে চায় না। আর এ খবরটাও তাদের জানিয়ে যে গাড়ীর গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people? তোমরা রেলওয়ে সারভ্যান্ট, রেলের পাশে যাচ্ছ—be careful!

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব তাহারা নামিয়া পাশের কাথরায় গেল, কিন্তু ঠিক স্থান মে দ্বাৰে গেল না। চাপা গলায় যাগ বলিয়া গেল তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টারসাহেব গার্ডকে ধস্তাবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটত না।

ও—নো। এ আমার ডিউটি।

গাড়ী গাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবে না।

ব্যারিষ্টার বলিলেন, সাহস করবে না। চাকরির ভয় আছে ত?

বন্দনা দরজা আগলাইয়া কহিল, না, সে হবে না। চাকরির ভয়টাই চরম -
-guarantee নয় - সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝতে এর চেয়ে বড় guarantee সংসারে নেই।
কিন্তু আমি যে কিছুই খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও ত আসিনি।

সে তোমার মখ। কিন্তু একটু পরেই আশবে হোটেল-ওয়ালার বড় স্টেশন, সেখানে
ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেই লাভ নেই - আমি নেবে যাই।
ব্যারিষ্টারসাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখবেন। যদি আবশ্যক
হয় ত -

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ী থামবেন? সে আমিও পারব। এই বলিয়া
সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ীর চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা থাকে গিয়ে
ব'লো যে উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিংবা পরন্তু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখ্যোমশাই, আপনি ত একগুয়ে
কম নন।

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়ীতে তুললেন, কিন্তু ওরা-ত ছিল মাতাল,
যদি নেমে গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা হলে ওদের চাকরি যেত।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেত? দেহের অস্থি-পঞ্জর। সেটা চাকরির
চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অল্প মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি
হাসিয়া খাড়ি ফরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী পাঞ্জাবের নবীন ব্যারিষ্টার মুখ গভীর করিয়া
রাহলেন।

বন্দনার পিতা এককক্ষ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা
কানে যাঁহতেই, সোজা হইয়া বসিয়া বলতেন, না না, তাহাসার কথা নয়, এ ব্যাপার
ট্রেনে প্রায়ই ঘটে খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত জোর-জবংদন্তির
আমার ইচ্ছেই ছিল না, সাত্ত্বের ট্রেনে গেলেই সব দিকে স্ববিধে হ'ত।

বন্দনা কহিল, রাজের ট্রেনেও যদি মাতাল সাহেব থাকত বাবা ?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে ? তা হলে ত ভয়লোকের যাতায়াত বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুকট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখ্যমন্ত্রীর, ভয়লোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে ভেবো করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝে'চ।

আচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, ছেলে বেলা গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেচেন ? সত্যি বলবেন।

না, সে সৌখ্য স্থানো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror। শুন, বাড়ীর সবাই আপনাকে বাধের মত ভয় করে। সত্যি ?

কিছু শুনে বার কাছে ?

বন্দনা গলা খাট করিয়া বলিল, মেজদিব কাছে।

কি বলেন তিনি ?

হলেন, ভয়ে গাধের রক্ত জশ হয়ে যায়।

কি রকম জল ! মাতাল সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়, তেমনি ?

বন্দনা মহাঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, অনেকটা ঐ রকম।

বিপ্রদাস কহিল, গুটা দরকার। নইলে মেয়েদেব শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিছোটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিত্তে সকলের বোনাষ খাটে না এও জানবেন। মেজদিব বরাবরই ভাণমাত্র, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে চান।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ ভয়ে বাড়ী-স্বত্ব লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্য নয়। কারণ একটা বেলায় মধোই নমুন, যা দেখিয়ে এলেও তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্ত হয়। অতঃ পরে সহজে হুগতে পারবেন না।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তোষিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেচেন, জানেন ? আম প্রণাম করলেও গেনুম, তিনি পিছিয়ে ধরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকুমাত্রই দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে এই নিয়ে হাস করে না-খেয়ে আমার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মাহুঘের আশ্রম-সম্মত বলে ত একটা জিনিস আছে।

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আশ্রম-সম্মতের ধারণা পেলে কোথা থেকে ? ইন্দু-কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে ত ? কিন্তু মা ত ইংরাজ জানেন না, বইও পড়েননি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে ?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি শুধু নিজেই ধারণা নিয়েই চলতে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ গোমার হয়েছে। বিদেশের বই থেকে যা শিখেচ তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েচ বলেই এমনি করে চলে আসতে পারলে। নইলে পারতে না। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধত। আশ্রম মর্যাদা আর আশ্রম-অভিমানের তফাৎ বুঝতে।

বন্দনা তফাৎ না বুঝে, এটা সে বুঝল যে তাহার আধিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তর্ভুক্ত পাসিয়াছে। তাহার জ্ঞান নয়, মায়ের অসম্মানের জ্ঞান।

মিনিট দুই-তিন চূপ কথিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গৌড়া হিন্দু না ?

বিপ্রদাস কহল হাঁ।

তেননি ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ বিচার করে চলেন ?

চলি।

প্রণয় করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান ?

যাহ। সময় অসময়ের হিশেব আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধ করি এমনি স্বক বানিয়ে তুলেছেন।

সে তোমার দিদিকেই প্রকাশ্যে ক'রো। তবে পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চলেতে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, স্বর্গ্য বাঘের ভয় না কখনে কারও চলবাব ঘো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না, ঘো নেহ। যেমন দিনের গাড়ীতে বাঘের ৩০ থাকলে মাছধক রাত্তির গাড়ীতে যেতে হয়—ওটা প্রাণ ধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দাদ মেয়েমাহুঘ, সহজেই দুর্বল, তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটান যায়, কিন্তু স্বিকৃত্যবুও ত তিনি পরিবারিক নিয়ম মেনে চলেন না, সে সম্বন্ধে বাঘ-মশায়ের অভিমতটা কি ?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জগ্ৰই বন্দনা করিয়াছিল এবং বিদ্ধ কারবে বলিয়াহ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের 'পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না,

তেমনই হারিণী বলিল, এ সকল গুঢ় তথ্য অধিকারী ব্যক্তিরকে প্রকাশ করা নিষেধ।

শিক্কাবু নিজে জানতে পাবেন ড ?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সম্ভব হলেই পাবে। সে জানে রক্তমাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মহুর্ভকালের জন্ত বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রহ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইল না।

পিতা ডাকিলেন, বৃড়ি, আমাকে একটু জল দাও ত মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ বিপ্রদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অল্প প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল, মেজদির শাওড়ীর জন্তে নয়, কিন্তু আমার না-থেরে আসিয়া মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন ত আমিও দুঃখ পাব। আমি সেই কথাই এখন ভাবচি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হ'লো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনা বোধ করবেন সেটা হ'লো তুচ্ছ। তার মানে, মায়ায় আসল জিনিষটি না জানলে কত উন্টো চিন্তাই না করে।

বন্দনা কহিল, একে উন্টো চিন্তা বলচেন কেন ? বরঞ্চ এই ত স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চূপ করিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায় না, তথাপি জানালাব বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুকণ চূপ করিয়া রহিল। অতদিন এই সময়ে টের হাওড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু-তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিপ্রদাস একেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি-সব লিখিয়া বাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুখ্যমশাই, একটা কথার জবাব দিবেন ?

কি কথা ?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্ম-সন্ত্রমবোধ শুধু ইন্সুল-কলেজের বইপড়া ধারণা।

কিন্তু আপনার মা ত ইন্সুল-কলেজে পড়েননি, তাঁর ধারণা কোষাকার শিক্ষা ?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

বন্দনা কহিল, তাঁর সম্বন্ধে কৌতুহল আমি মন থেকে সরাতো পারতিনে।

তিনি শুধুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু কসমেরে সেই কথাটাই কি সকল
কথার বড় ?

বিপ্রদাস পূর্ববৎ স্থির হইয়া রহিল ।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলুম তাঁর বাড়ীতে অন্যতু অতিথি ।
এ ত আমার বই-পড়া বিদেশের শিক্ষা নয় ? তবু ত এসব কিছুই নয়—তুমু বয়সে
ছোট বলেই কি আমারই অপমানটা আপনায় অগ্রাহ্য করবেন ?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিল না, তেমনি নীরবে রহিল ।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি । আমার আচরণের জন্তে
দিদি যেন না দুঃখ পান । একটু খামিয়া বলিল, আমার বাপ-মা বিগত গিয়েছেন
কলে মেমসাহেব ছাড়া তাঁকে আজও কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না । শুনেচি, এই
জন্তেই নাকি আজও মেজদির গল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি । তাঁর ধারণায় সঙ্গে
আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি ঘাই হই, অপমানটা অপমান
ছাড়া আর কিছু নয় । দিদির শান্ত্তী করলেও না । বলিতে বলিতে তাহার
চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িল ।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি ত তোমাকে অপমান করেন নি ।

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেচেন ।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না,
অপমান তোমাকে মা করেননি । কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ
বোঝাতে পারবেন না । তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝতে হবে ।

বন্দনা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল ।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয় । কারণটা তুচ্ছ,
কিন্তু ছয় দাঁড়াল মস্ত বড় । তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেই দিন
বুঝেছিলাম আমার এই লেখাপড়া-না-জানা মায়ের আত্ম-মর্ধ্যাদাবোধ কত গভীর ।

বন্দনা সহসা কিরিয়্য দেখিল অপরিণীত মাতৃ-গর্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে । কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া আবার জানালার বাহিরেই
চাহিয়া রহিল ।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি-একটা কথার স্মৃতি একদিন এই কথাই
মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা, এত বড় আত্মমর্ধ্যাদাবোধ তুমি পেরেছিলে কোথায় ?

বন্দনা মুখ না ঝিনাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি ?

বিপ্রদাস কহিল, জান বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই । তাঁর নিজের

ছুটি ছেলে-মেয়ে আছে—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তেদের তিনটিকে এক লস্ক্রে এক বিছানায় যিনি মাহুখ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ-বিধে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অস্ত্র কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আশ্র-সন্মানবোধই কাউকে একটা দিনের জন্তে জানতে দেয়নি, তিনি আমার জননী ন'ন, বিমাতা। বুঝতে পার এর অর্থ ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাধনের উক্তবে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়াল, নমস্বারের প্রতি-নমস্বারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশায় খোরাক তোমাদের পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠল। কিন্তু যে বস্ত্র দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জববদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্যাদা। সে এত উচ্চ যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলে না। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর ত জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এঁদের দাসী, বলে অস্বঃপুরে শেকল-পরা বাদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে, কিন্তু বাড়ীর দাস-দাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না ?

বন্দনা অভিভূত-চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাওড়া স্টাটফর্মে ইন্ করলে।

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আঁসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মুহূর্ত্তে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নামতে আর যেন ভাল লাগচে না মুখুখ্যমশাই। ইচ্ছে হচ্ছে আপ্লনার মার কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা, আমি ভাল করিনি, আমাকে মাৰ্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল, কিছু বলিল না।

ষ্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন ?

রায়সাহেব বলিলেন, গ্র্যাণ্ড হোটলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার কয়েক দিয়েচি—এখানেই উঠব।

এই লোকটির হুমুখে গ্রাঁও হোটেলের কথার বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ীর অভ্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বার বার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি. এন. লাইনে বাইতে হইবে, অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ আর গত্যস্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায়সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমিও—তুমি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্রাঁও হোটলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই। বোঁবাক্সারে দিছুব একটা বাড়ী আছে, প্রায়ই আসতে হয়, লোকজন সবই আছে—আচ্ছা, আজ সেইখানেই চলুন না?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল—চলুন, সবাই সেইখানেই যাব। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঁবা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সেই মাথারে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

৯

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়ীটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষমানুষের বাঁশবাড়ী, হয়ত ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে খুঁখু, পানের পিচের দাগ, ভাঙা-চোরা আসবাব-পত্র, ময়লা বিছানা, কড়ি-বর-গায় ঝুল, মাকড়সার জাল—এমন সব আগোছাল বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাজে নামাস্ত্র আন্দোলকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার শৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য্য হইল। মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, মস্ত পরিষ্কার বাকুবাকু করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে স্তম্ভবরের মেয়ের মত, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা লগ্নকোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জঞ্জাই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ীর দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেচেন?

না, কাল শুতে দেবি হয়েছে, হয়ত উঠতেও দেবি হবে।

আমাদের সঙ্গে ছুজনে ধারা এসেচেন তাঁরা?

না, তাঁরাও গুঠেননি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুছেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গান্নান, পুঞ্জা আত্মিক পেরে কাছারি-ঘরে গেছেন।
থবর পাঠাব কি?

বন্দনা বলিল, না, তার দরকার নেই।

স্নানের ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে
যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার যো নেই, না?

দাসী কহিল, না। মা মাঝে মাঝে কালী-দর্শনের জন্তে কলকাতায় এলে এ-বাড়ীতেই
থাকেন কি না, তাই ও-সব হবার যো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল প্রতাপ মা। আচার-অনাচারের
কঠিন শাসন। দে ফিরিয়া গিয়া কাপড় জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল, কহিল,
এখানে দু-চারদিন যদি থাকতে হয়, তোমাকে কি বলে ডাকব? এখানে তুমি ছাড়া
আর বোধ হয় কোন দাগী নেই?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক বাজ। ওপরে আসবার সময় পায় না। যা
দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেম হিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের
লোক, হয়ত অনেক দোখ-ক্রটি হবে।

তাহার বিনয়বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুশী হইয়া দ্বিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার
বাড়ী অন্নদা? তোমার কে কে আছে?

অন্নদা বলিল, বাড়ী আমাদের এঁদের গ্রামেই—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে
এঁরাই লেখা-পড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বৌ নিজে সে দেশেই থাকে। ~~কাজই~~
আছে হিদি।

বন্দনা কোঁতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে নিজে তুমি এখনো চাকুরি ক'র কেন, বৌ-
ব্যাটা নিয়ে বাড়ীতে থাকলেই ত পার?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে ত হয় হিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের
কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পবের ছেলেনদের মানুষ করার ভার নেব।
সেই ভারটা ষাড় থেকে নামাতে পারিনি। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখা-
পড়া করে। আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়ীতে থাকে?

হী, এই বাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি
বাইরেই আছি, ডাকলেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল তিন্তরে নানাবিধ ব্যবস্থা। পাশাপাশি গোটা-
 তিনেক ঘর, স্পর্শ-দোষ বাঁচানোর স্বত প্রকার কান্দ-ফিকির বুকিতে আসিত্তে পারে
 তাহার কোন ক্রটি ঘটে নাই। বুকিল এসব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে,
 পাথরের চলচৌকি, একদিকে গোটা-তিনেক প্রকাণ্ড ওঁড়বার হাঁড়, বোধ হয় পক্ষা-
 জল রাখার জন্য—নিত্য মাঝা-ঘষায় ঝড় ঝড় করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন
 এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি অবহেলার চিহ্নভাঙ্গ
 কোথাও চোখে পড়িবার ঘো নাই। যেন এইখানেই বাস করিয়া আছেন এমনি
 সমস্ত-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার
 চেয়েও বড় কিছু একটা সমস্ত নিরস্ত্র করিতেছে, এ কথা বন্দনা চাহিবারাই
 অনুভব করিল। এবং এই মা, স্ত্রীলোকটি যে এ-সংসারে দর্ব্বনাধারণের কতখানি উর্দ্ধে
 অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে স্থব্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে
 লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারীজাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে
 পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লক্ষ্য নিজে নারী হইয়া সে মর্মে মরিয়া গিয়াছে—
 ইহা মিথ্যাও নয়, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আর একাকী দাঁড়াইয়া সে-সকল সত্য বলিয়া
 মানিয়া লহতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড় দেবি হয়ে গেল যে দিদি, প্রায়
 ঘণ্টা ছয়েক, ওঁরা সব নীচে খাবার-ঘরে অপেক্ষা করে আছেন! চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েছেন ?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি থাকেন না ?

অন্নদা মহাশয়ে কহিল, খেলেও ত সেই ছপুয়ের পরে দিদি। আন্ন আবার তাও
 নেই। একাধনী, সন্ধ্যার পর বোধ হয় কিছু কল-মূল থাকেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ-গৃহে এ স্ত্রীলোকটি ঠিক দ্বানী জাতীয় নয়।
 কহিল, তিনি ত আর বামুনের ঘরের বিধবা ন'ন, একাদশীর উপোস করবেন কোন
 দুঃখে ? কাল গাড়ীতে একাদশী না হোক দশমীর উপবাস ত ওঁর এমনি হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক, উপোস ওঁর গায়ে লাগে না। মা বলেন আর জন্মে তপস্যা
 করে বিপিন এ জন্মে উপোস-বিত্তির বর পেয়েচে। ওঁর খাওয়া দেখলে অস্বাভাবিক হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের অভ্যস্ত চা ক্রটি ভিন্ন প্রকৃতি টেবিলে
 স্থলজিত, এবং পিতা ও সন্ন্যাসী পাঞ্জাবের ব্যারিটার স্থায় চকল। দৈর্ঘ্য তাহাদের
 প্রায় শেষ সীমার উপনীত, মুহূর্ত্তে ধবের কামল কেপিয়া দিয়া সাহেব অহুযোগের

কর্তে কহিলেন, ইঃ—এত দেরি মা, সকাল বেলাটার আর ক কোন কাজ হবে না দেখি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল, বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মথুর্যোমশাই, আপনি থাকেন না?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে, খাই শুধু ভাল-ভাত। তার সময় এ নয় আমার জগু চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিল না, পিতা এক অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা বধবেন না—আরস্ত করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরী ববে দিই। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ রাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধাৰে দাঁড়াইয়াছিল, সে কুন্তিত হইয়া উঠিল। পিতা উদ্বেগে সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুখ করেনি ত মা? সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারসাহেব ক'রে বলি বন ভাবিয়া পাইলেন না।

বন্দনা চা তৈরী করিতে কারণে, না বাবা, অমুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করতে না।

তা হলে কাজ নেই। বাপ বোশ বাবের খাওয়াটা বোধ কবি তেমন হজম হয়নি। তাঁ ছাড়া দিনেব বেলা পিষ্টি পড়ে গেল কি না।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মথুর্যোমশায়ের সঙ্গে বসে ভাল ভাত খান, এ বাড়ীতে পে হবত হজম করতে পারব।

কথাটা আর কেহ শোনে খোশব কহিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কাল ছায়া মুহূর্তের জগু ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বাসিয়া ফেলিল, রাজ একাদশী, ও-বেলায়, ছুটো ফর্দ মূল ছাড়া আর ত কিছু খান না।

বন্দনা এইমাত্র এ-বথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল তথাপি বিশ্বয়ের তান করিয়া বসিল, শুধু ফল মূল? বেশ হাক্কু খাওয়া। সে ই বোধ হয় খুব ভাল হবে। না, মথুর্যোমশাই

বিপ্রদাস হাসিয়া খাড নাড়ন বটে, কিন্তু বেহ যে গাথাকে স্বচ্ছন্দ উদ্যোগ করিতে পারে আজ এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহাব মুখের পতি চাহিয়া বন্দনাও বোধ করি ইহা অশুভব করিল।

কান-বর্ষ সারিষ্ঠা বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ন বেলা। সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারসাহেব যাহাষব, ডিভিয়ার্থানা, গডেব মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মৌখ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পরিদর্শন করিয়া

তখনও ফিরে নাই। রাজের গাড়ীতে তাঁহাদের ঘাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া ঘাঁড়ী আঁপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

বায়মাহেব কাণড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে অল্পযোগের সুরে বলিল, দিদি, সারাদিন ত না খেয়ে কাটল আপনার। ফল-মূল সমস্ত আনিয়া রেখেছি, একটু শীগ্গির করে মুখহাত ধুয়ে নিন, আমি তত্তক্ষণ সব তৈরী করে ফেলি। কি বলেন ?

কিন্তু বড়বাবু—মুখ্যোদ্যোগে ? তিনি কই ?

অন্নদা কহিল, তাঁর জন্তে ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি ; এ-সব তাঁর বোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কই তিনি ?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বর কালীদর্শন করতে। এখুনি আসবেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভাল, তিনি এলেই হবে। কিন্তু বাকি সকলে ? তাঁদের কি ব্যবস্থা হ'লো ? চল ত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ-বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা ত রান্নাঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েছে হোটলে—খাবার সেখান থেকেই আসবে।

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল—সে কি কথা ? এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে ?

বড়বাবু নিজেই ভকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায় ? এই বাড়ীতে ? তোমাদের মা স্তনলে বলবেন কি ?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি স্তনতে পাবেন না। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসন-পত্র হোটেলওয়ালারাই নিয়ে আসবে, কোন অসুবিধে হবে না।

বন্দনা বলিল, ছুটম ত দিয়ে গেলেন, কিন্তু তামিল করলে কে ? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার ?

সে আর বেশি কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

চল।

মুখ্যোদ্যোগের একটা বড় রকমের তেজস্বিত্য কারবার কলিকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা-চারেক ঘর লইয়া আফিস ; কেরানী, গোমস্তা, সরকার, পেয়াদা, ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকেই সহজে

চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, খোটেলে রুহ্ম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে ?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার যান তাহদের বারণ করে দিয়ে আসুন ।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত— বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবে না । মুখু ঘামশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন । আপনার ভয় নেই । যান, দেরি করবেন না । এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্রত হইল, উদ্ভয়ের অপেক্ষাও করিল না ।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয় । বিপ্রদাসের রুহ্ম অমান্ত কবা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির স্থানান্তিত নিঃশঙ্ক শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয় । প্রায় তেমনি অসম্ভব । ক্ষণকাল বিমূঢ়ের স্তায় স্তম্ভ থাকিয়া বিধা-স্বরে কহিল, আজ্ঞে, যাই তা হলে—নিষেধ করে আসি ? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা হোক, আপনি দেরি করবেন না । বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল ।

লঙ্কার গ্নরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল । খুশী হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ তাবিয়া পাইল না । রামাধরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাখার ম্যানেজারবাবুকে বরখাস্ত করে আসেননি ত মুখুঘোষশাই ।

বিপ্রদাস কহিল, মুখুঘোষশাই যে বন্দাগী এ খবর তোমার দিলে কে ?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায় ।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল—কিন্তু অতিথিদের উপায় কি হবে ? এদের সকলের যে রাগে ডিনার করা অভ্যেস—তার কি বল ত ?

বন্দনা কহিল, খার বা না হলে নয় তাঁহা লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দ্বিন । বিলের টাকা আমি দেব ।

তামাসা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভাল হ'ল না ।

ভাল হ'তো বুকি ঐ সব ক্রিনিষ এ বাড়ীতে বয়ে আনলে ? বা শুনে কি বলতেন বলুন ত ?

বিপ্রদাস একথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জানতে পারতেন না ।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন । আমি চিঠি লিখে দিতুম ।

কেন ?

কেন ? কখনো যা কখনো, ছুদিনেব এই কটা বাইরের লোকের জন্তে কিসের জন্তে
তা করতে যাবেন ? কখন না ।

তুমি বিপ্রদাস শুধু যে খুশী হইল তাই নয়, বিশ্বাসপন্ন হইল । কিছুক্ষণ চুপ করিয়া
ধাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা ? রাগ কি পড়বে না ?
তাহার কণ্ঠ ঘরে একবার একটু মেহের স্বর লাগিল ।

বন্দনা মুহূর্ত্তে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? কিন্তু তুমি, আপনার
খাবার ফল মূল সব আনান আছে, ভুক্তব্য মত্রে আঁকুক আপনি মেহে মন, আমি গিয়ে
তৈরি করে দেব । কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাব না বলে দিচ্ছি ।

আচ্ছা, এস, বলিমা বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল ।

প্রায় দশটা খানে পরে বন্দনা ফল-মূল মিষ্টানের শাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া
বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল । অন্নদার হাতে আমন ও জশেব গাণ । জল-হাতে
শম্ভটা সে ময়দে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল ।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন আন করলে
না কি ?

আপনি খেতে বসুন, বলিমা সে পাত্ৰটা নামাইয়া রাখিল ।

১০

বিপ্রদাস আননে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার এখন আন করে
এলে না কি ? অস্থখ করবে যে ?

তা কলক । কিন্তু হাতে না-খাবার ছল-ছুতা আবিষ্কার করতে আপনাকে হবে
না এই আমার পণ । স্পষ্ট করে বলতে হবে, তোমার চোয়া খাব না, তুমি স্নেহ-
স্বরের মেয়ে ।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়নি যে দুঃস্বাদ ছলের অভাব হয় না ?

বন্দনা বলিল, পড়েছি, কিন্তু আপনি দুঃস্বাদও ন'ন, ভয়ানকও ন'ন—আমাদেরই
মত দোষে গুণ জড়ান মানুষ । তা না হলে সত্যিই আজ শু-বেচারাদের জিনার বন্ধ
করতে যেতুম না ।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি ?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলছি । আপনারা পরিবারে গুটা চলে না । না
দেশের বাড়ীতে, না এখানে । কিসের ভয়ে ওকাজ করতে যাবেন ?

কিন্তু জান ত, সবাই ঠুঁরা বিলেত-ফেদত—এমনি খাওয়াতেই ঠুঁরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস হাই হোক, তবুও বড়ানী। বাঙালী অতিথি উঠনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন মজির নেই। স্বস্তরাং এ অহাত অগ্রাহ্য। আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তব কাজেব কথাটা কি শুনি ?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জানেন। কিন্তু বোধ হয় যা আপনি মুখে বলেন এর সবটুকু তেতরে মানেন না। নহলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা ববণে কিছুতেই গাজি হতেন না। পোকে আপনানে মথো অত ভয় করে। থাকে করা দরকার সে আপন ন'ন, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ হাসিয়া বলিল, তুমি দুজনকেই চেনেচ। ঠাণ্ড ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হাচ্ছন এ খবর তুমি শুনে কার কাছে ?

বন্দনা নাম করল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞাসা করে ছেনে নিষেছি। সে এক বড় দুঘণ্টা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না, চিব দন খাতিমস্পাত বরে বলবেন, বন্দনার জন্তেই এমন হ'ল। তাই কিছুতেই একাজ কবতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আশ্রয় কুটুম্ব মধ্য সবলেব বড়। এ শোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুপাচুরি না ববে তোমার হাণ্ডে আমাব খাওয়া চলে না এ কথা সে শোমটিকে জিজ্ঞাসা বরোছো ? বরঞ্চ ছেনে এস গিয়ে, তৎক্ষণ আমি অপেক্ষা কমে হইলুম, বশ্বা সে হাসিয়া খাবাবের খানাতা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মন প্রবামে লক্ষ্যায় রঙ হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লহয়া কতিল, না, খাখা ত মে 'জিজ্ঞাসা করাত আমি যেতে পারব ন', আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, ঠাণ্ড মুক্তি প্রই যে, নিজের বাড়তে তোমাকে উপবাসী রাখতে ও পাবিনে, গাখা সে আশাবে প্রবৃত্ত হইন।

বন্দনা ক্ষণপাল নৌবর থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন ?

গাড়া ঘিরে গিয়ে গোবব খেয়ে প্রায়শ্চিরু কবব, বলিয়া হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি মছেও হৈতা সত্য না পাবিতাস, বন্দনা অনশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনবায় সুন্দ হইয়া বলিল।

বিপ্রদাস বাহিল, মায়েব সঙ্গে বোঝাপড়া এমটা হবই, কিন্তু তোমার বোনের শাক্তি থেকে যে পরিদায় পাব এটা নব চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্তে ক'লস, বিশ্বাস চল না ? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন দুখ্যেয়মশায়ের কথাটা বুঝবে, বলিয়া সে খাবাবের পায়টা নিঃশেব করিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

এঁকে ডিনার বাঁকন হইল স্টে, কিন্তু অত্যাচারী চিকিৎসক গাশখের অয়োজনে অবশেষে ছিল না। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার দিক দিয়া কোথাও জ্রাট ঘটিল না। কষ্ট সর্বসার্থ্য সমাধা করার পক্ষে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতোছেন, তাহার মথরে বিপ্রদাসের আচরণ প্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অগাধও নয়, এবং আপাতত জন হইয়াও যেন্ত্র অত্ৰকাল ঘনষ্ঠতা ও পবিচয় ছিল না তাহাও এওঁদিনের পাটীন কাহিনী মে নূতন করিয়া আঘাত বোব করা শুধু বাহ্য নয়, বিড়খন। তখনম কাবনে গেলে বিপ্রদাসের মা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সবিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিবাদে বন্দনা না থাইয়া রাগ কারয়া চপিষা আসিয়াছে। শিক্ষাবহীন নাগর উচ্চ মধ্য বাধ তাহাও আঘাত বরে নাও তাহা নয়, তথাপি এহ মূঢ়তাপেও এওঁদিন বিস্মৃত মধ্যম সত্তা কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার পাতবাদে ফি নবা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাহ-না। তাহার হাতের হোয়া ফণ মূণ-মিষ্টার সে থাইয়াছে সত্তা, কিন্তু স্বেচ্ছা নয়, ধায়ে পড়িয়া। পাছে বনামগরের কদম্ব কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ ধেন পাগলের হাত হহতে আয়রক্ষা কারতে। কিন্তু এহ মনাচার বিপ্রদাসের পাগিয়া-বাড়ী দিয়ারিয়া নে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এহ কথাটা কেমন কারিয়া যেন নিশ্চয় অল্পমান করিয়া বন্দনার চোখে ধুম রহিল না। মথচ একাধি বহুবার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কি.স? তাহাদের চলার পথ ও এক নর-স মারে উভয়ের মধ্য প্রাণস্থান যথেষ্ট রাইয়াছে। দৈবাত সংখর্ষ খাট এওঁদিন বা ধখাহ খাট বা ধখাহ বা। এ প্রেমের মুখোমুখী হইবার ডাক এ জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন কারয়া মে আপনাকে আপনি শাস্ত কারবার মনেও চেষ্টা করিল, কিন্তু তথাপি এহ মাত্রাটির নিঃশব্দ অবস্থা কোনমতে মন হহতে দূর করিতে পারিল না।

ভাবনে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পাড়রাছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ বাধাগস্ত মন্ত্রা অকস্মাত ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রার অবদর জড়িয়া ছুই চোখ আন্ধর কারিয়া আছে, কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিল না, বাহিরে আনিয়া বন্দনার রোলডে তর দিয়া দাঁড়াইয়া চাইয়া দেখিল আলো আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাটতর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বড় রাস্তায় কাচং কদাচিৎ পাড়ীর শব্দ অক্ষুট শোনা যায়, লোক চলাচলের তখনও অনেক বালম্ব, মমস্ত বাটীটাই একান্ত নীরব, মতসা চোখে পড়িল বিতলে মায়ের পূজার ঘরে আগো জ্বািতোছে, এক তাহারই একটা স্তম্ব ঘেরা কষ্ট জানালায় ফাঁক দিয়া সম্মুখর থামে আসিয়া পাড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকরেরা হয়ত আলোটা নিবাহতে ছুঁলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস—পূজায় বাসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুলিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লক্ষ্য রাখিবার ঠাই রহিবে না, এই রাজ্যে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবে না, কিন্তু আগ্রহ সংবরণ করতে পারিল না।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, চবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দে রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার নিকট দীর্ঘ দেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাঁহি আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিকলিত হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ কিছুই নয়, চরিত্র আর কোন সময়ে দেখিলে বন্দনার হাসিই পাইন, কিন্তু তন্ত্রা-জড়িত চক্ষে এ মুক্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হাঁস নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈ-স্ত হইল তখন পূর্বের আকাশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে, এবং স্তূত্যের দল ঘুর ভাঙিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভাল যে, ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার লক্ষ্যে আসিয়া পড়ে নাগ। আর সে অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রাসমূহ হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

ধীরে কথাবাণী করিয়া অন্নদা ডাকিল, বড় বেলা হয়ে গেল সে, উঠবেন না ?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া ছাত্র খুলিয়া বাহরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হুয়াছে, লক্ষিত হওয়া প্রিজ্ঞাসা করিল, এরা বোধ হয় আঙ্গু অপেক্ষা করে আছেন ? এমটু সকালে আমাকে তুলে দিলে না কেন ? জান করে ৩৩বী হয়ে নিতে ত একঘণ্টার আগে পেরে উঠবে না অন্নদা।

তাহার বিশ্র মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আঙ্গ আর ঠুং সবু করতে পারেন নি--শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুঁশ জান করুন গে, কেউ পেছ ডাকবে না।

তানয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কাঁহল, তোমাদের অনেক জিনিসই পছন্দ কারণে সাত্য, কিন্তু এটা কর। সকলের দল বেধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেলবার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায় না দিদি ?

বন্দনা কাঁহল, একদিনও না। অচ্য ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসিচি। আঙ্গা যাই, আর দেবী করব না, ব লয়া সে চালিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাঁহারি-বয় হইতে কাল্য সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার করিল।

চা খাওয়া হ'লো ?

ই ।

ওরা অপেক্ষা করতে পাবলেন না, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা খামইয়া দিয়া কহিল, সেজন্তে ত অগ্ৰযোগ করিনি মুখ্যোমশাই ।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাহুরী আছে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু দুবোনের মধ্যে প্রপ্নেদটি যেন চঞ্জ-স্বর্গোর মত । স্তনলাম নাকি শীত্ৰই যাক্ বিলেতে শকাটা পাকা করে নিতে । যাও ফিরে এসে একটা খবর নিয়ো, গিয়ে একবার মূর্তিটা দেখে আসব ।

স্তনিয়া বন্দনা হাসিয়া কেলিল, কিন্তু জবাব দিল না ।

বিপ্রদাস কহিল, সেদেশে স্তনেচি বেলা বাবোটা পধ্যন্ত লোককে ঘুমতে হয় । কঠিন মাখন । তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধতে হবে না, এদেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইল ।

বন্দনা এগারও হাসিল, কিন্তু ভেমনই চূপ কারিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল । নিশান্ত্ৰ সাধানিধে সাধারণ ভদ্র চেহারা । হাপ্পাপিহাসে স্নেহশীল ভাহাদের একজন । অথচ কাল রাত্রির নীরবতায়, নিষ্কর্ন গৃহের মধ্যে শুদ্ধ মৌন এই মূর্তিটকে কি ধে সস্তাবৃত মনে হাখাছিল এই দিবাপোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া ভাহার গৌতুহলের শীমা বহিল না ।

মুখ্যোমশাহ, এঁরা কোথায় ? কাউকে ত দেখচিনে ?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই । অর্থাৎ স্বত্বরমশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার মশাই - তিনজনই গেছেন হাপুডায় রেলওয়ে ষ্টেশনে - গাড়ী বিজার্ত করতে ।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারমশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন ? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনও আট-দশ দিন বাকি আছে । তা ছাড়া আমাদের না বলে ?

বিপ্রদাস কহিল, এসবার সময় পাননি, বোধ করি ফিরে এসেই বসবেন । সকালে ঘোষাহথের গ্যাকস থেকে জরুরি তার এসেচে—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইল না যে না গেলেই নয় ।

কিন্তু আমি ? এত শীগ্গির যেতে যাব কেন ?

বিপ্রদাসও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই, যেতে যাবে কেন ? আমিও ত ঠিক তাই বলি ।

বন্দনা বুঝতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল ।

বিপ্রদাস কহিল, বোনটিকে একটা ভায় করে দাও না দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে

পড়ুন। তোমাদের মিলবে ভাল অতিথি সন্ধ্যার দায় খেতে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচব।

বন্দনা সন্তয়ে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো উঠিল, মে ফি সন্তয় হতে পারে মুখ্যোমশাহ? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজি ছােন? আমাকে তিনি ত দেখতে পারেন না।

বিপ্রকাস কহিল, একবর চেষ্টা করলে দেখা না। বল ত শব করায় একটা ক্ষয়ম পাঠিয়ে দিহ - কি বল?

বন্দনা এতক্ষু চক্ষে ক্ষাকান নিঃশব্দে চাছিল, পার্শ্ব শেষে ক ভাবনা বাঁশল, খাব মুখ্যোমশাহ, এ আমি পাব না।

তবে থাক।

আমি বরক নবার সঙ্গে না হু চলেছ যাহ।

সেই ভাগ, বলিয়া প্রদাস চাণয়া গেল।

খাবার চৌবনের ওপর পিতার টেলিগ্রামখানা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সগাই বোঝাত আনেন তার। অত্যন্ত জকবি—বিলম্ব কারবার যো নাহ।

বন্দনা ঘরে গিয়া আরে ষবার তেপদ শুছাং প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফি ন নাহ, খণ্টা কয়েক পরে অন্ন ঘাে চুকিয় কহিল আনা নামে একটা টেলিগ্রাম এসেচে দিদি, এং নিন।

আমার টেলিগ্রাম? সবিশয়ে তােে গহয় বন্দনা খুশয়া দেখল বলরামপুং হইতে মা তাকেহ তার করযাছেন। সনকক অনরোধ জানাইয়াছেন পিতার সহিত মে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যাব। বোমা খিছু ক লক্ষ্যে বাধে গাডাতে যাধা করিতেছে।

১১

রাত্রের গাডাতে আসিচ্ছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিচ্ছে দিগদাস। বন্দনার আনন্দ আর ধরে না। সন্দিদিদির স্বত্বরবাডাতে নিজের আচরণের ক্ষুণ্ণ সে মনে মনে বড় লাজ্জিত ছিল, অথচ প্রতিকারের উপায় পাইতোছিল না। আজ অত্যন্ত আনন্দাংগে তাহাকে পিতার সঙ্গে বোম্বয়ে ফিরিয়া যাচ্ছে হতে, অকস্মাৎ অতীবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল অন্নদাকে পাড়িয়া চানাইল এবং উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার সঙ্গে—এই ছোট্ট কাগজখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে।

বিপ্রদাস বাড়ীতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাহাকে জানাইবার কিছুই নাই, তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপূত হয় না। আনন্দ-প্রকাশের সহজ বাস্তাটা যেন কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহুনিশ্চিত জমিদার-জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার স্কন্ধ হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখন তিনি যথেষ্ট ছুস্কোঁধা, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতেছিল এই মাহুঘটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন একটা ব্যবধান তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রাণ মুহুর্ত্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে। আশ্রিত পরিজন, দাঁদী-চাকর, কর্মচারিবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ— বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্ত্তা, বড়বাবু ছুদ্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু কাহারও আশ্রয় ন'ন। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানান যায়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সংস্কটুকু তাহার ভাবিতে পারে না।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাঁদীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নিরকোঁধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অল্পসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকু বাহির করিতে পারিল যে, সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও কবে এক অপরকে প্রায় করিলেও বোধ করি এট উন্নরই মিলিত। মুখ্যো পরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেণের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে স্পর্শকের জন্ত দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হস্তপরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল, কিন্তু আশ্রয় মনে হয় না সেই মাহুঘটি এ-বাড়ীর বড়বাবু।

হঠাৎ নাচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে একজন ছুটির আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রান্নাঘরে টেশন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া ঠিক মারিয়া দেখিল পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার ও তদীয় পত্নী দুইজন দুই বগল ধরিয়া শাহেবকে গাড়ী হইতে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ে জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই-তিন ভিজা কামাল জড়ানো। প্র্যাটফর্শে ভিড়ের

হাঁড়ামুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাস্ক ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজননে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল— দয়াময়ান ছুটি ডাক্তার ডাকিতে— ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল— বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিবালে সতী আসিয়া পৌঁছিল, বন্দনা বলয়বে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইয়া দোখল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি নয়, সঙ্গে আছেন শান্তী— দয়াময়ী। উচ্ছৃঙ্খিত আনন্দবলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আত্মভাবে কোনওতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল; কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চূষন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ ত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল, ভাল আছি। মা, হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বল ত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে, তাকে শাস্ত করে বাড়ী ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শাস্তি পাই'কই মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত হাস্তে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলে-মেয়ে হোক, আমার মত তাদের মাঝে করে বড় করে তোলা, তখন আপনি বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্ট করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না' দিয়া হেঁট হইয়া এবার তাঁর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অমুহু মা।

অমুহু? কি হয়েছে তাঁর?

পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেন না। বলিয়া সে ছুঁটনার হেতু বি,ত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন— চিকিৎসার ক্রটি হয়নি ত? চল ত কোন' ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসি গে, তারপর অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রান্সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন।

দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতিনন্দার করিয়া সহাস্তে কহিলেন, বেইশশাই, পা শুভলো ক করে, কোথা ঢুকেছিলেন ?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্তদিকে মুখ ফিরাইল, রায়সাহেব নিরীহ মায়ুষ, প্রতিবাদের সুরে বঝাইতে লাগিলেন যে, কোথাও ঢুকিবার জন্ত নয়, টেশনে খ্যাটফর্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটয়াছে ।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েছে, এখন থাকুন দিন কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ । পাছে একটা মেখেতে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আব একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই । দুজনে পালা করে দিন কতক সেবা করুক ।

রায়সাহেব তাহাই বিশ্বাস কহিলেন এবং এহ অধ্যগ্রহ ও মহানুভূতিব জন্ত বহু ধন্তবাদ দিলেন ।

আবার দেখা হবে—যাই এখন হাত-পা পুশ গে, বলিয়া বিদায় হইয়। দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন ।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছল দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতৃপুত্র—বাহুদেব । মেজদির ছেলেকে বন্দনা সোদন দোঁবতে পায় নাই । সে ছিল পাঠশালায় এবং তাহার ছুরি পূর্বেই বন্দনা বাড়ী হাতে চলিয়া আসিয়াছিল । পিতামহীকে ছাড়িয়া বাহু পাকে না, তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে ।

কাকা পরিস্রয় করাইয়া দিলে বাহুদেব প্রণাম করিল । বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না । আট-নয় বছরের ছেলে কিন্তু জানে সব ।

বন্দনা স্নেহে বকেণ কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারবে না বাহু ?

পেরেচি মাসিমা ।

কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ বছরের ছেলে—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা ?

তুমি মনে আছে মাসিমা, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম । আমাদের বাড়ী থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে, আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না ।

রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?

কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে ।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে ?

১. বিজ্ঞান কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ীর সবাই জানে। তা ছাড়া আপনি লুকোবার
উ বিশেষ চেষ্টা করেননি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে ?

বিজ্ঞান কহিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে
দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয়, আমার রাগ করাটা আপনি উচিত
বিবেচনা করেন ?

বিজ্ঞান কহিল, করি। যদিচ তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

আপনি আমার বাবার সঙ্গে বলে খেতে পারেন ?

পারি। কিন্তু দাদা বারণ করলে পারিনে।

পারেন না! কিন্তু আপনাকে বারণ করার অবিকার দাদার আছে মনে করেন ?

বিজ্ঞান কহিল, সে তাঁর ব্যাপার আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া
অস্বাভাবিক মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্তব্য বলে বোঝেন তা করায় কি আপনার সাহস নেই ?

বিজ্ঞান ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন এ ঠিক সাহস অ-সাহসের
বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীত লোক নই, কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিবেদ্য অবজ্ঞা
করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলে-বেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনি
দেও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অল্প প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখন উপেক্ষা
করে না।

উপেক্ষা করলে কি হয় ?

কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্তে আপনি অনেক কিছু করেন যা
দাদার হিঁচার বিরুদ্ধে। সে-সব করেন কি কবে ?

বিজ্ঞান কহিল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিবেদ্যের বিরুদ্ধে নয়। তা
হলে পাবতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা
জ্ঞেবেছিলুম তা আপনি ন'ন। এখন তাঁকে ভয়সা দিতে পারব, তাঁদের ভয় নেই।
আপনার স্বদেশ-সেবার অভিনয়ে মূখ্যে বংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোন-দিন
লোকসান হবে না। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বিজ্ঞান হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান ?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা কেন চাইব। আমি চাই তাঁদের ভয় খুঁচুস, তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই, তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অস্তিত্ব দ্বন্দ্বের মধ্য একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটা সবটুকু বাড়ীর সবলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত ?

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবে না, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিন-চারদিন একসঙ্গে আছেন এখনও তাঁকে চিনতে পাবেননি ?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখব আশা করে আছি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হলে প্রথম পাঠ নিন। ঐ জুতো জোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনারাদের ওপরে ডাকছেন।

তলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেছেন কেন ?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম,—কৈলাস-যাত্রা মধ্যম্ণে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, দ্বিতীয়,—আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন যেন না বলে এসেছেন না।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মার সামনে আপনাকে মিস্ রায় বলা চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকব। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাঁধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না, রাগ করব কেন ? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে ?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখ্যোমশাই বলা মানাবে না। তাঁকে সবাই বলে বডদাদাবাবু—আপনাকে ডাকতে হবে বডদাদা বলে। এই হ'ল আপনার দ্বিতীয় পাঠ।

কেন ?

দ্বিজদাস বলিল, তর্ক করলে শেখা যায় না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্থ হলে এর কারণ প্রকাশ করব, কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখ্যোমশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য্য হবেন।

বিজ্ঞানস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা, বোর্দিদি এরা বড় খুশী হবেন। এটা সত্যিই হয়বার।

আচ্ছা তাই হবে।

সি ডির একধারে জুতা খুশিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল বিজ্ঞানস ও বাহুদেব। তিনি গোংক খুশিয়া কি একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাড়াইয়া অন্নদা বোধ করি গৃহস্থালীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভূঁমবী না করিয়া সংজ্ঞ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া, ক গড় ছাড়া হয়েছে মা ?

হাঁ মা, হয়েছে।

তা হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা। এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামনঠাকুর করছে জানিনে—সামগ্রী আঁহকাটা সেরে যাচ্ছি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টপাতও করিলেন না, বলিলেন, কিছুই শ্রদ্ধাভা ভালো নেই, সকালেও ও কিছু খেয়ে আসেন। ওব খাবারটা যেন একটু স্নিগ্ধ-গির হয় মা। এই বাঁশরা তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, বন্দনার উল্লসিত মুখে অপেক্ষা করিলেন না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অস্থখ করল ?

বিজ্ঞানস কহিল, সামান্য একটা জ্বরের মত।

কি থাকেন এ বেলা ?

বিজ্ঞানস কহিল, সামান্য বার্দি ছাড়া যা দেখেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাস ঘবে যাব, শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবে না ত ?

বিজ্ঞানস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধ হয় আপনার দিয়েছেন। ঠিক কথা মা কখন ঠেংতে পাবেন না—তারি ভাল্যামেন। যেহু অপবাদটা বোধ করি আপনার কাটল।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্য্যের কথা।

বিজ্ঞানস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি কবেচেন, অন্নদা-দিদি কি কথা মাকে বলেছেন জানিনে কিন্তু আশ্চর্য্য হয়েচি আপনার চে.সও চের বেশি আশি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না, যান, খাবার ব্যবস্থা করুন গে। আবার দেখা হবে। বিশিষা দুইজনে মায়েব ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কৈলাস তীর্থ-যাত্রায় পথের দুর্গমণ্ডার বিবরণ স্তম্ভন্য মামোয়া পিছাইযাছেন, দ্ব্যাময়ীর নিবেদনও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার কলিগত্যয় কাটিল পাঁচ-ছয়দিন দক্ষিণেশ্বর, কানীবাট ও গঙ্গামান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ-বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আদিয়া ঠেঁপিয়াছে বন্দনার কাছে। সত্য কিছই কবে না, সকল ব্যাপারে বোনকে বেয় আণাইয়া, নিজে বেগায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘূঁবয়া। তবু কোথাক বাতির হঠতে হুঁলে তাহাণে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আর না তাই আমাদের সঙ্গে। হুঁ সঙ্গে থাকলে কাটকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

বিপ্রদাসেরও আজ-কাল কবিতা বাডী যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন, বিশিণ চলিয়া গেলে তাহাকে পাঠী লক্ষ্য যাইবে কে? সোঁদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া আনাইয়া উত্তেজনার সহিত ব'লতে লাগিলেন, বিপন, তুহ যা বাঁস বাবা, লেখা পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঁকল, এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা কবিস, কি হয়েছে মা?

দ্ব্যাময়ী বলিলেন, কি হয়েছে? আজ মস্ত একটা লাগমু খা মাষ্ট্রেন এসে আঘাতের গাডী আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, হ'রাজিতে কি দুকথা বুঝিয়ে বললে, মাষ্ট্রেন তক্ষণ গাডী ছেঁড়ে দিলে। -ইলে কি হ'ত বল'ত? হয়ত সহজে ছাড়ত না, নশত থানায় পধ্যস্ত টেনে নিয়ে যেত—কি বিভ্রাটই ঘটত। হোর নতুন পাণ্ডাবী ছাইভাবটা খেন জঙ্ক।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি কণেছিলে তোমরা—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আদিয়া দাঁড়াইল। দ্ব্যাময়ী ষাড নাড়িয়া সায দিয়া উচ্ছ্বসিত কণে কহিলেন, তোমার কথা বিপিনকে তাই বল'চলুম মা, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা! তুমি সঙ্গে না থাকলে সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম। কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেম বেটির। চালাতে জানে না তবু চালাবে। জানে না—তবু বাহাছুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্তে কহিল, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই ঐ রকম মা। মেম-
সাহেব নিশ্চয়ই লেখা-পড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন। বন্দনা কহিল, মুখ্যোমশাই, সেটা মেমসাহেবের
দোষ, লেখা-পড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আদি গে। কাল
বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার স্থানিধে হয়নি।
বলিয়া সে চালিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিকে
দৃষ্টি আছে। কেবল লেখা-পড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। আর
তেমনি মস্তি কথা। তাঁর দিবে নিশ্চিন্দী—সংসারের কিছুট চেয়ে দেখতে হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, স্নেচ্ছ বলে ধেরা কর না ত মা ?

দয়াময়ী বলিলেন, তোর এক কথা। স্নেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্তে—ওর
মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেমসাহেব বলে ড়নাম রটালে।
নইলে আমার মতই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে—তা পরলেই বা।
বিদেশে অমন সবাই পরে। লোকজনের সামনে বার হয়—তাতেই বা দোষ
কি। বোধ্যয়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই—ছেলে-বেলা থেকে যা শিখেচে তাই করে।
আমার যেমন বোঁমা তেমনি ও। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলেচে—জনলে মন কেমন
করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চরবে কেন মা ? বন্দনা থাকতে আসেনি—
দুদিন পরে শুকে যেতে ত হবেই।

দয়াময়ী কহিলেন, যাবে সত্যি, কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায় না—ইচ্ছে করে চিরকাল
থরে রেখে দিহ।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে তো আর সত্যিই হবার যো নেহ
মা—পরের মেয়েকে অত জড়িও না। দুদিনের জন্তে এসেচে সেই ভালো। বড়িন্দা
সে কিছু অস্ত্রমনস্কের মত বাড়িরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপুত হইল না। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র।
বলগামপুয়ে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলো কাটিতে লাগিল
যেন উৎসবের মত—হাসিয়া গল্প করিয়া এবং চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের
মুখেই হাস্য পবিহাসে এতটা হাস্য হইতে দয়াময়ীকে হাঁতপূর্বে কেহ কখনও দেখে
নাই—তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতে
ছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতি-সিদ্ধ গাভীর্ষ্যকে সেই স্রোতে মাঝে মাঝে যেন

ভাশাইয়া দিতে চায়। সতীর সঙ্গে আভাস-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয়, ভাশাইর অর্থ শুধু শাওড়ী-বধুই বুঝে, আরও একজন হয়ত কিছু-একটা অহুমান করে সে অন্তর। সতীর পাশ্চাত্যের ব্যারিষ্টার সাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ী গিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী ষাইবার সময়ে কোঁতুক করিয়াছিলেন এক প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন যে, কর্তৃস্থলে ফিরিবার পূর্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায়সাহেবের পা ভাল হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছু দিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বাইয়ের পরিবর্তে বলরামপুরে গিয়া অস্তিত্ব আরও একটা মাস দ্বিদির কাছে অবস্থান করিবে এ বাবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখ্যোদের মামলা মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মাঙ্গল্য তারিখ নিকটবর্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ী না গিয়া এই দিনটা পার করিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস্ বিপিন ?

বিপ্রদাস আদানতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা ?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিছুদের কি-একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হস্তে দেবে না, আর ওয়া করবেই। নাট্যালাঠি মাথা ফাটা-কাটি হ'তই, শুনে ভয়ে মরি—

সে গেছে নাকি ?

না। সেই কথাই ত তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনেবে না, এমন কি ওর বৌদিদির কথা পর্য্যন্ত না, শেষে শুনেতে হ'ল বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্যাদার কোথায় যেন একটু ধা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইয়াও মুখে শুধু বলিল, দত্বি নাকি ?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাই ত হ'ল দেখলুম। কবে নাকি ওদের সর্ভ হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল-চলনে এ বাড়ীর নিয়ম লঙ্ঘন করবে না, আর তার বদলে অগ্জজনকে তার অহুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে, দ্বিছুবাবু, সর্ভ মনে আছে ত ? আপনি কিছুতেই আজ যেতে পারবেন না। দ্বিছু স্বীকার করে বললে, বেশ তাই হবে, যাব না। শুনে আমার ভাবনা ঘুচল বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্ত্তী বেঁচে নেই, কি ভয়ে ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চূপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আঁ তো তবু ওর ইন্সুল-কলেজ, পড়া-শুনা, একজামিন-পাশ করা ছিল, এখন সে বালাই যুচেচে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন কাজট বে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি শেষ পর্যন্ত এত বড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, ক'হল, না, না, সে ভয় ক'র না, বিজু কলঙ্কের কাজ কখন করবে না।

মা বলিলেন, ধর যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায় ? সে আশঙ্কা কি নেই ?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে জানি কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ কোনদিন করবে না। ধর যদি আমারি কখন জেল হয় - হতেও ত পারে, তখন কি আমার জন্তে তুমি লজ্জা পাবে মা ? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক ?

কথাটা দয়াময়ীকে শুল বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত ? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এত বড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন, সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্ত বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ, কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্ত্রায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান-পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া কিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে দেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্ঝাঁক হইয়া গিয়াছিলেন। বিজুর জন্ত তাঁহার উৎসর্গ আছে সত্য, কিন্তু অন্ত্রয়ের চের বেশি ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্ত। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। বিপ্রদাস ক'হল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত ? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে !

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বালাই যাট ! ও সব অলঙ্কণে কথা তুই বলিসনে বাবা। তার পরেই কহিলেন, জেল হবে তোব আমি বেঁচে থাকতে ? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন ? এত সম্পত্তি রয়েছে কিসের জন্তে ? তার আগে সর্ব্ব্বৎ বেঁচে ফেলব, তবু এ সটভে দেব না বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, বিজুর যা হয় তা হোক গে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব বিপিন ! এ সহিতে আমি পারব না, তঁা জেনে রাখিল। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা এ-বেলা কি—, বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্তে কহিলেন, ছেলোটাকে অনেকদিন বুকে করিনি তাই একটু মাধ হ'ল নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা' দিও কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার পিমশাভূড়া তখনও বেঁচে, বিপিনকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার বড়ছেলে রোঁমা। কাজ-কর্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায়নি—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে, তার পর হবে অল্প কাজ। তিনি বোধ হয় দেখতে চাহলেন আমি পারি কি না—কি জানি পেরেছি কিনা। বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা ?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভেতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল পোনা দিয়ে গড়া জ্যাক পুতুল, বড় বড় চোখ মেলে আশ্চর্য হয়ে আমার পানে তানিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অর্চন তখন অনেক বাকি, সবাই হৈ হৈ করে উঠলো, আমি কিন্তু কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চাননে—যে দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আন ত ঝি আ-বার খাকার চুখের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি একপা নড়ব না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বললে বেহায়া, কেউ আর কত কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্য করলুম না। মনে মনে বললুম, বলুক গে ওরা। যে রত্ন বোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সেই ছেলেকে তুমি বল কিনা বুড়ো !

ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রদ্ধল ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখন ঘটে নাই। অস্তিত্ব চক্ষে কর্ণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আশনার ছুটি ছেলের মধ্যে কোনটিকে বেশি ভালবাসেন সত্যি করে বলুন তা ?

সুনিয়া দয়াময়ীও হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা, শাস্ত্রে নিবেদ আছে।

বন্দনা বাইরের লোক, তবে মাত্র পঞ্চদশ হইয়াছে, ইহার সুখে এই সকল পূর্ব কথাই আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ-দব তবু নেই; তার সঙ্গে

বিগিরে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারি অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক।

তনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, কহিল, ইংরিজি পুঁথি আপনিও ত কম পড়েননি নুখুম্যোমশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে ?

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা—বুঝিনে। এ-সব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিলে সে ত এখন বললে না ?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা, এ-বেলার রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আহুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের 'পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন তুই ত খুব ধার্মিক, জানিস্ ত বাবা, মাকে কখনও ঠকাতে নেই।

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা, অমন করে তুমি ভূমিকা ক'র না। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

দয়াময়ী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বললি কেন যে তোরও জেল হতে পারে ? কৈলাসে যাবার সম্বল এখনও ত্যাগ করিনি বটে, কিন্তু আর ত আমি এক পাও নড়তে পারব না বিপিন।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিও না। শুটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত—দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্তই কারণ বংশে কলঙ্ক পড়ে না।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন—ওতে আমি ভুলব না বিপিন। এহলামেলো কথা বলার লোক তুই নয়—হয় কি করেচিস্, নয় কি-একটা করার মতলবে আছিস্, আমাকে সত্যি করে বল্।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করেই বলছি আমি কিছুই কয়িনি। কিন্তু মাহুঘের মধ্যে কত রকমের মতলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দেশ দেওয়া চলে মা ?



দয়াময়ী পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তাও না। নহিলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মাগ্বষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই শেখকালে এতবড় নেমকহারামি কববি বাবা? বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিশন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি বল? তুমি ত জান তোমার অমতে কখন এফটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী বলিলেন, কর না সতি, কিন্তু কাল বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচ কাজ-কর্ম সমস্ত বুঝ নিতে?

বড় হল, আমাকে সাহায্য করবে না?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাসনে বিপিন, তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হ'ল ওর সাহায্য নেবার? কি তোর মনে আছে আমাকে খুঁজে বসে?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া ব'হিল, এ কথা বলিল না যে, তিনি নিজেই এহমার বিজ্ঞদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বসিতেছেন। কিন্তু হচারই অতঃপর পাওয়া গেল দয়াময়ী পববস্ত্রী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্মের পরিবার, এখানে অনাচার সূত্র না। আমাদের বাড়ী নিয়মের কড়াক'ডতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি শতেরো বছর বয়সে—সে তোর মত নিয়ে নয়—আমাদের সাধ হযোছল বলে। কিন্তু বিজু বলে সে বিয়ে করবে না। ও এম.এ. পাশ করেছে, ওর ভাল-মন্দ বোঝাবাব শক্তি হয়েছে, ওর ওপর কারও জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই, আমার খণ্ডবের বিষয় সম্পত্তিতে সে মেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবে না?

প্রায়ই ত বলে, বিয়ে করবার লোক অনেক আছে তারা কলক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস এখানে এসে পয্যন্ত আমি দিনরাত ঘুবে বেড়াই—খুব মনের স্বার্থে আছি। কিন্তু স্বার্থে নেই। এর ওপর তুই দাঁল আজ মেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিল না। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বোঁদিকিকে হকুম করতে বল না মা?

তার কথাও সে শুনে না।

শুনবে মা, শুনবে। সময় হুণেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ কর ত তার পাত্রীর সন্ধান কবতে পারি।

বন্দনা হাসিয়া ঘরে ঢুকিল, অন্তর্যোগের স্বরে কহিল, কৈ এলেন না ত ? আমি কতক্ষণ ধরে বসে আছি মা।

চল মা, যাচ্ছি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবু। সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা ? এখন সে বড় চমকে। মেয়েটি যেমন বপে তেমনি গুণে। আমাদের স্ব-স্ব, বণ ত গিয়ে দেখে আস, কথাবার্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপহৃত হবে না।

না না, সে এখন থাক, বলিয়া দয়াময়ী পবনের জন্ত একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সত্যি হচ্ছে না - না বিপিন, বৌমাকে জিজ্ঞেসনা না কবে এসব গিছু বরে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। স্বন্দর শাস্ত চোখে উত্তর প্রতী দৃষ্টপাত করিয়া কহিল, তাকে দোষ কি মা ? এট ত কলকাতায়, চন্দনা, দ্বিটিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসি গে।

জনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পাড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু অশ্রুনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে হুকুল কলেজ থেকে পাশ কবাননি বটে, কিন্তু যত্ন করে শিক্ষিতেন অনেক। একদিন তাঁদের ওখানে আমরা নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করিছিলাম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল, বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে বেথেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাও না মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে তোমাব বড়বোঁ অস্তঃ মনে মনে স্বীকার কববেন তিনি ছাড়াও সব পক্ষের রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন, কিন্তু হাসি আনিল না, মুখে কথাও যোগাইল না—বন্দনা পুনশ্চ অন্তর্যোগ কবিল, চলুন না মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসি গে ? বেশ দর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের পরে এখন সে লাভণ্য আর নাই, যেন ছায়ার চংকা দিয়াছে। এইবার একক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, মা মা, দা বেশ নয় জানি, কিন্তু সে সময় আমার নেই। চল আমরা যাই,—এ বেলায় কি পাখা হবে দেখি গে। বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া মন হইতে বাহিরে গেলেন।

লক্ষ্মী-বন্দনা সানিয়া বিপ্রদাস এইমার নিজেব পাইবেরী-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সকালের ডাকে যে-সবল দলিলপত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছে সেগুলো দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন—হাঁ রে বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস!

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কিসের মা?

অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীঃ আমারা যে দেখে এলুম।

মেখেটি কি মন্দ?

দয়াময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, না মন্দ বালিনে—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়ে না সে সত্যি, কিন্তু কাজ বলে আমার বৌমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বৌমার কথা থাক, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিশ্বাসপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে! আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হ'লো, কি শব্দ করেই না সে বৌমাদের খাওয়ালে—তার পরে কত বই, কত লেখ-পড়ার কথা-বার্তা বন্দনার সঙ্গে তার হ'লো, আর তুই বলিস আমরা আর কাকে দেখে এসেছি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে তদন্ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা লেখা-পড়ায় বন্দনা ইস্কুল কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পত্রিকা পাশ করেছে, আর তার লুকু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোটছোটের তফাৎ!

সানিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কোঁতুকে নাচিয়া উঠিল—চূপ কর বিপিন, চূপ কর। কিছু শু-ঘরে আছে, স্নানতে শৈলে লজ্জায় বাড়ী ছেড়ে পালাবে। একটু থাকিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্য বলে কি এতই মুখ্য যে কলেজের পাশ করাকেই চতুর্কর্ণ ভাববে? জানব রে, বরঞ্চ ছোট ছোট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েচে। গাড়ীতে আসতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখা-পড়ায়? আমার একটা

বৌ যেমন হয়েছে আর একটি ভেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিশ্বের শুমারে সে যে মনে মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে সে হবে না।

বিপ্রদাস বৃষ্টি জেরার জবাবটা শায়ের এলো-মেলো হইয়া বাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় ক'রো না মা। বিত্তা যাদের কম, শুমোর হয় তাদেরই বেশি, ও বাপের কাছে সত্তা সত্তাই যদি কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নিচ্ছ হয়েই থাকবে তুমি দেখ।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, একথা তোয় সত্যি, কিন্তু আগে থেকে জানব কি করে বল? তা ছাড়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিশ্বের কমবেশী কেউ যাচাই করতে আসে না, কিন্তু বৌ দেখতে এসে সর্কলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিল না যে অমন বৌয়ের পাশে এই বৌ এনে দাঁড় করালে। এ আমার সহবে না বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা। মেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম, আমার শায়ের বোধ হয় অমত হবে না।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও কথা না বলগেই ভাল হ'ত বিপিন। তা মে বাই হোক, বৌমার মত কি হচ্ছে আগে শু'ন, তার পরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিল না বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্তেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে, নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছিলে, অল্প কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি মত-জানাজানির দরকার হ'ল মা?

তর্কে হাসিয়া দয়াময়ী হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েচি বাবা, আর কতকাল বাঁচব বল ত? কিন্তু চিরকাল থাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে বিয়ে দিতে পারি? না না, দু'দিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল, প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তথ লইয়া বাইতেন—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আন্ধিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি স্তম্ভন যুবক বন্দনার সহিত যুক্তকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিধুঁত সাহেবি শোবাকের এই অপরিচিত

লোকটির লক্ষ্মে হঠাৎ আনিয়া পড়ায় দয়াময়ী মলম্বে পিছাইয়া বাইবার উপক্রমেই রায়সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাছেন বেয়ান, ও যে আমাদের স্বধীর । ওকে লক্ষ্য কিসের ? ও ত বিপ্রদাস ভিজ্ঞদাসের মতই আপনার ছেলে । আমার অস্থখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে । স্বধীর, ইনি বন্দনার দ্বিদির শাওড়ী - বিপ্রদাসের মা, একে প্রণাম কর ।

স্বধীরের প্রণাম করার অভ্যাস নাই, ও পোবাকে করাও কঠিন, সে কাছে আনিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল ।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সম্ভান-সম্বন্ধ যে কি স্মরে হইল তাহা বুঝাইবার ক্ষম্ত রায়সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি একসঙ্গে বিলাতে পড়োঁছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমার পরম বন্ধু । স্বধীর নিজেও বিলাতে অনেকগুলো পাশ গরে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের ভাল চাকরি পেয়েচে । কথা আছে শুধর বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলাতে বেড়াতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্তি হবে, না হয় দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে । ছাথো স্বধীর, তোমরা যদি এই আগষ্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার আমণ না হয় মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি । কি বলসরে বুড়ি, ভাল হয় না ?

বন্দনা সেখান হইতেই আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবে না বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালই হয় ।

রায়সাহেব উৎসাহ-ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে, তোমার বিয়ের পরেও মাস-খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোনরকম তাক্কা-ছড়ো কর্তে হবে না । বুঝলে না স্বধীর সুবিধেটা ?

ইহাতে স্বধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল । দয়াময়ী একক্ষণে বৃক্ষিলেন এই ছেলেটি রায়সাহেবের ভাবী জামাতা । অতএব তাঁহারও পুত্র-স্থানীয় । বৃক্কের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিং তিন বিপ্রদাসের মা, বনরামপুরের বহুখ্যাত মুখ্যে পরিবারের কর্তা, মুহূর্ত্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বধীর, তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা ?

স্বধীর কৃহিল, এখন বোম্বায়ে । কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু বর্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই ।

কোন দুর্গাপুর স্বধীর ? বর্তমান জেলার ?

স্বধীর বলিল, ই, বাবার মুখে তাই শুনেচি । কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট গ্রাম, এখন নাকি সে দেশ ম্যালেরিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে ।

দয়াময়ী কখনকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি ?

স্বধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু ।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহর নাম কি ছিল হরিহর বসু ?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়সাহেব পৰ্য্যস্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি ?

হাঁ, জানি । দুর্গাপুরে আমার বাড়ী । ছেলে-বেলায় দিদিমার কাছে শাস্ত্র হয়েচি বলে ও-গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি । ওঁদের বাড়ী ছিল আমাদের পাড়ায় । কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই স্বধীর, আমার আফিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে ! কিন্তু কিছু না খেয়েই যেন তুমি চলে যেও না—আমি এখন সময় ঠিক করে দিতে বলচি ।

স্বধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকি নেই, বিপ্রদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন ।

দিয়েচে ? আচ্ছা তা হলে এখন আমি আসি, বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন । বন্দনার প্রতি একবার চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না ।

পরদিন সকালে স্নান-আফিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাসমত মায়েঁর পদবুলির জন্ত আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে ।

এ কি মা, কোথাও যাবে নাকি ?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না, তাই দস্তমশাইকে জিজ্ঞেসা করে জানলুম লাড়ে নটার গাড়িতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী পৌঁছতে পারব । কিন্তু পরন্ত তোর মকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবিনে, বিজুকে বলে দে, ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক ।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়েঁর দুই চোখ রাঙা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারাবাত্রি তাঁহার উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে ।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েছে মা ?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্তে এসে আট-দশদিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্ছে জানি-নে, পাঁচ-ছয়টি গরুর প্রথম হবার সময় হয়েছে দেখে এসেচি, তাদের কি হল খবর পাইনি ; বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্ছে—আর ত দেরি করা চলে না বিপিন ।

এ-সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় মত, কিন্তু আসল কারণটা তিনি প্রকাশ করিলেন না, বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজ না গেলে নয় মা ?

না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিসনে। ছিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আহুক।

তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজেই শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফল-মূল ও ছেলের দুধের ষটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাখায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদাদিদি, ব্যাপার কি জান ?

না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালে মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলের্বোয়ের গাড়ীতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি নটার ট্রেনে বাড়ী যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করার সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না।

ভূনিয়া বিপ্রদাস শুরু হইয়া রছিল। অন্নদা না জানিতেও পারে, কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিষয় কি আছে ? কয়েক মূহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ-সকল মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন্ গভীর হৃৎক তাঁহার এই বিপর্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রছিল যাহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন, তখন ট্রেনের অনেক সময় বাকি, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহ্য না, কোনমতে বাহির হইতে পাবিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিষ-পত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ-হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিশ্বয়কর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ছিজু কই ?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবে না মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেন, যেতে রাজি হ'ল না বুঝি ?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই হবে অবাধ্য হয়েছে বল ত ?

তবে হ'ল কি ? গেল না কেন ?

আমিই যেতে বলিনি মা, বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্তে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচ তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল, তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘটল নিজেই চোখে দেখব বলেই সঙ্গে যাচ্ছি। অন্ত কিছুই নয় মা।

আর কোন লম্বে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হস্ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে এইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে বাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে ক্ষুত্রপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ী যাচ্ছি বন্দনা!

বাড়ী? সেখানে কি হয়েছে মা?

না, হয়নি কিছু। কিন্তু ছদ্মিনের জন্তে এসে দশ-বারো দিন দেয়ী হয়ে গেল, আর বাড়ী ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না—এখনো গুঠেননি—আমার ক্রেটি যেন বেহাই মার্জনা করেন। কিছু রইল, অন্নদা রইল, তুমি দেখো তাঁর যেন অশুভ না হয়। এসো বৌমা, আর দেয়ী ক'রো না, এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল—আমরা চললুম ভাই—আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে তাহার শান্তীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিশ্ময়ে নির্ঝাঁকু দাঁড়াইয়া—যেন পাথরের মূর্তি, অকস্মাৎ একি হইল।

বাহু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্ছি মামীমা, তখনই তাহার চৈতন্য হইল, তাহারও এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তড়াতাড়ি বাহুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়ায়। দয়াময়ী ও মেজাদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অক্ষুটে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন, বুঝা গেল না। সোটির ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চল দিদি, আমরা গুপরে যাই।

তাহার স্নেহের কর্তৃত্বের বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহীনতা সজ্ঞারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি বান্ধবের কাজগুলো সেবে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ পর্যন্ত নয়, স্বদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্যন্ত নয়।

ঘণ্টা-খানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানবা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছি ছি, কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন।

বন্দনা বলিল, বাবা, আমরা কবে বোম্বায়ে যাব ?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলে না কেন ?

সেই বেলি, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাব বাবা, তুমি যে আজও ভাল হতে পারনি।

ভাণ্ড হযেচি মা। হোহানকে কথা দেওয়া হযেচে হুমি যাতে, না হব যাবাম পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নামিয়ে দিয়ে যাব। কি বল মা ?

মা বাবা, মে হবে না। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারব না।

কল্লার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিত চিত্তে তিরসার বরিয়া বলিলেন, দূর বড়ী। দেখা হলে বেগান তোক ঠাট্টা করে বলবে, বুড়ো বাপটাকে মেবো চোখের আড়াল করতে পারে না। চি চি—

তুমি যাও বাবা, আমি আসচি, বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

১৪

মজা উত্তীর্ণপ্রায়, বন্দনা আসিয়া বিজ্ঞানসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আমতে পারি বিজ্ঞাবু ? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পাব। একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্যবার পার।

বন্দনা দরজার পালা ছুটা শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ঠেঁপিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এক ঘরের সব কয়টা আলো জালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা সৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

বিজ্ঞানস হাতের বহুটা একপাশে উপুড় করিয়া বাথিষা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি করুয় ?

কি পড়ছিলা ?

ভূতের গল্প।

অতিরিক্ত বড় না ভূতের গল্প বড় ?

ভূতের গল্প বড়।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিল, সকল সময়েই ভাষা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে ?

বিজ্ঞানস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণ মাজায়

আছে। এবং বাড়ী-আলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের স্বত্বের যেন না ভ্রুটি হয়। নিশ্চয় হ'ত না, কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আশ্ব-বিশ্বত হয়ে কর্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেচে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেচে জানেন ?

নিশ্চয় জানি।

নিশ্চয় জানেন ? অথচ প্রতিকারের কি কোন উপায় করেছেন ?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

কেন ?

সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ী চলে গেলেন কেন ?

মেজদি গেলেন প্রবলপরাক্রান্ত শাস্ত্রীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দোষ।

কিন্তু মা গেলেন কেন ?

মা-ই জানেন।

আপনি জানেন না ?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে মিথ্যা বলা হবে। কারণ বৌদি কিঞ্চিৎ অল্পমান করেছেন এবং আমি তার যৎসামান্ত একটু অংশ লাভ করেছি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্ত অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেললে বন্দনা। একথা কি তোমার না শুনলেই চলে না ?

না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

না-ই বা শুনলে !

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজবাবু, আমাদের সর্ভ হয়েছিল, এ-বাড়ীতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমি লঙ্ঘন করিনি। বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল অধিষ্ঠিত ছিল আর একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই 'বলায়' আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার 'পরেই' রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদ্ধিদ্বিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষ

না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিঃস্বপ্নাধ বেগুয়া ষিঙ্গদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল - বলুন না শীগ্গিব চক্রাঙ্কটা কিসেব ?

ষিঙ্গদাস বলিল, চক্রাঙ্ক শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নহ। কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলক্ষা-ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়ল যখন শুল্ল তখন সমস্ত মংসাধের উপর গেলেন চটে। চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাতঙ্কের স্কৃত অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, ষিঙ্গদাস বলিতে লাগিল, জানো নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার পাতি ছিল তাঁব যত বড় বিতৃষ্ণা আর একদিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। স্নেহ, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাঙ্ক্ষে-কর্মে, দয়া মায়ায় একা বোধি ছাড়া মাঝ কাঙ্ছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে স্নেহে বলে সাধ্য কার ? তখন মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এত বড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া ষিঙ্গদাস নিজের বসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হা স বন্দনার অত্যন্ত খাবাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

ষিঙ্গদাস বলিল, হাসচ কি বন্দনা, আসলে মেহ ৩ হয়েচে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ কিসের জন্তে ?

ষিঙ্গদাস বলিল, তবে অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। দয়াময়ীর দুই পুত্র—ঘোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। ঘোষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিমিত সন্দেহ ও ভয়। তাঁহার ধারণা অপদার্থতার পৃথিবীতে কনিষ্ঠের সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু মা ত ! গর্ভে ধারণ কবে মস্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না, স্তত্রব মনে মনে পুত্রের সদগ তর উপায় নির্দ্ধারণ করলেন—তোমার স্নেহে, তাকে স্প্রতিষ্ঠিত কবে দ্বিবে সংসার-মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সঙ্ঘাত আবিষ্কৃত হ'ল বন্দনার স্বক্কেশে স্থান নাই, ছোট সে তরী—অর্থাৎ কি না দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প, সকল অপ্রমাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত কবে কে এক স্ত্রীস্বল্প তর্ধায় পূর্দ্ধাঙ্কেহ সমাক্রুত, তাঁকে নাড়ায় সাধ্য কার। এই বলিয়া সে আর এক দকা উচ্চহাস্যে ধর ভারিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এ-সকল বিকট হাসির কারণটা আপনার কি ? মা অপদহ হয়েছেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তাইই আনন্দোচ্ছ্বাস ? কোনটা ?

দ্বিজদাস শ্বিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধ্য নেই যে অকস্মাৎ পদস্থলনে মা জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্ত্তিত্ত দর্শক হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেছি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবে না যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে, সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিষ্কল নয়, ওতে অপরেরও দাবি থাকতে পারে। কারণ, আমাকে না হোক দাদাকেও মা যদি তাঁর বড়বছরের আভাস দিতেন, আর কিছু না খটুক, এ কর্ত্তভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কতি দিতে পারা যেত। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি 'মাত্তের বান্ধতা বধু, পরম্পর প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ অবস্থার অজ্ঞা ঘটা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয় নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কার কাছে কবে শুনলেন ?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়সাহেব 'গোমাত্তের ভাগবাসা, বান্ধন ও শান্তি বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনার আমাদের ছুভায়ের ছুজোড়া কানেই স্থানানর্ষণ করেছিলেন। না, না, রাগ ক'রো না বন্দনা, সাধা-সিধে 'নবীহ মাত্তম, চিত্তের প্রফুল্লতায় স্মসংবাদ আত্মীয়-স্বজনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেনি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্তেই কি মুখ্যেয়মশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন ?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানি নে। কারণ, দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতারও অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মনে মৈত্রেয়ী দেবী কর্ত্তগুণাঙ্কিতা কজ্জা। বলগ্রামপুরের ধনী ও মহামাননীর মুখ্যে পবিবাহের অযোগ্য নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি ?

দ্বিজদাস বলিল, এ-বাড়ীতে ও প্রম্ম অর্বেধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন তাঁরই কর্ত্তলয় হয়ে আমি পরমানন্দে বুলতে থাকব। এ গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্ত্তন নেই।

তাগার বলবার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্ত্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন ?

দ্বিজদাস লগাটে করাখাত করিয়া বলিল, হাস বন্দনা, সে আশা বৃথা! ছুট রাহ পূর্বাঙ্ক ভক্ষণ করেছে, কোথাকার স্থধীবঙ্ক লাগ মেবে এসে প্রাসাদে আশুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণসখা চোখের সম্মুখে তস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অতগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উজ্জ্বল বন্দনা আর একবার হাসিয়া বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা ও শোড়েনি বিজুবাবু, অশোক-কাননটা বন্ধ পেয়েছিল। হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বুধা, শ্রীরামচন্দ্রের বনভ্রমের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দক্ষ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

না যায়নি।

কি যায়নি ?

বন্দনা স্নেহে দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পূঁড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সৃধীরের নেই। সংসারে কারও নেই, যায়েও না, আপনার দাদারও না।

তাহার শাস্ত দৃঢ় কর্তৃত্বেরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুপ করে রইলেন যে ? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি ? আজ কি এই ছলনা করতে চান ?

না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অসুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ .যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার প্রীতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইচ্ছিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলায় পরিচয়, তবু কি অথ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ ?

দ্বিজদাস বলিল, রাগ হয় একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবচি, আমার স্মরণ-নিরসনে এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে ?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আনুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাঁচ্ছল্যের অভিনয় করে তাকে বোঝাবার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। তাকে বোঝাবে কি করে ?

বন্দনা বলিল, মা আপনি একবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। আজ হঠাৎ হত চকল হয়েই যান, যা জেনে গেছেন সে যে সত্য নয় একথা মাঝেই যদি না বোঝাতে পারি আমি কিসের আশা করি বলুন ত ! আমার কোন ভাবনা

নেই বিজুবাবু, একদিন-না-একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাব বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙিয়া ছুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার বিধি বিজ্ঞদাসের স্মৃতিয়াও স্মৃতিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্তনে তাহার সকল সংশয় ঘুচিল—এ ত শুধু পরিহাস নয়। বিশ্বাস ও ব্যথাই আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচ যে ?

প্রত্যাস্তরে বন্দনা কথা কহিল না, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল। বিজ্ঞদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোনও দোষ করেনি বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিল না, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্তে বলুন ত ? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসোঁচি ?

বিজ্ঞদাস এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না, বুলিল প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাগমে, আচরণে মুখ্যোদ্দেশের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্ত এদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্তে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা ? আমার জন্তে ? আজ হয়ত তুমি বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবশি থাকবে না। আমাকে তুমি কিভাবে বুঝেচ জানিনে, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবে না। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সহবে ?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোঁজা যায় বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই তা বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমার মনে কি বুঝেচেন জানিনে, কিন্তু আমার শান্ত্তী, আমার জা, আমার ভাস্কর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ, এর থেকে আলাদা করে আমার নামকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার নামে।

বিজ্ঞদাস বিশ্বাসাপন্ন হইয়া কহিল, এ-সব ধারণা ত তোমার মনে নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা ?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায়নি বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছ থেকে, মুখ্যোদ্দেশ্য-মশাইকে দেখে এ-সব আমার আপনাই মনে হয়েছে। এ-বাড়ীতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তার পরে মুখ্যোদ্দেশ্যমশাই, তার পরে দিদি, তার পরে আপনি, এখানে

অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ-বাড়ীতে জায়গা যদি কখনো পাই এদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবে না।

শনিয়া বিজ্ঞানসেব বেমন ভাল লাগিল তের্নান মন ব্যাখ্যায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমনি কথিয়া জানিয়া লওয়া অসম্ভব,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন এ আমি জানি তাই তাঁর মনের একান্ত আশা ছিল তুমি হবে এ-বাড়ীর ছোট বোঁ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পয়কালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিত নির্ভয়ে স্বাভা করিতে পারবেন। তাঁর বৃহৎ সংসারের দাগিৎ হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর যো নেই, তাঁর মতে বাকদান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে মাকে সম্মতি দিয়েচো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও তুমি পার, কিন্তু সেই শূণ্য আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবে না।

শনিয়া বেদনার বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মাকি এইসব বলে গেছেন দ্বিজুবাবু?

দ্বিজ্ঞান কহিল, অন্ততঃ বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বোঁদি বলছিলেন, আমার সবচেয়ে বেজেচে এই ব্যাথাটা যে স্ত্রীর আমাদের জাত নয়,—আমলে তোমরা জাত মানো না। এত বড় বিভেদ যে, কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবে না।

আপনিও কি এই কথাই বলেন?

আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়।

রায়সাহেবের আহ্বানের সময় নিকটবর্তী হইয়া আদিতেছিল, বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্বে কহিল, বাবার ছুটি শেখ হয়েচে, কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজ্ঞান কহিল, এ-ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেও না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানানো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দেমাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্দেশ করে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লান বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা কাগড়াচ্ছে যে, নিলঙ্ক উপষাচিকার ত্রায় আপন হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্ম-ন্যাতির জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ দ্বিজদাম পুরুষ হইবার যেমন রহস্যবৃত্ত ছিল তেমন রতিল। তাহার মূখর ভাবে না ছিল অগ্রাহ্য, না ছিল উন্মাদ, সে না দিল আশা, না দিল শাস্ত্রনা, বৎসক পরিহাসমুখে এই কথাটাই বার বার বসিয়া জানাইল যে সে তুলীয় পক্ষ। তাহার ইচ্ছা-আনন্দে এ-বাড়ীতে অব্যক্ত বিষয়। শুধু কি এহ! মাংসাদি করিয়া বলিল, বাকুদান মানেই সম্প্রদান, বলিল, নিয়মবোধ স্বধীরের শূন্য আমনে গিবা দয়াময়ীর চেলে বসিবে না। লিঙ্ক অপমানের পাত্র ইচ্ছাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দগ্ধাচিন্তে মাত্র এইটুকু কথা নিঃশব্দে সে বন্দনার এই বেহায়া-পনার কাহিনী মাত্রে কাঁচ সে উল্লেখ করিবে।

আবাব এহ-না-না কি শ্রেয়! দ্বিজদামের বখার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল, এই পরিমারের মেথানে যে-করহ আছে, সবলের ছোট হইয়াই সে আসে-চায়। আর সে ভাবিতে পাবিল না, সেইখানে স্তম্ভভাবে বসিয়া তাহার কেবলক মনে হইতে লাগিল, পুরুত সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে - এত ছোট যে মাঝখাতী হইলেও এ হীনতার প্রাপ্তিসহ হয় না।

বাঁহির হহতে কে আসিয়া জানাচল পারমাহেব তাহাকে ডাকিত্তেছেন। উঠিয়া সে পিতৃব ঘরে গেল, সেখানে তাতাকে ব্যস্তব্যস্ত জিহ কবিয়া সম্মত করাইল, কালই তাঁহাদের বোধাবে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাম ফিরিয়া আসিলে গাজের টেনে তাঁহারা যাত্রা কাববেন। তথাৎ এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যে ভালো হইবে না ইচ্ছাতে সাহেবের সন্দেহ ছিল না - ছুটিও ছিল, স্বল্পনে থাকাত চলিত, ওখাপি বজার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজ হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তার পরে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিসপত্র সমস্ত শুধাইয়া ফেলিল, ফোন করিয়া গাড়ী বিজার্ড করিল এবং বোধাবে তার করিয়া দিল। সন্ধ্যায় টেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার বিলম্ব সকে না।

বেলা তখন ন'টা বাজিয়াছে, অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড ?

বন্দনা ময়লা কাপড়গুলো ঝাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল, কহিল, আজ আমরা যাবো ।

সে তো আজ নয় দিদিমনি । যাবার কথা যে কাল ।

না, আজই যাওয়া হবে! এই কথা বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল, মুখ ভুলিল না !

অন্নদা এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি । আপনার কষ্ট হচ্ছে ।

কষ্ট দেখবার দরকার নেই, নিজের কাজে যাও তুমি । এ-বাড়ীর সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার দৃশ্য ধরিয়া গেছে ।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগাবাগির পালা চলিতেছে অন্নদা তাহা জানিত । হঠাৎ মা কাল বাড়ী চলিয়া গেলেন, আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উত্তম । কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমনি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি ।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, আমি শু তার কৈফিয়ৎ চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও । ষিঙ্গুঁবু তাঁর ঘরেই আছেন, তাঁকে বলোগে । এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল ।

বন্দনাও পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশী আদরেই প্রতিপালিত । সহ-করার শক্তিটা তাহার কম । কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও তাহার হয় নাই এবং হয়ত এত বড় কঠোর বাক্যও সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই । তাই বলিয়া কেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মুহূর্ত্তে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফর্সা হয়েছে দেখে ভাবলুম আর শোবো না, শুইনিও, কিন্তু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো, কোথা দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুম না । মনিবের কথা বলচেন দিদিমনি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব ন'ন ? বলুন শু, এ অপরাধ আর কখনও কি আমার হয়েছে ? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই ।

শেষের দিকে কথাগুলো বোধ হয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন মানে ?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারি অস্থখ গেছে। এখানে এসে পর্য্যন্ত ওর শরীর খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। কাল মা'দের নিয়ে বাড়ী যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, মা যেন না জানতে পারেন, কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অস্থদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচিনে এমনি দুর্ব্বল।

ওকে মান্নন্ব করেছি, ওর সব কথা আমার সঙ্গে। শুয় পেয়ে বললুম, সেকি কথা, শরীর খারাপ ত লুকোচো কেন! ওর স্বভাবই হ'লো হেসে উড়িয়ে দেওয়া, তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে, তুমি ওদের বিদেয় করো না দিদি। তার পরে আপনি চান্দ্রা হয়ে উঠবো। ভাবলুম, মার সঙ্গে গুর বনে না, কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না, এ বুদ্ধি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না। বড়দাদাবাবু ও'দের নিয়ে চলে গেলেন। তার পরে সমস্ত দিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলে না; হুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, কেমন আছ? বললে, ভাল আছি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হ'লো না! ডাক্তার আনতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বললে, কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের উপর এ অভিমান ওর আর গেল না। সমস্ত দিন খেলে না, বিছানার শুয়ে কাটালে, বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, শরীর যদি মতাই খারাপ নেই তবে সমস্ত দিন শুয়ে কাটাচ্ছেই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অস্থদিদি, শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মত পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারিত্রিক মঙ্গলের চেষ্টার আছি। তোমার শুয় নেই। সব তাতেই ওর তামাসা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম, কিন্তু শুয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে পড়তে শুরু করে দিলে।

অন্নদা একটু খামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্তি বোধ করি তখন বারোটা, আমার দোরে যা পড়ল। কে রে? বাইরে থেকে জবার এলো, অস্থদিদি আমি। দোর খোলো। এত রাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, বাস্ত হরে দোয় খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজু, এ কি বৃত্তি! চোখ কোটরে ঢুকচে, গলা ভাঙা, শরীর কাঁপচে, কিন্তু ভবু হাসি। বললে, দিদি, মান্নন্ব কবেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙালুম। যদি চোখ বৃজ্জভেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বৃজ্জবো। এই বলিয়া অন্নদা ঝবু ঝবু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন ধামিতে চাহে না এমনি ভিতরের অদম্য আবেশ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষণ লাগিল, তারপর কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলুম, কিন্তু যেমন কাঠ বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হ'লো রাত বুদ্ধি আর পোহাবে না, কখন নিশাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যার! ডাক্তারদের খবর দেওয়া হ'লো,

ভাঁরা সব এসে পড়লেন, হুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ শেক চলতে লাগলো—
চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লে। ডাক্তাররা বললে আর
ভয় নেই। কিন্তু কিভাবে যে রাতটা কেটেচে দিদিমনি, ভাবলে মনে হয় বৃষ্টি দুঃস্বপ্ন
দেখেচি—ওসব কিছুই হয়নি! এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আন্তে আন্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি, আমাকে তুললে না
কেন অন্নদা ?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো, আর তোমাকে ব্যস্ত করলুম না
দিদিমনি। নইলে দ্বিজু বলেছিল।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল, দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন ?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমুচ্ছে। ডাক্তাররা বলে গেছেন হয়ত সন্ধ্যায় আগে
আর ঘুম ভাঙবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

তঁাকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

না। দত্তমশাই বললেন তার আবশ্যক নেই, তিনি আপনিই আসবেন।

ও ঘরে লোক আছে ত ?

ইা দিদিমনি, দু'জন বসে আছে।

ডাক্তার আবার কখন আসবে।

সন্ধ্যায় আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকু সাশ্বনা। এছাড়া তাহার কি-ই
বা করিবার আছে।

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বেশি বলিল না।

তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি!

না, আমাদের ঘুম ভাঙানো কেউ উচিত মনে করেনি।

কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি!

বন্দনা চুপ করিয়া রছিল, তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন, টিকিট কিনতে পাঠা^৪
হয়েচে, গাড়ী রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘটল।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো ?

না, উপকার নয়, কিন্তু তবু—

না বাবা, এমনি করে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুমি মত্ত বদলো না। এই বলিয়া
বন্দনা বাহির হইয়া আদিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, বন্দনার ঘরে চুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা-দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, ষিঙ্গুবাবু ভাল আছে ?

হাঁ দিদি, ভাল আছে, ঘুমুচ্ছে।

বন্দনা কহিল, আমাদের ঘাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবে না, আর একজন যখন বাড়ী এসে পৌঁছাবেন তখন আমরা অনেক দূরে চলে গেছি !

অন্নদা সায় দিয়া বসিল, হাঁ, বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় ন'টা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল, তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি। সকলের ভয় ঘোচে।

কিন্তু ভয় ত কিছু নেই অন্নদা !

অন্নদা বসিল, নেই সত্যি, কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়ীতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দ্বিগ্নিছ নেই, সব তাঁর। যেমন বৃদ্ধ, তেমনি বিবেচনা, তেমনি সাহস, আর তেমনি গাভীর্ঘ্য। সকলের মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ার বনে আছি।

সেই পুরাতন কথা, সেই বিশেষণের ঘট। মনিবের সন্মুখে এ যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অল্প সময় হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িত না, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই ষিঙ্গু ! দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ !

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

অন্নদা বসিল, তা বইকি দিদি। না আছে দ্বিগ্নিছ-বোধ, না আছে ঝগড়াট, না আছে গাভীর্ঘ্য। বৌদি বলেন, ও হচ্ছে শরতের মেঘ, না আছে বিদ্যুত, না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক হেসে-খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরাগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'যুকিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিলে পরিত্রাণ পেয়েচে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখ্যোমশাই রাগ করেন না ?

করেন না। খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু শুকে পাওয়া যাবে কোথায় ? কিছুদিনের মতো এমন নিরুদ্ধেশ হয় যে বৌদি কারাকাটি স্বক করে দেন, তখন সবাই মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিবিদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে দিতে হবে, ছেলে-পুলে হবে, তখন যে এ অবস্থায় দেউলে হতে হবে !

বন্দনা কহিল, একথা তোমরা শুকে বলো না কেন ?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েছে, কিন্তু ও কান দেয় না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবে না, তখন সকলে মিলে ঠাণ্ডা ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের উপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন আমরা খাবো আর বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচশো টাকা তো আর কেউ ঘুচোতে পারবে না, আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে স্নুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবো না।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন! অথচ যে সমাজে যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ সেখানে এ কথা কেহ বলে না, হয়ত ভাবিতেও পারে না। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কি না তাই বা কে জানে।

কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্তী পরিবার কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয় ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয়, দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্ণে গত হইয়াছে, তাহার ছেল এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকানির্ভাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই, তবু মায়্যা কাঁটাইয়া তাহার যাইবার যো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অসুবিধা এমন কতকজনের পুঙ্খানুপুঙ্খের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধা সন্তান দ্বিজদাসও কাল বন্দিয়াছিল, তাহার মা, দাদা, বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই নে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে, তবু আজই এ কথা যথার্থ তাৎপৰ্য্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায়সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছাটা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন, বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্ডায় মত বড় হোক অনিচ্ছা যত করুক হোক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ করিয়া যে ব্যবস্থা নিজে ষটাইয়াছে

জাহার পরিবর্তন চলিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সৰ্ব্বাগ্রে মনে হইল, ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে কি'দয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক স্থলের স্বপ্ন দিয়া এই ঘরখানি যে পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সোজা পথ ছাড়িয়া বিজ্ঞানসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল। কিন্তু যে জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া বিজ্ঞানসকে দেখা গেল না।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দস্তমশাই, বায়সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দেবার জন্ত অনেকগুলো টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্ত অনেক হুং প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞানসের খবরটা তাঁহাকে অতি শীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, বিজ্ঞানসের ভূমি দিদি,—তাঁকে মালুম করবে—এই আংটিটি তোমার বোঁমাকে দিও অন্নদাদি, সে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আঙটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দস্তমশাই নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপরে চোখ তুলিল, কিন্তু আজ সেখানে আর একদিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সংকেত বিদায় দিতে বিজ্ঞানস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিত্ৰায় অচেতন।

১৬

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি যে প্রচ্ছন্ন লাস্কনা ও অব্যক্ত গল্পনা ছিল সতীকে তাহা গভীরভাবে বিধিষ্মাছিল। কিন্তু শাওড়াকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। ছুপুরের ঝৈনে বিপ্রদাস কলকাতায় ফিরিবে। এখন সময় দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখন করেন না—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শাওড়ী নিবেদন করিয়া কহিলেন, না বোঁমা, যেও না। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবো না, একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস্ তুই, কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ী চলে এলুম ?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি—একটা গোলযোগ ঘটেছে এইটুকুই আন্দাজ করোচ।

মা कहিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করেচেন। কাল বেহাই-মশাই বোঝায়ে চলে যাবেন, কথা ছিল তার পরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে ওর মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবে না, বাপের সঙ্গে নোজা বোঝায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস। বৌমা, মনে কিছু দুঃখ ক'রো না মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিশ্বয়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল ষে শুকে ভালবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমারই একজন। ওর চাল-চলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে সব ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মত, বাতাস লাগলে উড়ে যাবে— থাকবে না। হাজার হোক সতীর বোন তো বটে! কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়তের ঘর থেকে, কে জানত বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপাতে গেছে।

বিপ্রদাস कहিল,—ও এই কথা। কিন্তু ওরা যে জাত মানে না এ খবর তুমি ত শুনেছিলে মা ?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম, কিন্তু চোখে দেখিনি, বোধ হয় মনে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো 'পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা সত্যিই জানতুম না বাবা। বলিতে বলিতে ঘুণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, कहিলেন, মরুকগে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়িতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কই জবাব দিলিনে যে বিপিন ?

জবাব ত তুমি চাওনি মা! হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, হুকুমটা কি অস্তায় দিচ্ছি তোর মনে হয় ?

হয় বই কি মা। বন্দনা অস্তায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না, তারা জাত মানে না, একথা জেনেই তাকে তুমি আমার আস্থান করেছিলে, ভালোও বেশেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুগ্ধই বলে কাজে করে না,—এইখানেই তোমার হয়েচে ভুল, আঘাতও পেয়েচে

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরাই কি খেয়াল হয় না বিপিন ? তুই বলিস কি বল তো।

বিপ্রদাস শ্রিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাস মত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেছি যারা থাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতি-ভেদ বিশ্বাসও করে না, গানও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা-ঢাকা দেয়,—স্বার তাদের খুঁজে মেগে না। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ ক'রো না মা, তোমার কিছুটা হ'লো এই জাতের।

শুনয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুশা হইলেন তা নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ। কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিসনে তবে তার ছোঁয়া কিছু খাসনে কেন ? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই মে-ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি, খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক, আমিও বুঝতে পারিনি ভাবিস ?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবে না তা মা হয়েছিলে কেন ? কিন্তু আমি যে সত্যিই জ্ঞাত মানি মা, আমি তা তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যেদিন মানবো না সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো, একটুও লুকোচুরি করবো না !

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিসনে বিপিন, কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াইতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক, দেখিস যেন একথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারি লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কি না জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

অমন অভিমানী মেয়ে এ ছেনেও তোকে অত ভক্তি করতো ? তার মানে ?

ভক্তি করার কথা তোমরাই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, —তোমাদের সমস্ত ঢাকা-ঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পরে বলিলেন, তাই ঠিকি সে অভ্যে করে পীড়াপীড়ি করতো ?

কিসের পীড়াপীড়ি মা ?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাতে-ভাত

কিন্তু সে তা কিছুতেই দেবে না। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারী আনাবে, নিজে কুটে বেছে দেবে, বামুনপিসিকে দিয়ে দশখানা তরকারী জোর করে বাঁধিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যায় দেওয়া চলে না তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন, খেয়েও কি বুঝতে পারিসনি বিপিন, অমন রান্না শিশি তার বাপের জন্মেও বাঁধতে জানে না ?

বিপ্রদাস মহাশয়ে উত্তর দিল, না মা, অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরা-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্নাঘরেও ছিটকে গ্রেস পড়েচে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় এক জনের ইচ্ছাকৃত এ খবর আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। টেনের সময় হয়ে এলো, আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে না প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সশীকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বোমা ?

ছেলেবেলায় সতী শান্তুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলে না। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাক্গে মা, এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শান্তুড়ী খুসী হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাস ছিল অন্য প্রশ্নের, অথচ নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলে না। বলিলেন, বড়-মাহুষের মেয়ের অতিমান হলো বুঝি ?

না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেছি তার পরে আর তাকে এখানে ডাকা চলে না।

কেন চলবে না বোমা, একটা অন্তর যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই ?

নেই বলিলে, কিন্তু দরকার কি। আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েছে, কিন্তু কখনো আমরা রাজি হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে চুকতো বলে উনি রান্নাঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে ?

বিপ্রদাস কহিল, সে নাহি তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার মাকী।

সতী মুগ্ধ ভক্তিয়া চাহিল, বোধ হয় হঠাৎ ভুগিয়া গেল, শান্তুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন, শুধু তার মাকী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নাহি আর করে না।

কম পীড়ন করেন না, তবু পূজা বন্ধ না করে বলে ত্রুণ দিয়েছেন

তিনি ভালোর জন্তেই। শান্তুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি ববেনি মা, কম ভালোপাসেনি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে কেবল গুঁর জন্তে? তা নয়, করত সে তোমাদের দু'জনের জন্তেই,—তোমাদের দু'জনকেই ভালোপাসে। তার 'পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের 'ভার-সকলকে খেতে দেবার কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারত না মা, ভাতে-ভাত সবাইকেই গিলতে হ'তো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেচে—আর সে ফিরবে না মা। এই বলিয়া মতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দাকণ বিশ্বয়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মতীর স্বভাবে এরূপ উজ্জ্বল, একপ আচরণ এমন স্ফটীছাড়া যে ভাবাই যায় না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার মা?

দয়াময়ী কাহিলেন, জানিনে ত বাবা!

কিসের জন্তে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুসলো?

দয়াময়ী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না কি তাঁর মস্তক ছিল। শুধু বলিলেন, সে-সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আল না!

মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

আমাব আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকোও জিজ্ঞাসা ক'লে সে কি বলে। এই বলিয়া তিনি ৬ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইল না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আব ছিল না।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ী খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা কয়েক পূর্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটাও আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার হচ্ছা রায়শাহেবেব তেমন ছিল না, কেবল কতটুকু জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার পরে দাবী কিছুই নাই, খান্নার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাং, তবু সে যে দেখা না করিয়া পাণ্ডিত দ্বিজদাসকে অচেতন কেঁদিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে মনে করিতে তাহার রূপ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো—নিদ্দয়, নিহুঁর বলিয়া যেন শাস্তি ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে-ভাবে তাহা হইয়া গেল।

দিন গাৰেক পৰে বিপ্ৰদাস হাইকোর্ট হইতে ফিৰিল প্ৰবল জ্বৰ লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া, হয়ত বা আৰ কিছু। চোখ রাঙা, মাথাৰ যন্তনা অত্যন্ত বেগি, অন্ন কাছে আছিলে বলিল, অহুদি, অস্থ ত কখন হয় না, বছকাল জ্বৰাহুৰ দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবাৰ বুলিবা সে হুদে, আসলে উহুগ করে। মনে হুচে কিছু জোগাবে, সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল, কিন্তু নিৰ্ভয়েৰ স্বৰে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা, তোমাৰ পুণ্যেৰ দেহ, এতে দৈত্য-দানায় বিক্ৰম চলবে না, তুমি হু'দিনেই ভালো হুৱে যাবে। কিন্তু ডাক্তাৰ ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছিয়া কয়তে পাৰবো না।

তাই দ্বাও দিদি, বলিয়া বিপ্ৰদাস শয্যা গ্ৰহণ কৰিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাহুদেবৰ অস্থেৰ সংবাদে কাল বিজ্ঞদাস বাড়া গেছে, দত্তমশাই সহৰে নাই—মনিবেৰ কাজে তিনিও চাকায়। একাকী কি কৰিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আনিয়া বলিল, বিপিন, একটা কথা বলব তাই রাগ কৰবে না ত ?

তোমাৰ কথায় কখনো রাগ কৰেচি অহুদি ?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্ৰাণ দিয়ে ৰোগেৰ সেবা কৰতেই পাৰি, কিন্তু মুখ্য মেয়েমাহুৰ জানিনে ত কিছু, বাড়াতেও খবৰ পাঠাতে পাৰচিনে, ছেলের অস্থ—ফেলে বেখে বো আমবে কি কৰে—কিন্তু বন্দনাহিদিকে একটা খবৰ দিলে হয় না ?

বিপ্ৰদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি, যে, খবৰ পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তাৰ হুন জানতেই এদিকের পাশা ফুৰিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জ্বিত কাটিয়া বসিল, বালই বাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই তাই। বন্দনাহিদি কলকাতায় আছে, এখনো তাৰ বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

বন্দনা কলকাতায় আছে ?

হাঁ, তাৰ মাসীৰ বাড়াতে বালিগঞ্জে। মেমো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তাৰ, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেচেন। হঠাৎ হাওড়ার ইষ্টিশানে দেখা, তাঁরাও নাবচেন গাড়ী থেকে, এঁৰাও বাটন বোম্বায়ে। মাসী জ্বোর করে বাড়া ফিৰিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, দৈবক্ৰমে এঁৰা পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পৰ্য্যন্ত তিনি কিছুতে ছেড়ে নিদিবোঁ। শুধু একদিন আটকে বেখে ওৱ বাপকে তায়া মেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, মাসীটি কি চেনা ?

হাঁ, আপনার বড় মাসী। দূরে-দূরে থাকে। সর্বদা দেখা-শুনা হয় না, মশি, কিন্তু আপনার লোক বটে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে অহুদি ?

কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুব খবর নিতে। দুপুরবেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতিয়র জুড়ে কাঁধা মেগাই করচি, দৌঁব বাইরের উঠানে ছু-গাড়া লোক এসে উপাস্থত। মেয়ে পুকবে অনেকগুলি। কে এঁরা ? উঁক মেয়ে দেখি খামাদের বন্দনাছিদি। বিস্ত্র সাজ সজ্জায় এমনি বদলেচে যে হঠাৎ চেনা যায় না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি কোথায় বসাহ,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিকপরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন, খবর দিলেন—তাঁর নিশ্চয় মুখেই শুনেচে পেপুম অস্ততঃ মাসখানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। খেয়ে চায়, সিনেমা, চডিভাতা, বাগান-বাড়ী—আমাদের শেষ নই। নিত্য নতুন ঘট।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অহুথের খবর তাকে দিয়েছিলেন ?

হাঁ, দিলুম বই কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—রেয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অহুদি, আমিও সেয়ে যাবো। সে ক'টা দিন তুমি একলা পারবে না আমাকে দেখতে ?

অরুদা জোর করিয়া বলিল, পাবো বই কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয় একবার খানানো উচিত, নহলে বড় হয়ত ছুঁখ করবে। হাজার হোক বোন ত !

ঠিকানা জানো ?

আমাদের শোফার জানে। গুদের পোছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা দাঁও একটা খবর। কিন্তু অফো আমোদ আক্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারে ? মনে ত হয় না দিদি।

অরুদা বাঁশল, মনে আমারও বড়ো হয় না ভাই। তাঁর সাজ-গোছের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবুও একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসাহক রাস্ত কঠে শুধু বলিল, পাঠাও দিদি, তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

১৭

হঠাৎ বড় মাসীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল তখন বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য।

না। তিনি মেয়ের বিবাহ-উপলক্ষে স্বামীর কর্তৃত্ব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল, এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এককাল হুদুর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সে-দিকের, অর্থাৎ, যে সমাজের অন্তর্গত সে, তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায়, ইহার সহিত আজও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপত্যাসের সংযোগে। কলিকাতায় সর্কদা আনাগোনা বাহাদুর, তাহাদের মুখে মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে—অ্যানিটা চ্যাটার্জি এম. এ., বিনীতা ব্যানার্জি বি. এ., অনসুয়া, চিলেথ, প্রিয়দা প্রভৃতি বহু জন্মকালো নাম ও চমকানো কাহিনী— বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবন-যাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতটা যে যথার্থ ও কতটা বানানো দূর হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন ঐক্য ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ধোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসীমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাহাদের আনা-গোনা, বিশেষতঃ প্রকৃতি এখানকার স্থল-কলেজে পড়িয়াই বি. এ. পাশ করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধুবান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আসিয়া পৃথক এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয়দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে কিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধীর বহিল কলিকাতায়। আসন্ন বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলাঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া মদলবলে বাড়ী ফিরবার পথেই সে বিজ্ঞদাসের সংবাদ লইতে এ-বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অল্পদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়ীতে দলের লোকের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সলা-পরামর্শের কামাই নাই, আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহাসমারোহে চলিয়াছে চা খাওয়া। এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শোকার দরজা খুলিয়া দিতে যে শ্রোতা স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাহার শোবাকের সামান্ততায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল।

মোটরের সঙ্গে মাল্লবটির সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরণে ছিল লাদা খান, তেমনি এতটা শাপা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি মাথায় আঁচলটা কপালের অর্ধেকটা চাপা দিয়াছে—সে নিজেও যেন সলজ্জ সৰ্ব্বোচ্চে কিছু জড়সড়ো। ভৃত্য-বোঁরাদের চাপকান-পাগড়ীর সাজ সজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন দেশের, তথাপি মন্থখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা দিদি আছেন ?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ, আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্ছেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না ?
পারবো। কি বলতে হবে ?

বলোগে বিশ্রদাসবাবুর বাড়ী থেকে অন্নদা এসেচে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনও করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পধ্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট—ও-বাড়ীর দাসী মাত্র—অকারণে তাহার চোখ সজ্জল হইয়া উঠিল, বলিল, অল্পদি, তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবে ছিলাম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

না অল্পদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবো না।

অন্নদা আপত্তি করিল না, শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচ বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ীর আমি দাসী বইত নহ্ন !

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মৃগুমোশাই ত এসেচেন পাঁচ-ছ দিন হোল কলকাতায়, নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না ? তিনি ত জানেন আমি বোধাঘরে যাইনি।

হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেচেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ ! এতটুকু সময় ছিল না।

একথা শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অল্পদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতারক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বোলো গিয়ে আমার মাসীমার তাঁদের মতো ইঁদুরী নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ-বাড়ীতে পা দিলে তাঁর জাত ষেতোরী ম্যাং মর্যাদারও লাভ হ'তো না।

এ সকল অহুযোগের উত্তর অন্নদার দিব্য নয়। সে ও বাটীতে যাইবার অহুরোধ করিতে গেল, কিন্তু স্ত্রীনিবার ধৈর্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথা মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অহুদি সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরন্তু আমার বোনের বিয়ে।

পরন্তু ?

হাঁ পরন্তু।

এ সময় অহুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখন প্রাণ করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার ছকুমটা দিলে কে ? ছোটবাবু ত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি ? কিন্তু তাঁকে বোলো গিয়ে ছকুম চািলয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমি খাতকও নই, তাঁর জমিদারীর আমলাও নই। আমাকে অহুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভাল আছেন ?

হাঁ আছেন।

আর সকলে ?

অন্নদা বলিল, খবর এসেচে ছেলের অহুখ।

কার অহুখ—বাহুর ? কি হয়েছে তার ?

সে আর্মি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিত মুখে বলিল, ছেলের অহুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখ্যমোমশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো ? মামলা-মকদ্দমা আর টাকা-কড়ির টানটান কি হ'লো তাঁর বেশি অহুদি ? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিত।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয়্যাগত। ছেলের অহুখে সেখানে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না, অথচ এখানে দত্তমশাই পর্য্যস্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়, একা আমি মুখ্য মেয়েমহুধ কিছুই বঝিনে, ভয় হয় পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি ?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল—ডাক্তার এসেচেন ? কি বলেন তিনি ?

বললেন, ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অল্প ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন।

অন্নদার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধ'রয়া কহিল, এ দু'টো দিন যেমন করে হোক কাটাবো, কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না ? আমাদের ওপর রাগ কবেই থাকবে ? তোমাদের কোথায় কি ঘটেচে আমার জানবার কথা নয়, জানিওনে,

কিন্তু এ জানি আর যে-ই ধোঁষ করে থাকৃ বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভুল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা কক্ষকাল চূপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চলো আমি যাচ্ছি। এখুনি যাবে ?

হ্যাঁ, এখুনি বই কি।

বাড়িতে বলে যাবে না ? এঁরা ভাববেন যে।

বলতে গেলে দেরি হবে অল্পদি, তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বলিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মাসীমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়িতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাসবাবুর অস্থখ।

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে কিন্তু আলো জ্বালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বাগিশগুলা ছড়া করিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অস্থখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখ্যোমশাই, নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন, গুরুদ্বনের পায়ের ধুলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া স্থান।

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েচেন কেন,—সেবা করতে ? অর্থাৎ বলছিলো, ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে। কিন্তু একি ব্যাপার। ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে! কবরেজের বড়ি কই ? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে ?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা ?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে বেদনা করে, ছোঁয় না তাদের বলে। তাদের চেয়ে ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে না কি ?

বিপ্রদাস বলিল, আছে। (যাদের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য নেই, অকারণে নির্দোষীকে ছল ফুটিয়ে যারা বাহাহুরি করে স্তাণ্ডা, তাদের দলের মস্ত বড় পাণ্ডা তুমি নিজে।)

অকারণে কোন নির্দোষী ব্যক্তিকে ছল ফুটিয়েচি আপনি বলে দিন ত শুনি ?

আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

আচ্ছা। সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে বসে চৌকি আনিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন ?

ভালো আছি, কিন্তু জ্বরটা রয়েছে। বাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

দরকার আমার নয়, অহুদিদির, সেই বড় ভয় পেয়েছে। তার মুখ সুনলাম পরন্তু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জ্বানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমার শোনাবো।

আজ পাবেন না?

না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট-দুই চুপ করিয়া বসিয়া রছিল, তার পবে কহিল, মুখ্যোমশাই অস্বস্তি আপনার বেশি নয়, দু' মনেই সেবে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভাণ করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকার? কিন্তু বোনের বিয়ে যে!

বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

সত্যি থাকবে না বিয়েতে?

না।

কিন্তু এরই জন্তে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল, যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, ষ্টেশন থেকে গিয়ে এলুম, কিন্তু ঠিক এই জন্তেই নয়। দূবে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনি, মুখে মুখে কত কথা শুনি, গল্প-উপন্যাসে কত-কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে— মনে হয় বুঝিবা আমরা সমাজ-ছাড়া এক-ধরে। মাসামা ডাকলেন, শাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ যে স্বেযোগ মিললো, এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখ্যোমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্তে কহিল, কিন্তু সেই বিয়েটাই যে বাকি এখনো। দলের লোকদের চেনবার স্বেযোগ পেলে কই?

স্বেযোগ পুরো পাইনি সত্যি, কিন্তু বতটা পেরেছি সে-ই আমার যথেষ্ট।

নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো বন্দনা? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি সেবে উঠুন তার পরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

চাকর আলো জালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল, স্বামীর বসে নয়, এবার আপনাকে স্ততে হবে। এই বলিয়া এলো-মেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলো ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস স্তর পড়িলে পা হইতে বুক পর্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেয়ে উঠে নিজেকে গুরু স্তিক করে তুলতে না জানি কত গোবর-গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রশারিত করিয়া বলিল, এত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেবাধন্য করতেও একটু জানো দেংচি।

জানি একটু? না মুখ্যোমশাই, এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমাদের নিজেই যদি করেন সম্বন্ধে করতে হবে। এমনধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা কারা বন্দনা? কাদের সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের?

কে বললে আমি পালিয়ে এলুম?

আমি বলচি।

জানলেন কি করে?

জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার গোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অস্থখ আমি চাইনে, কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেছে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে ক'টা দিন আপনি অস্থখ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তার পরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো—মানীর বাড়িতে আর ফিরবো না। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের ভুলেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথো ভাগোবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসৌদির হোটেল আমি জানিওনে, কিন্তু ওদের মুখে মুখে তার কি-যে নোঙরা চাপা ইঙ্গিত—স্বনতে স্বনতে ইচ্ছে হ'তো, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই বরের মধ্যে বসে

মনে হচ্ছে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলো-য়েলো ধূশোবালির ঘূর্ণি-ঝড়ের মধ্যে আমার দিন-রাত কেটেচে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি করে।

বন্দনা নিশ্বাস কেনিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শাস্তি না আছে কোন ধর্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করে না, কেবলি বয়ে তর্ক। একটু খামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়। কিন্তু আমি ত ও-সব পড়তে পারিনি, তাই অর্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অর্কটি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদের ত ক্লান্তি নেই, তারা বকতে বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবা কাছে থাকলে সুবিধে হ'ত বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হ'তো না।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বাবার সে বাতীক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর ছুপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত ? কি হবে ছেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিন-রাত ঘটচে ?

এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা, তোমার মুখে নয়। এই বাঁদমা বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশি জানে মনে করেচেন ? একটুও না। শূন্য কলশী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বায় হয়। তাদের আর কিছু না ছেনে থাকি এ খবরটা ছেনে নিয়েচি মুখ্যোমশাই।

কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

না চাহেনে ! জ্ঞানের আফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠেচে। জানে-তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে ? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে ? পারে না। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে ? মনে হয় কেউ নেই, এমনি পরস্পরের বিধেয। তাদের অভাবটাই কি কম ? বাইরের জাঁক-জমকে বোঝাই যাবে না ভেতরটা ওদের এত ফোঁপরা। কিসের জন্তে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি ? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘূণে ঝাঁঝরা করে দিয়েচে।

বিপ্রদাস' হাসিয়া বলিল, হয়েছে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের ? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত ?

না, ঠিকিয়ে নেয়নি, খার নিয়েচে ।

কত ?

বেশি না চার-পাঁচশ ।

তাদের নাম জানো ত ?

জানতুম কিন্তু ভুলে গেছি । এই বসিয়া বন্দনা হাসিয়া কেলিল, কহিল, ছি ছি এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতে পারিনি । বলতে মুখে বাধে না, লজ্জার ছায়া এতটুকু সোথে পড়ে না, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার । এ কি করে সম্ভব হয় মুখ্যমন্ত্রীর ?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিধিয়ে দিয়েচে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসীমার দলটাই তোমাদের সমস্ত দল নয় । যারা বাইরে রয়ে গেল, খুঁজলে হয়ত তাদেরও একটু দেখা পাবে ।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই । তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে পেলুম তারা সবাই শিক্ষিত, সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয় । গল্প-উপন্যাসের রঙ করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূর থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত । মনে গর্বের সীমা ছিল না, ভাবতুম আমাদের মেয়েদের গেরেচি, পড়ার দুর্নাম এবার ঘুগলো । আমার সেই ভুল এবার ভেঙেচে মুখ্যমন্ত্রীর ।

বিপ্রদাস মহাস্তম্ভে কহিল, ভুল কিসের ? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ জেঁ মিত্যে নয় ।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিত্যে হবে কেন, সাংসাই ! তবু আমার সাস্তুনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প, — এঁদেরই গড়ের মাঠের মল্লমেণ্টের উগায় ঠেলে তুলে হট্ট-গাল বাধানো যেমন নিফল তেমনি হাস্তকর ।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্ছে তোমার আর এক ধরণের গোড়ামি । স্বধর্ম্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা—সাবধান ।

বন্দনা একথাই কান দিল না, বলিতে লাগিল, এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েছে বাঙলার প্রকাণ্ড নারী-সমাজ । এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধ করি দেখাও মেলে না । তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙলার নিখামে মিশে । জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়,—বড় দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে তাঁর শাস্ত্রদ্বায়ে—এবার কলকাতায় আসা আমার সার্থক হ'লো মুখ্য-মন্ত্রীর । আপনি হাসেন যে ?

জাবছি, টাকার শোকটা মাত্ৰকে কি রকম বজা করে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কিনা।

কোন টাকার শোক,—সেই পাঁচ শ'র ?

তাই ত মনে হচ্ছে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, টাকার জন্তে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার জুৰী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না কেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে, বিপিনের খাবার সময় হ'লো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অন্নদি যাচ্ছি। কেমন, বাই মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও। কিন্তু সেবার ক্রটি হলে মজুদী কাটা যাবে।

ক্রটি হবে না মশাই, হবে না। বলিয়া সেও হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

১৮

বন্দনা বলিল, খাবার হয়ে গেছে নিয়ে আসি ?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্ছে আমার জাত মারার। কিন্তু নৈমিত্তিক-আর্থিক এখনো করিনি, আগে তার উদ্ভোগ করিয়ে দাও।

আমি নিজে করে দেবো মুখ্যোমশাই ?

নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে ? কিন্তু মার পূজোর ঘরে যেতে পারবো না—গয়ে জোর নেই,—এই ঘরে দ্বিতে হবে। আগে দেখবো। কেমন আয়োজন করো, খুঁত ধরবার কিছু থাকে কিনা, তখন বুজে দেখবো খাবার তুমি আনবে না আমাদের বামুনঠাকুর আনবে।

তিনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল ; আমি এই সৰ্ভেই রাজি। কিন্তু একজামিনে পাশ যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে চলনার ফেল করাতে পারবেন না। কথা দিন।

দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ ?

তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ বাটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটার খোলা জানালা দিয়া পূর্বের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে—সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জন করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকৃষ্ণি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, খুশদানি

আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধূতি গামছা এবং হাত-মুখ ধোবার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার, নইলে দিতুম, কাল এ ক্রটি হবে না। কিন্তু আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা— ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসবো। এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধ ঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা অরাম-চৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

পাশ না ফেল মথুব্যোমশাই ?

পাশ ফাট' ডিভিনে। আমার মাকেও হার মানিয়েচ। কার সাধ্য বলে তোমাকে স্নেহ, স্নেহদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি এ., পাশ করেচ।

এবার তা হলে খাবার আনি ?

আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসোগে, বলিয়া বিপ্রদাস কেশাকর্ষ প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উচুগোড়ালি জুতার খুটু খুটু শব্দ একসঙ্গে কানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনাদিদি, তোমার মাসীমা—

মাসী এবং আরও দুই তিনটি অল্প-বয়সী মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আহ্নন।

মাসী বলিলেন, নীচ থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ, আ'ম ভাল আছি।

আগন্তুক মেয়েমা বন্দনাকে দোখয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুল গরদের শাড়ী ভিজিয়াছে। এলো, কালো চুলের রাশি পিঠের পরে ছড়ানো, দুই হাতে পূজার জিনিস পত্র, তাহার এ মূর্তি তাহাদের শুধু অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত নয়, অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান, এগুলি রেখে আসিগে।

একটি মেয়ে বলিল ছোয়া যাবে বুঝি ?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

কণেক পৰে সে সেই বেশেই কিৰিয়া আশিয়া বিপ্ৰদাসেৰ চেয়াৰেৰ ধাৰ বেঁধিয়া
নাড়াইল। মাসী বলিলেন, আমাদেৰ না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেক্ষেত্ৰে রাগ কৰিনে,
কিন্তু আজ তোমাৰ বোনেৰ বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দু'টি বলিল, আমরা আপনাকে ধৰে নিয়ে যেতে এনেচি।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমার যাওয়া হবে না।

সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্ৰকৃতি কত দুঃখ কৰবে জানো?

জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসী বিস্ময় ও স্ফোৰ্তে অধীৰ হইয়া বলিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰেই তোমাৰ
বোধায়ো যাওয়া হ'ল না—এই ক্ষেত্ৰেই তোমাৰ বাবা আমাৰ কাছে তোমাকে রেখে
গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলাও ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া স্বধৰাবু—মিষ্টাৰ ডাটা ভাৰি রাগ কৰেচেন।
স্বাপনাৰ চলে আসাটো তিনি মোটে পছন্দ কৰেননি।

বন্দনা তাহাৰ দিকে চাহিল, কিন্তু জবাব দিল মাসীকে, বলিল, আমি না গেলে
প্ৰকৃতিৰ বিয়ে আটকাবো না, কিন্তু গেলে মুখ্যোমশায়ৰ সেবাৰ তফটি হবে। ঠেকে দেখবাৰ
কেউ নেই।

কিন্তু উনি ত ভাল হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলাও উচিত। এই বলিয়া
মাসী বিপ্ৰদাসেৰ দিকে চাহিলেন।

বিপ্ৰদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমাৰ যেতে বনাও উচিত, বন্দনাৰ যাওয়াও
উচিত। বৰঞ্চ না গেলেই অশ্ৰায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া ক'হল, না—অশ্ৰায় হবে আমি মনে কৰিনে। বেশ আপনি
পূৰ্ণচৈন যেতে আমি যাবো। কিন্তু ৰাত্ৰেই চলে আসবো, সেখানে থাকতে পাৰবো না।
এ অল্পমতি মাসীমাকে দিতে হবে।

একটা ৰাতও থাকতে পাৰবে না?

না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসী মনে মনে রাগ কৰিয়া দলবল লইয়া প্ৰস্থান কৰিলেন।

বিপ্ৰদাস বলিল, দেখলে তো তোমাৰ মাসীমা রাগ কৰে চলে গেলেন; কিন্তু হঠাৎ এ
খেয়াল হ'লো কেন?

বন্দনা বলিল, ৰাৰ্গ কৰে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালেৰ বশেই যেতে চাইচিনে তা
নয়। শুধুৰ বা—কিছু সমস্তৰ উপবেই আমাৰ বিতৃষ্ণা ধৰে গেছে। তাই ওখানে আৰ
যেতে চাইনে মুখ্যোমশাই।

এটা একটু বাড়াবাড়ি বন্দনা ।

মতাই বাড়াবাড়ি কিনা বলা শক্ত । আমি সর্ব্বদাই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি, অথচ বেশ বুকতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে হুথ, না থাকে স্বস্তি । একবার বোধায় একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবল আমার সেই কথা মনে হতে থাকে—তার কত কল কত চাকা আশে পাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড় মুখ গুজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে । ওসব দেখতে যে ভাল লাগে তা নয়, তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচ ; কিন্তু আর দেয়ী করবো না, আপনার খাবার আনিগে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখ পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতোর দাগ ; ঝমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হ'ল না মুখ্যোমশাই, একটু সবুর করতে হবে । চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি, এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা ?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখ্যোমশাই, বলিয়া একটু চূপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায়নি । আমার আপনাই মনে হচ্ছে, আপনাকে সেবা করার এসব অপরিহার্য্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে । বলিয়া সে চলিয়া গেল ।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজ-সজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখ্যোমশাই, চললুম বোনের বিয়ে দেখতে । মাসী ছাড়লেন না বলেই যেতে হচ্ছে ।

বিপ্রদাস কহিল, আশীর্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো । তখন ঐ মাসীকে পাঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোধায় টেনে নিয়ে যেও ।

মাসীর ওপর রাগ নেই, কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো । ভয় নেই গাড়ী-ভাড়া আমরাই দেবো, আপনার নিজের লাগবে না । এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, কিরতে আমার রাত হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অল্পখা হলে এনে রাগ করবো ।

করবে বই কি ! না করলেই সকলে আশ্চর্য্য হবে । ভাববে, শরীর ভালো নেই, বিয়ে-বাড়ীতে খেয়ে বোধ হয় অসুস্থ করেছে ।

বন্দনা হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয়েছে আমার গুণ-ব্যাখ্যা করা ; কিন্তু সে কথা থাক, আপনি সন্তোষ-আহিক করতে নীচে যাবেন না যেন । অহুদি এই ঘরেই সব

এনে দেবে। তার আধ ঘণ্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, এক ঘণ্টা পরে কিছু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে স্বরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন ?

হাঁ বুঝেছি।

তবে চললুম।

যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েচে তোমাকে বন্দনা, এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, ষ্ঠে-পোষাকটা পরেচো এইটেই হ'লো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা রুজ্জিম।

সে কি কথা মুখ্যমশাই,—ওরা বলে মেয়েদের জুতো পরা আপনি দেখতে পাবেন না ?

ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখ্যমশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিই ত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, খেতো না।

কথাটা বন্দনা বুঝিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাঁড়ার মনের কথা কেউ জানতে পারে না, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায় ; কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে, মুখ্যমশাই এ কি সত্যি ?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেহ সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছা না হয় থেকে না—চলে এলো।

চলেই আসবো মুখ্যমশাই, থাকতে সেখানে পারবো না। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, গোনের বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো ?

হাঁ হ'লো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

নিজের জিদই জিঞ্জির বহিলো, মাসীর অহরোধ রাখলে না ? কত রাতে কিরলে ?

রাজি' ওখন তিনটে। মাসীর কথা রাখা চলল না, রাচ্ছেই কিরন্তে হ'লো।

একটুখানি খামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কি-না, তার পরেই সে

বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু করে এসেছি অনেক । এক বছরে করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা হয়ে গেল । স্বধীরের সঙ্গে শেষ করে এলুম ।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলা কি !

হ্যা, তাই । কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি । আজ সকালে । মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম । হেমলিনী রায় । ওর জিন্মাতেই স্বধীরকে দিয়ে এলুম । আবার আমার সেই বোম্বারের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদে ওখানেও ভালবাসার টানা-পোড়েন দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে । আবার ভাঙেও তেমনি ।

বিপ্রদাস তেমনি বিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হ'লো কি ? স্বধীরের সের হঠাৎ শেষ করে আসার মানে ?

বন্দনা কহিল, শেষ করার মানে শেষ করা । কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠাৎ বলতে কিছু নেই । ওদের ভাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভুল হয়, কিন্তু আসলে তা নয় । স্বধীর আমাকে ডেকে বললে অংমার অত্যন্ত অস্ত্রা হয়েছে । বললুম, কি অস্ত্রায় হয়েছে স্বধীর ? সে বললে, কাউকে না বলে—অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ-বাড়ীতে চলে অংমা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েছে বিশেষতঃ সেখানে বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন । বললুম, সেখানে অন্নদাদিদি আছে । স্বধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছুই নয় । আমি বললুম, ও-বাড়ীতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে । শুনে সেই হেম মেয়েটি মুটিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগায়ে ও-রকম ডাকার রীতি আছে শুনেছি, তাই দাসী-ডাকরের অহঙ্কার বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না । তারা নিজেরাও বড় হয়ে ওঠে না । স্বধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না । রাগেই ফিরে যাবে ; কিন্তু সে-বাড়ীতে তোমার একলা থাকাকাটা আমরা বেউ পছন্দ করিনে । তোমার বাবা শুনেলেই বা কি বলবেন ? বললুম, বাবা কি বলবেন এ ভাবনা তোমার নয় আমার । কিন্তু আরও ধারা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে বি তুমি নিজেও আছ ? হেম বললে, নিশ্চয়ই আছেন । সকলকে ছাড়া ত উনি নন । এই মেয়েটার গায়ে-পড়া মস্তব্যের উত্তর দিতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই স্বধীরকে বললুম তোমার এ কথা অর্থাৎ আমিও বলতে পারতুম যে অর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কসকাতায় থাকাকাটা আমিও পছন্দ করিনে, কিন্তু সে কথা আমি বলব না । তুমি এ নোড়রা ইঙ্গিত করলে তা ইতর সমাজেই চলে, কিন্তু তোমাদের বড়-দালনে যে সে সম্মান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে

আমি চললুম। সেই মেয়েটা বলে উঠলো, যা অশোভন, যা অশুচিত তার আলোচনা ছোট বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনাবা যত খুশি আলোচনা চালান আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। স্বধীর হঠাৎ কেমনধারা যেন হয়ে গেল,— মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল,—নিজেকে সামলে বললে, তোমার মাসীমাকেও জানিয়ে যাবে না? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাতই হোক। স্বধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারে? বললুম, না। সে বললে, পরশু? বললুম, পরশুও না।

তার পরের দিন?

না তার পরের দিনও নয়।

কবে তোমার সময় হবে?

সময় আমার হবে না।

কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে?

তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

স্বধীর আমাকে যে চেনে না, তা নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলে না, সেই-খানাই শুরু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাড়ীতে এসে বললুম।

বিপ্রদাস ঈর্ষং হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা? একটু-খানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদিকে জিজ্ঞেস করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখ্যোমশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখেঃ প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিষ কি কখনও এত অল্পেই শেষ হতে পারে? স্বধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, তবে দেখেচি মুখ্যোমশাই। এ আঘাত সামলাতে স্বধীরের বেশী দিন লাগবে না, আমি জানি ঐ হেম মেয়েটিই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে; কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলাম। শুধু যে গাড়ীতে বসেই ভেবেচি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি, কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

কষ্ট পাবে রাগপড়ে গেলে। তখন এই স্বধীরের জন্তেই আবার পথ চেয়ে থাকবে, বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল

এই অসুস্থতা হইবে, চলে আসার সময় যদি কঠিন কথা আমার মুখ দ্বিজে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তাঁর,—আনিয়ে এলুম মর্নাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তাতো সত্যি নয়, এই মিথ্যে আচরণের জন্তেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখ্যোমশাই, আর কিছু জন্তেই নয়। তাহাব কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিশ্বয় বহুপ্তনে বাড়িয়া গেল, এ যে চলনা নয় একতক্ষে সে বুঝিল। বলিল, স্বধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালবাসো না ?

না।

এতদিন ত বাসতে ! এত সহজে এ ভালবাসা গেল কি করে ?

এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হতো। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ শীঘ্রবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন স্বধীরকে ভালোবেসেছিলুম কি-না ! সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি ; কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়লো চোখে—স্বধীর গেল মিলিয়ে ! এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তবল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,—কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয় ? হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বার্থ, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিংবা এমনই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে বুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল, কিংবা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিষ নয় মুখ্যোমশাই—গট মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে লাগিল, এই স্বধীরের সঙ্গেই এক বছর পূর্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়াছিল, শুধু তার মায়ের অসুস্থ বলেই হতে পারেন। কাল যবে কিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো, আজ কি মন আমার এমনি করে তাকে ঠেলে ফেলে দিতো ? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিবে ? স্বর্ধবুদ্ধি দিবে ? সন্তান দিবে ? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন ? যাদের

মধ্যে এই কটা দিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন ? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে টেনে লোক ভুলিয়ে বেড়াতুম ? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে ? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে কাড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চূপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন !

কিন্তু শাস্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি ? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় একথা তুমি বুঝতে পারবে কেন ?

কেন পারবো না মুখ্যোমশাই, বুদ্ধি তো আমার যায়নি।

যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে ! এখন থাক। সন্ধ্যার পর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

তবে সেই ভালো, এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলোও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর-বাকর, কত ছেলের এখানে থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পাঁড়ল না সে বাস্তি ঘুমায় নাই, সে আজ ভাবি ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পর বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাক্ষ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখ্যোমশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন ?

বিপ্রদাস বলিল, মচরাচর তাইত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি ?

বন্দনা বলিল, মেজদ্বিতিকে আপনি কি মতাই ভালবাসেন ? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েচে—সে কতদিনের কথা—কখন কি এর অন্তথা ঘটে নি ?

বিপ্রদাস অবাধ হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারও মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মহাশ্রে কহিল, তোমার মেজদ্বিতিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে ? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারে না। না বলতে চান বলবেন না, আমি একরকম করে বুঝে নেবো, কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?

হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারি একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা কি সত্যি নয় ?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই ?

দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখ্যোমশাই। বলবো সে কথা।

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, হুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক, পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিংবা হয়তো আপনিই তখন বুঝবে ঐ যারা তোমার মাসীর বাড়ীতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেছে তারাও সব নয়। ধর্মশ্বাদের কাছে অত্যাচারী তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না, আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্ত্র যাহাকে বাড়াওঁত্ব সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৯

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখ্যোমশাই, আবার চললুম মাসীমার বাড়ীতে। এবার আর ঘণ্টা-কয়েকের জন্ত নয়, এবার যতদিন না মাসী আমাকে বোঝায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন ততদিন।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আরজেন্ট টেলিগ্রামে এসেচে বাবার হুকুম। কাল সকালবেলা মাসী গাড়ী পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসীর প্রতিশোধ নেয়ার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কই 'হেথি কাগজটা ?

না, সে আপনাকে দেখাতে পারবে না।

শুনিয়া বিপ্রদাস কণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ প্রাণিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে লডাণো যায় না, কিন্তু দেখা দি। অস্তুতঃ তেমন লোকও আছে। তোমার মাসীর মাধ্যম এ ফন্দিও খেলেচে। দাগ না পড়ে দেখি অভিযোগটা বক্তৃথানি গুলকর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। তারসাহেবের স্বদীর্ঘ টেলিগ্রাম সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা 'ফরাইয়া' দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসম্মত কিছুই লেখেননি। নিঃস্বার্থ পরপোকারের বিপদ আছে, অস্বস্ত আশ্রয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসাবে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি আমার বাড়ি তেই তিরে যেতে বলেন ?

সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখ্যযোবাড়ী নয়—হুকুম দেওয়ার কর্তা এ-ক্ষেত্রে তোমার মুখ্যযোমশাই নয়,—মাসী আবার আদেশটা দিয়েছেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মাল্য করণেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলে ঘটনা। বাবা জানেন না একছুই, তবু সেই আদেশ, স্নায়-স্নায় যাট ছোক, শুনতে হবে ? মাসীর লাড়ুটি যে কি সে তো আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কছিল, জানেন, কিন্তু তোমার মুখে কেনেচি সে ভালো জায়গা নয়। আমি সূহ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোঝিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম, কিন্তু সে শক্তি নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে স্লেচেন চলে যাবে ? যে-মাসীকে চিনিমেন তার জিদটাই বড় হবে ?

কিছু উপায় কি ?

উপায় এই যে আমি যাবো না।

তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাগ। কিন্তু মাসী নিতে এলে কি তাঁকে বলবে ?

বন্দনা কছিল, যেতে পারবে না, শুধু এই কথাই বলবে। তার বেশি নয় ?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়ীতে আপনার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি

টিকই বলচেন মুখ্যোমশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে—থবর দিতে মানীর বাকি নেই, কত কেন জানেন ?

বিপ্রদাস কহিল, জানা ত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উত্তম তাঁর নিঃস্বার্থ নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্তেও নয় ; হয়ত কি একটা তাদের মনের মধ্যে আছে ।

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি । তাইপো এসেচেন ব্যারিষ্টারী পাশ করে, —মাসী দিয়েচেন আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে । দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর । কারণ বাবার আমি এক মেয়ে যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন তাঁর আয়ে উপার্জন না করলেও তাইপোর অন্যায়সে চলে যাবে ।

বিপ্রদাস বলিল, তাইপোর কল্যাণ চিন্তা করা পিদির পক্ষ থেকে দোষেব নয় । ছেলেটি দেখতে কেমন ?

ভালো ।

আমার মতো হবে ?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা । মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই ; কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারে সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখ্যোমশাই ! কেবল আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয় । তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালই, খুঁৎ খুঁৎ করা অন্ততঃ আমার মাজে না !

তা হলে পছন্দ হয়েচে বলা ?

যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দের কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি । এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো, আপনার বালি খাবাব সময় হয়েচে—যাই আনিগে । হাঁতমধ্যে অশোকের কখাটা আর একটু ভেবে রাখুন, বলিয়া সে চলিয়া গেল । মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে পোরে বাটিতে বালি - বরফের ভিতর রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কাঁহল, এর সবটুকু খেতে হবে, ফেলে রাখলে চলবে না । সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ৎ চাইবে সে আমি হতে দেবো না ।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিস্তেটি বোল আনায় শিক্ষা করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখিচি ।

বন্দনা বলিল, না । কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, মুখ্যোমশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি ।

থাওয়া শেষ হইলে উজ্জ্বল পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া
দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথা জবাব দেবেন মুখ্যোমশাই ?

কি কথা বন্দনা ?

সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশি ভালোবাসে বলতে পারেন ?

পারি।

বলুন ত কি নাম তার ?

তার নাম বন্দনা দেবী।

জানিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই আবার
ফিবিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, অমন কবে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলো ত ?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ
কেনন দইতে পারলুম না মুখ্যোমশাই। মনে হ'ল যেন আমার বি একটা বিশী চুবি
আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারচো না ?

তা কেন পারবো না, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু
লজ্জা সুরমে সমস্ত মুখখানি লহাব রাঙা হইয়া উঠিল, পরে আশ্বসংবরণ করিতে করিতে
বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত ?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুলা বন্দনা। এতই কি পাবার আমি যে
এটুকুও বুঝতে পারিনি ? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কোনো থাকে আজ তোমার পানে
চোখে আমার তা আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচ করিল।

বিপ্রদাস বলিল কিন্তু তাই বলে তু চলাব না বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে
হবে। লজ্জা পাবার ভূমি কিছুই কবোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।
চাও, মুখ তোলো, শোন আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি
তোম হই আমার উপর খুব রাগ করেছেন, না মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস স্নিতমুখে বলিল, কিছুমাত্র না। একি বাগ করার কথা ? শুধু আমার
মনের আশা এইটুকু যে, এ ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল
সেইদিনই এর প্রাতিকার হবে।

কিন্তু ধরা যদি কোনদিন না পড়ে ? এ-কে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই ?

পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থক স্বয়ংক্রিয় হয় এ যদি না বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসোনি। স্বধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল-মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভালোবাসে। তার বেশ নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্তে রান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যাধিত-কণ্ঠে বলিল, স্বধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখ্যোমশাই, এ আমি সঠিক পারিনি। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থক স্বয়ংক্রিয় হয়, আপনার এ কথা মানবো। মান্য যে, যে অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যা বলে স্বীকার করবে না। মিথ্যাটা যদি হ'লে এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পারিনি। কি আমি?

নিরুপমা নিশ্বাসে বিপ্রদাস কথাগুলি শুনিতোছিল, হিজ্জাসা শেষ করিয়া বন্দনা মুখ তুলিতেই সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, পেয়েচো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানাই পেয়েচ। নইলে তোমার হাতে আমি পেতুম কি করে? তোমার বাজি দিলেব সেবা নিত পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি মানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবে, তোমাকে টেনে নামাবে? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাস রাখা উচিত হইবে আছে সমস্ত ভেঙে চূঁবে তাদের কেঁটা করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃষ্টিতে কঠিন, গা'হলে আপনিও স্বীকার করেন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এত দলটাকে। এখন সত্য বলে বলবো কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেছেন। নইলে কিসের মানি মুখ্যোমশাই - কারকে মানতে যাবে আমরা অবশ্য বলে? মাগধেল মনগড়া হুঁটা ব্যবস্থা মাগধেই যাকে বাঁচাব মেনে, বাব বাব ভেঙে তাকে? আপনি গাবলেও আমি এ পারবো না?

বিপ্রদাস গভীর হইয়া বলিল, তুমি না পারলেও আমি পারবো, আর তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। ইংরাজি বই অনেক পড়েচো বন্দনা, মাদার বাজীতে আলোচনাও অনেক শুনেচো, সে সব তুলনা সময় পাগবে দেখাচি।

বন্দনা তখন আপন স্বামীর প্রশংসা করছেন, তখন কিন্তু একটুকু তামাসা করিনি মুখ্যোমশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্য বলেচি।

তা বুঝেচ। কিন্তু এ পাগলামি মায়ায় এনে দিলে কে?

আপনি।

বলো কি? এ অধর্ম বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

হাঁ, আপনি দিয়েছেন। হয়তো না জেনে কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

এইবার বিপ্রদাস নির্ঝাঁক বিশ্বয়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, থাকে অর্থ বলি নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,— আমি জানি, ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন যা একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার, তবু সে তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়তো এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,— তদুচ্চ সংস্কার, কিন্তু মাতৃধের ধর্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখন সে হয় যথার্থ, তখনই হয় সে সহজ। জীবনের কর্তব্যে আর তখন ঠোঁকাঠুকি বাধে না, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বৃদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বৃষ্টি একেই বলেছিলুম সেদিন, এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাঙ্গ্য ধর্ম—এর আর পরিবর্তন নেই।

কোনদিনই কি এর পরিবর্তন নেই মুখ্যোমশাই ?

তাইতো আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ-জীবনে এর পরিবর্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস মথয়ে তাহার হৃৎকথান টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু এ পরিবর্তনেরই বা দরকার কিসের ? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে—এখন থেকে সে দেবে আমাকে সাস্থনা, দুর্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্তে তোলা। আসবে ত তখন ?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসবার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা, নইলে পারবো না ত আসতে মুখ্যোমশাই !

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস যেন চমকিয়া গেল, বলিল, বটেই ত ! বটেই ত ! আমার পথ যদি থাকে খোলা, চরাদনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখ্যোমশাই, আমার কথা যেন মাউকে বলবেন না।

না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে তো তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

হা পেয়েচি ।

ছইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল ।

বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সঙ্গারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি
ব করে বুকেছিলে বন্দনা ?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুকেছিলুম । আপনাদের বাড়ী থেকে রাগ
করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে । গাভাতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা
মনে পড়ে ? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—তবু মনে হলো যাদের আশ্রয় চায়পাশে
দেখি তাদের দলের আপনি নয়,—একাকী কোন ভাব কাঁধে নিচ্ছেই আপনার বাধে
না । এই কথাই বলেছিলেন সোদান দ্বিজুদাবু—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে
কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না । রাজ্যে বিচানাথ শুয়ে কেবলি আপনাকে
মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না । শেষরাতে উঠে দেখি নিচে পুজোব
ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেচেন ধ্যানে । একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো,
পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায় ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার ঘরে । আপনার সে
মত আর ভুলতে পারলুম না মুখ্যোমশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই ।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলেন নাকি আনাকে পূজা করতে ?

বন্দনা বলিল, পূজা করতে ত আপনার মাঝেও দেখেচি, কিন্তু সে নয় । সে
আশাদা । আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে ঘেনে তোমার কি হবে ? তুমি ত ভা
করবে না !

না করবো না ; তবু জানতে হচ্ছে করে ।

বিপ্রদাস চূপ করিয়া রহিল । বন্দনা কথিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম
মনে হা সকলের মধ্যে খোঁজও আপনি আশাদা, আপনি মন । যেখানে উঠলে
আপনার সঙ্গে হওয়া যার সে উঠতে ওরা কেউ উঠতে পাবে না । ম'র একটা কথা
জিজ্ঞাসা করবো মুখ্যোমশাই ? বলবেন ?

কি কথা বন্দনা ?

মেয়েদের ভালোবাসায় কোব হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না ?

এ প্রশ্নের মানে ?

মানে জানিনে, এমন জিজ্ঞাসা করচি । এ বোধ হয় আর আপনি কামনা
করেন না,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে ।—সত্যি কি-না বলুন ।

বিপ্রদাস উত্তর দিল না, শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল ।

নৌচের প্রাক্বে সহসা পাড়ির শব্দ শোনা গেল, আর পাওয়া গেল বিজ্ঞানসের কঠোর। এর পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ভাকিয়া বলিল, বিজ্ঞ এলো বিপিন।

একলা নাকি ? না, আর কেউ সঙ্গে এলো ?

না, একাই ত দেখি। আর কেউ নেই।

তিনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখোমুখি, দেখিগে তাব খাবার যোগাড় ঠিক আছে কি না। বাপিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে বিজ্ঞ আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধূলা লইয়া প্রশাম করিল তখন ঋগের একধারে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, বিজ্ঞদাস বলিল, এত পক্ষ্মাতে শায়ের পুত্র প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা ?

মানে কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয বিজ্ঞ, এতে ভাবনার কি আছে ? বাকিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বিজ্ঞদাস কাঁহল, তা হয়। এগার সঙ্গে মিলেছে বাস্তব ভালো হওয়ার মানব পূর্বা-সেণ একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদ্যায়ের-ক্ষম তৈরী হচ্ছে, কুটুম্ব-বর্জন অগ্নি-মভাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদ্ধির মুখে মুখে পেলুম তোকে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওবা ক্রিকে গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকিতে মজুক হোয়।

বন্দনা মুখ তুলিল না, কিন্তু সমিলাহতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস বিনয়ী লোক, বিপ্রদাস রূপন, এ দুনিয় একা মা ছাড়া প্রচার কারবার যোগ্য পাঠশে কেহ ছাড়ে না। বিপ্রদাস নিজেও এ-তাপিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খবচ হবে তোব।

আমার ? শোন আশুভি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অঙ্গল বদল করতে হবে। বিদায় যা'গ পাবে তারা টোলের পাণ্ড-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোব বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেনে রাখা হয়েচে—তারা।

বিপ্রদাস তেমনই হাসিয়া কাঁহল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের ? পোকেয় মুখে মুখে এদের স্তম্ভ নিন্দেহ স্তম্ভি, নিজে কখনও চোখে দেখলিনে। ওদের দল-পুল বলে হযত আমি পয়স্ক তোর আমলে ভাত পাবো না।

বিজ্ঞদাস কাছ আসিয়া আর একবার পায়ের ধূলা লইল, কাঁহল, এ কথটা বলবেন না। আপনি ছ-দলেবই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জেনে রেখেছি আমার দাদা আমাদের বিচারের শাইরে।

ফেব্রুয়ারি বখাত জানিনে মুখোমুখি এই বলিয়া হেঁচ হইয়া সে বিপ্রদাসকে পগাম কবিল, কিন্তু অল্প দনের মতো পায়ের হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না, গুণ কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২০

দ্বিজদাস দ্বিজদাস কহিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেল কেন? আমার এসে পড়াটাই কি গারণ নানি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ঠুর বাবা টোলগ্রাম করেচেন মাসের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে ধরদিন না বোঝায় কিরে যাওয়া ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ মাসী বেরুলো বোঝা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ৩০ প্রায় কথাই কইলেন না, সর্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তার পর মাসী না হলে হতেই দেখছি সরে পড়লেন। এমনিটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সেও মুখ ফিঁসিয়ে। আমার বন্ধে হ'লো কি তাঁর?

পরের সন্ধ্যাটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসীর ব্যাপারটা সক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমাব অস্থখে ভয় পেয়ে এই মাসীব বাড়ী থেকেই অল্পদি শুকে ডেকে এনেছিলেন আমার সঙ্গী করতে। যথেষ্ট বসেচে। গুণ কাছে ভোদের কুঞ্জ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিলে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে যাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অগ্রহণ করতে পারে থাকেন ত কুঞ্জটা গুণ নাহেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস মহাশয় কহিল, তুই ভারি নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্বোধ নহ। আমার কথা যাক। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মানেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

গুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, মাকে এককাল পরে তুই চিনতে পেরেছিল বল?

দ্বিজদাস বলিল, যদ পরেও থাকি সে মধ্য আপনাই জাহ্নন। আমি মায়ের পুত্র, আমি কুলদ্বার, তাঁর কাছে এই পরিচয়ই থাক। একে আর নাড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, গোকে ভাল ভাবেতে পারেন, এ কি তুই সত্যিই চাসনে? এ অভ্যমানে লাভ কি বলতো?

লাভ কি জানিনে কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ পেয়েছি বৌদিদির ভালোবাসা, এই আমার সাতরাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়ে শেষ করতে পারবো না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরামুখ,—চিরদিন নিঃস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ-সব আলোচনা নিস্ত্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেট বলে দিন।

মানেটা বোধ হয় এই যে, তুই যখন এসে পড়েছিলি তখন গুর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করছেন বটে, কিন্তু আমি বলছি, এইসব ইংরাজি-নবিশ মেয়েগুলো এই দস্ততেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেন-না কখনও আসে কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে দাদার সেবার দ্বিজুক হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহ-হাস্তে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে সে মা। বোঝা-পড়া তাদের একটা হওয়া দরকার—বুঝলি রে দ্বিজু ?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা, বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা-পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এবুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্চিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই উণ্টো। বাবা জন্ম দিলেন কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকাড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদাদিদি। আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—তুজনই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম: এবং মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে যনকে আর কত চাঞ্চা রাখবো দাদা আপনিই বলুন ?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

বিজ্ঞান বলিল, হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেননি ?

কে বললে তোকে ?

এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে বক্ষে করে এনেছেন সে তাঁর মুখেই শোন।

তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদাদি ত সে পড়ে দেখেননি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকোট সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শ্রীমতী কৌতুকের হাসিতে বিজ্ঞান প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো যিথ্যে বলেন না। আপনার যুধিষ্ঠিরের মাথোটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট কর রাখবে বিজ্ঞান। দুই-ই হবে সমান। যা হোক, এটা বোঝা গেল, বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে ?

আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

কিন্তু কেন ? হিসের জন্মে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে কিয়নে দিন। আপনি একা পারছেন না নাকি ? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্য অপদার্য হয়ে যুজ্জি ? না, যাচ্চেন। তু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আশার স্বক'র নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো, তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকা-কাঁড় বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোবতর বিষয়া হয়ে উঠবো নাকি ? লোকে বলবে, ওব শরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু দাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অশ্রুমনক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন মচবাচর হয় না, —এ-স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, মাতাহ কি চান আমি বিষয় কস্ম' দেখি, যা আমার চির দিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ-সেবায় জলাঞ্জলি দিই ?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথা ত তোকে কোনদিনই বলিনে কিছু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক, —চিরদিন থাক—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

কিন্তু কেন বলুন ? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ-কথা মানবো না।

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট কিছু। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই, -
কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসের আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল,
সংসারে সবই ঘটে যে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায়
তারাই নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির
দয়কার,—তবু দিবনে তুই ?

না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে সহজ আর্পনার আদেশ পালন করা।
বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

আজ থেকেই ? এতই তাড়াতাড়ি ? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো
না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু স্তনতে পাহল দাদার কথা—নোক বলতে
হবে না যে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ সূত্র হইয়া গেল। সে অলস অবশ্য্য উদাসীন এত ছিল
সকলে র চিরদিনের অভ্যাস। কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের এত প্রতিষ্ঠার স্মরণে
অল্পাধিক সম্পূর্ণ করিয়া তুলবার সর্বপ্রকার দাবিও আশিয়া পড়িল যখন একাকী
তাহার পরে তখন এ দুনিয়া অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই
অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করবে এতখানি আশা বিপ্রদাস কবে
নাই, কিন্তু তাহার নিরলস, সূক্ষ্ম কৰ্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া
গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাগে
পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আশ্রয়-চরিত্রগণকে এতই করিয়া
যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কাৰ্য সমাধা করিয়া আজ
গৃহে থাকাবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাহার ঘবে ঢুকিয়া দেখিল
সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই দাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা
কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দোঁখতে পাহর্য মনে মনে
সে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুল নমস্কার
শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা, আজ রা'ত্রর গা'তে স্যাম বাড়ী খাচ্ছি, সঙ্গে
যাচ্ছেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার বলেজের ছাত্ররা বোধ
করি কাগ-পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অজুর্দিকে কি সঙ্গে নিয়ে
যাবেন ? কিন্তু দিন তিন-চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।

আমাকে কি যেতেই হবে ?

হাঁ। না যখন তো একজোড়া খডম কিনে দিই, নিয়ে গিয়ে ভরতের মতো
সিঁহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কাজিঙ্গের অগ্রগণ্য হয়েচিস্ তুহ। কিন্তু মাফিয়া হরাল
অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি করে, গীর তো ছুটি নেহ—কাজ কামাহ
হবে যে ?

বিজ্ঞদাস বলিল, তা হবে, কিন্তু লোকমান নেহ—ওঁকে তার চেয়েও চেয়ে বড়
কাজ হবে বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকা গুয়ালী জামাহ ভাবস্বতের অনেক
দরসা—কলেজের বাঁবা মাইনের অনেক বেশ।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, গীর কথাগুলো যেমন কচ তেমনি কর্ণশ। মাত্রের
সম্মান রেখে কথা কইও জানিসনে ?

বিজ্ঞদাস বলিল, জানি কি-না বৌদিদি কে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। সৌজন্তের
বাজে অপব্যয় করনে শুধু এই আমার দোষ।

সুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল, শেষ একটি সাক্ষ। শুধু বৌদিদি।
যেমন মাংসের সাক্ষী শুঁড়া।

বিজ্ঞদাস কহিল, তা হোক, আপনার কথাটাও ঠিক মধু মাথা হচ্চে না
দাদা। কারণ আমাও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত,
দেন গোপনে বহনোনের অন্ন যা অনেক বড়লোক পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেহ। আদর দিয়ে দেওয়ারকে অঙ্ক করে
ভালা ছাঁড়া বড়লোকদের অল্প কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, বিজ্ঞদাস সে। লক্ষ্য কারণ বলিল,
এ নিয়ে আর তর্ক কববো না দাদা। বৌদিদি আপনাব নেহ,—বাঙালীর
সম্বারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপান কোনদিন জানেন না। অঙ্কে আলো
বোঝানো চেষ্টায় ফল নেহ। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আভালে হাসচেন কিন্তু
মাসীর বাজীর বদলে দিনকণক আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে এলে হগত আমার কথাটা
বুঝতেন। কিন্তু থাক্গে এসব আলোচনা। আপান কবে বাড়ী যাচ্ছেন বলুন ?

আমি বড় ক্লাস্ত বিজ্ঞ, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবিনে ?

বিপ্রদাসের এমন নিরীক নিস্পৃহ কর্তব্য সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া
চাহিয়া দোখল ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো গুটীগ্রাস্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার
দাঁকা নয় আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অস্তভূত হইয়া কহিল, অস্থখ কি
এখনো সারেনি দাদা ?

না, পেয়ে গেছে।

ভবু মায়ের কাজে বাড়ী যেতে পারবেন না এ-কথা মাকে বোঝাবো কি করে ?
ভবু পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লগুতও হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি আমাকে কবে যেতে বলিস ?

বিজ্ঞদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক। আমাকে অল্পমতি দিন আমি
নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি
নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

বিজ্ঞদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখ্যেশ্বরশাই, বাড়ী
যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্তে ?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে ?

শুনলুম, কিন্তু ও-জবাব পরের জন্তে, আমার জন্তে নয়। বলুন কিসের জন্তে বাড়ী
যেতে চান না। আপনাকে বলতেই হবে।

আমি ক্লান্ত।

না।

না কেন ? ক্লান্তিতে সকলের দাবী আছে, নেই কি শুধু আমার ?

আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম
আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার
চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো, আপনার রাগ ধরবার কখনো
ধরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

মেজদি নিজে পারবেন না রাগ ধরতে, তুমি দেবে ধরে ! এ কথা শুনে কিন্তু
তিনি খুশী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুশী হবেন না সত্যি, কিন্তু ক্লান্ত হবেন। আমার মেজদি হলেন
সে-মুগের মাত্র, স্বামী তাঁকে খুঁজে বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন
আপীর্বাদের মতো অঙ্কলি পূর্ণ করে। তখন থেকে স্ত্রী সবল মাহুযটিকে নিয়েই তাঁর
কারবার। কিন্তু সে মাহুযেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙতে পারে এ খবর তিনি
জানবেন কি করে ?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো ?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার

অভিযানে আজ পর্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েচো তাদের বাইরে যে কেউ আছে তা তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিশ্বাস! এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিজ্ঞপের স্বরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝ আপনি নিজে মুখ্যোমশাই? কিন্তু সোঁদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালবাসেন?

সে আজও বলি। কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সোঁদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো পে কিছু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হোলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেচে ভালবাসার সঙ্গে। বহুস্ত-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে নিড়ে ঘনতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সঁখন্ধ ও তোমার-আমারও,—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের স্বর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখ থাকিয়া মহসা চোখ ফুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখ্যোমশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালোবাসতেন, হুঁখ আমার-ছিল না; কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম, যেনে চলেন শুধু কর্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি,—কাউকে ভালোবাসতে জানেন না! যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমার ভুলও ভাঙলো। শূন্তের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মাহুয খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস মহাস্ত্রে হাত বাড়াইয়া বলিল,—করলুম তোমাকে সেই আশীর্বাদ। আজ থেকে মাহুয খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করেচেন মুখ্যোমশাই, মাহুয খুঁজে বেড়ানোই আমার পেশা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সাত্যই আমার একটা মন্ত ভুল ভেঙে গেছে। এখানে আপনাদের সংসবে এসে ভেবেছিলাম এই সব আচার-বিচার বুঝ সত্যই ভালো, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম যেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পূজোর সাজ-পোছ কা—আরও বত কি খুঁটিনাটি,

—মনে করতুম এ-সব বৃষ্টি সত্যিই মাগুসকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়ীতে গিয়ে মূঢ়তা ঘুচেছে। দিনকয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখ্যোমশাই। যেন সত্যিই এ-সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষার সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই। এই বলিয় সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথটা হয়ত বিপ্রদাসের দ্বারা স্বাভাৱ্য করবে, কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার হৃদয় হাসিতে সে প্রসন্ন হাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সওক করে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ-সব তোমার জ্ঞানে নয়, এ-সব করতে তুমি ষেয়ো না। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুশী হইলাম। মনে করেছিলে শুনে বৃষ্টি বড় কষ্ট পাবো, কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চূপ করোছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এসব কথাবার্তা এখন থাক। তোমার বোধস্বরে কিরে খাবার কি কোন দিন স্বপ্ন হ'লো ?

অভিমনে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

সেদিন তোমার মাসীর ভাইপো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেছে। এ কয়দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে ?

না।

তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্বাদ করবো, কিন্তু মাসীর তাড়ায় যেন কিছু করে বোসো না। তার তাগাদাকে একটু সামলে চোনো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরন্তু বাড়া যাব। দু'তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। কিরে আসার পরেও যদি কলকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল, মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার দুটি মঞ্জুর হ'লো, এখন থেকে সব ভাব দিচ্ছো ? সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন, কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্ছে যেন নিখাদ ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিখাদ ফেলার এতই স্বকায় হয়েছে মুখ্যোমশাই ? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত ?

বিপ্রদাস এ প্রবন্ধের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা, আমার অহুখে তোমাব সেবার উল্লেখ করে বিজ্ঞেচ বলেছিলুম, তোমার কাছে তাদের কুঃস্বতাকা উচিত। এর অর্থেক তাঁরা কেউ পাপতো না। দ্বিজু কুঃস্বতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বললে, যদি সে সময় কখনো আসে দাদা সেবার তার সমবন্ধ হওয়া দশটা বন্দনারও সাথে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বগবেন সঠি আম শ্ব পাঃ করে নিশুম। কিন্তু পবীকার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেয়।

তিনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোয়ার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

জানি মুখ্যোমশাই। ভালো করেই জানি, আপনার কাছে তাঁর প্রাঃযোগিতা করা মলিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

● প্রাতঃগর্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রনীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা, দ্বিজু আমার সাধু লোক।

আপনার চেয়েও নাকি ?

হাঁ, আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস এক মুহূর্ত ইঃস্তুতঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বগাছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কখন কেন ?

কথা কওয়ার দরকার হয়নি মুখ্যোমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখাঃ তুমি সত্যই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা কক্ষ, কথাগুলোও সর্বদা বড় মোলায়েম হয় না, কিন্তু তার কর্কশ কারণটা ঘুচিয়ে বদ কখন তার দেখা পাপ, দেখবে এমন মধুর লোক আর নেহ। কথাটা আমার বিশ্বাস কোরো, এমন নন্দ্র করবার মাঃষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়া অনেকক্ষণ দাড়িয়ে আছে, মুখ্যোমশাঃ, আম শ্বাঃ, যদি থাকেঃ পারি আপনি ফিবে এংল দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইনো। এঃ বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলবারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সর্বশ্বয়ে দেখিতে পাইল, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি ?

একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

বিজ্ঞানস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করছে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

আমি নিজেই করছি।

*কিন্তু আপনি ত ও-বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

বিজ্ঞানস বলিল, আর কোন অধিকার না থাকে আমার বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এটী আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্যন্ত অন্ত দিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, মাছা, তাই যাবো, কিন্তু আমার মান অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

বিজ্ঞানস সন্তোষ-কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

২১

অনেকদিন পরে বিজ্ঞানস নাচের অফিস-ঘরে আসিয়া বাসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের 'পরে কাগজ-পত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাক। দেহ ক্লান্ত কিন্তু 'যজুর ভরসায় কোলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সেই পাতা উল্টাইতেছিল, বাহিরে মোটবের বাঁশী কানে গেল এবং অন্তর্ভাবল্যে পূর্বের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক, পরণে ধুক্তি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কটকি চটি এবং কাঁধ হাতে তির্যক ভঙ্গিতে জড়ানো মোটা সাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নাচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘাঙ্গুলের হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিজ্ঞানস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখ্যোপাধ্যায় ইনিই মিষ্টার চাউড্রি—বায়-এ্যাট-ল। কিন্তু

এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে বাজি হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে, কিন্তু তার আগে আপন কর্তব্যটা মেয়ে নিই—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের খুলোটা কিন্তু এঁর স্মৃথে নিতে পারবুম না পাছে মনে হবে বসেন ঠাঁদের সমাজের আমি কলক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমানভরে আপনিক ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসীর কাছে শেখা। তাঁর 'গরে আপনার প্রদত্ত তার বহরটা আমার পরিমাপ করা কি না।

বিপ্রদাস কহিল, হোমাব মাসীমার কাছে এহুভাবেই আমার গুণ-গান করে নাকি? নবগত যুবকটির প্রতি কিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অহু না থাকলে আমি নিজেই যেচুম আলাপ করত। দেখেই মনে হ'লো চেচেরাটা পর্যন্ত চেনা, যেন কতবার দেখেচি ভালোই হ'লো অথবা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে করে আনবেন।

ভদ্রকো প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাতার পূর্বেই বন্দনা শাদনের ভঙ্গিতে জজ্ঞনী তুলিয়া কহিল, মুখ্যোমশাহ, অতুক্তি অতিশয়োক্তিঃ ছাড়াই প্রায় মিথ্যার কোঠায় এসে, এয়ার থান্ন নহণে হান্ধায়া করবো।

ইহার অর্থ?

ইহার অর্থ এই হয় যে আমায় সা. সাধারণের মত সত্যি-মথ্যে যা খুশি বানিয়ে বলা আপনার ধর্মে চলে। আপনিক মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নন, -টিক আমাদের মতোই সাধারণ মস্তক।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে প্রিজ্ঞাস করে, ত্যাগ এতবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অহুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ।

বন্দনা বলিল, এয়ার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাহরেব এই সিংহ চর্মটি ছ'হাতে ছিঁতে ফেলে দেবো, তখন আসল মুঁদটি তারা দেখতে পাবে,— তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্বাদ করে বলবে তুমি রাজ রাণী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্বাদে আপনিকি নেহ, এমন কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কুসংস্কার, বলো গুণ্ডু কথার কথা।

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, কের খোঁচা দেবার মেষ্ঠা! কে বললে গুণ্ডুজনদের আশীর্বাদ আমরা চাইনে--কে বললে কুসংস্কার, এবার কিন্তু সত্যই রাগ হচ্ছে মুখ্যোমশাহ।

বিপ্রদাস গভীর হইয়া বলিল, সত্যিই রাগ হচ্ছে নাকি? তবে থাক এ-সব

গোলায়নে কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

বন্দনা ক'ল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া। ফেন আমার 'বন্ধ হুকুমে নাচে' নিয়ে কাজ শুরু করেছেন?

করিনি, করবার শঙ্কন করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস ঠেলিয়া দিলেন।

বন্দনা প্রথমমুখে বহিন, কৈফিয়ৎ satisfactory, অবাধ্যতা মাঝ্ক্ষ'না করা গেল। ভবিষ্যতে এমন অগ্রগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুধুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এর সঙ্গে বসে গল্প ক'লন—মুখুঘোদের ঐশ্ব্যের বিবরণ, প্রজ্ঞা শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশি। আমি ওপরে যাহি অল্পদিকে নিয়ে সমস্ত গু'ছয়ে নি'ে। কা'ল সবানের হেঁনে আমরা ব'লরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো ঠাণ্ডা আ'ার শ'র থাকবে না। মিষ্টার চাড্রার ওচ্ছে সঙ্গে খান—বড় ঘরের বড় রব'নের যা। ক'ল কা'ল দায়'ত'ং হু'র'ত'ং খ'চা পটা কখনো 'োখে দেখেননি—আর বোথা 'ে:ফ' বা দেখ'ান—

বিপ্রদাস মজাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা ব'ল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ আন্তর ও উজ্জ্বল-বিগাহ'ত। উনি দেখেননি এত কথাই হ'ছিলো। তা শুধুন। ঠ'কে অ'ম'তি দিয়েচি সঙ্গে যাবাব, তা'ে এত খুশি হয়েছেন যে 'ার 'বে আমাকে সঙ্গে ব'সে বোথা' পর্যন্ত পৌছে দি'ে সম্মত হয়েছেন।

বিপ্রদাস মুখ স্তিমিত গম্ভীর করিয়া ক'ল, ব'লো কি? এ'খানি ত্যাগ স্বীকার আম'দ'ব ন'মাজে 'েলে না, এ শু'ু 'ে'া'দ'ব ম'বোই পা'ওয়া যায়। ব'নে বিস্ময় লাগতে।

বন্দনা ব'লিয়া, লাগার কথাই যে 'জপ ও'পও আছে, ব'ল-আনা হিংসেও আছে। এ' ব'লিয়া সে 'ো'বের দৃষ্টি'ে এ' ক'লক 'ব'হ'ত'ং চ'গইয়া বাহির হ'ইয়া যাহ'ে'ছ'ল, বিপ্রদাস 'ো'হ'কে ডাব'য়া কা'ইল, এ 'খন ক'খামা'ার সেই হুকু'বের ছু'ব আ'ালিনোর গল্প। ব'বেও না, আর যা'ডের দ'ন এ'সে যে ম'নের মা'ধে চিবোবে তাও 'েবে না। মা'ল'ব বা'চে কি 'ো'তো ব'লো ত?

বন্দনা ব'ল প্রা'স্ত 'ন'ব'ব' ল'ড'ই'না ক' 'ম 'ো'বে 'ক্র হুকু'ত কা'র'ল, ব'ল, ঠিক আম'দ'ব 'ন'ে'ই সা'ব'র'ম মা'হ'ব, কিছু 'ত'ক'ং 'ন'ই। লোক'গুলো কেবল মিথ'ো 'ম্ব'র করে ম'বে।

তুমি 'া'ধে 'ব'ব'র তা'দ'ম ভ'য় ভে'ঙ্গে দি'য়ে এসো।

আমি কিন্তু কুম্ভকার মনে করিনে মাদীমা। বরঞ্চ এই মনে করি য, যা জানিনে, জানার কথাবো চেষ্টা করিনি, তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুম্ভকার। ওর জবাব শুনে পিসিমা রাগে জলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার অল্পমতি নিয়েচো ?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদিরও স্বামী অহু, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়েচে আমার ওপর।

তার আগে কে শুনি ? তিনি নিজেই বোধ হয় ? প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাধ হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হলো তাঁর মাথায় জট বন্ধ ৮ডে যাচ্ছে, এগাব হঠাৎ কি-একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না, শুধু আস্তে আস্তে বালেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেস করণেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ শিক্ষা আমার হয়নি মাদীমা। পবিত্র মহালে যুবযোমশাইকে নিয়ে আমি বলবামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পাবনো না।

পিসিমা রাগ করে ঢুকে গেলেন। আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ? আমার ভারি ইচ্ছে করে ত্রী সব আচার অল্পষ্টান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন, কিন্তু সে সব যে কুম্ভকার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনাদের না যায় ত আবার যাবে না। আর যদি যায় ত হৃদয়ের এক সঙ্গেরই জাত থাক, আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি ? তিনি বললেন, না কবিনে, কিন্তু মুখুয়ায়শব্দ করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন একদিন আমারও সত্য বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বপ্রাণবাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পূজা করে, এত তর্কিত ও গুণিত কাউকে করে না।

খবরটা অদান নয়, নূতন নয়, তথাপি অপদের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখে প্রেরণার ফাফাশ হওয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহ-প্রস্তাব হবেছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে ? বন্দনা সম্মতি দিয়েচেন ?

না। কিন্তু অসম্মতি জানান নি।

এটা আশার কথা অশোকবাবু। চূপ করে থাকটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সক্রতজ্ঞ-চক্ষু কপকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, নাও হতে পারে। অতঃ

নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু খামিয়া কহিল, মুন্সফ হজেছে এই যে খামি গরীব। কিছু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার পোভ নেই তা নয়, কিছু পিসীমার মতো এটোই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। একথা বোঝাবো কি করে যে পিসীমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই শোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাতার বাক্যের সরলতায় এই ভাবটা একটু কমিল। সদয়কণ্ঠে কহিল, পিসিব যডযন্ত্রে আপনি যে বে'গ দেননি সত্যি হলে একথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনে প রমাণ নিমেষে তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাসবাবু ?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাই মনে হয়।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন ? মনে হয় ঠিক নিজের প্রদত্ততার চেয়েও আমার টের বেশী প্রয়োজন আপনার প্রশংসায়। সে যেদিন পাগো, আমার না-পাগার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্তে কহিল, আমার প্রসন্ন দুই দিবে ও স্বামী নির্বাচন করবে এমন 'অকু' ঠিক্ত আপনার কে দিল কে—বন্দনা নি জ ? যদি দ্বিয়ে থাকে ও নিছক পরিহাস কহে এই কথাই কেবল বশতে পারি অপোকবাবু।

না পরিহাস নয়, এ সত্য।

কে বললে ?

অশোক এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এসব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসীমার সঙ্গে বগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে চুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোঝায়ে পৌঁছে দ্বয়ে আসতে হবে। বললুম, যখনি কক্ষ করবেন তখন প্রসন্ন। বললেন, খাচি বলরামপুরে, সময় হলে তাব পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন কিছু মাসীমাকে এমন চটিয়ে দিলেন কেন ? তাঁদের ঐ সব পূজা-পাঠ, হোম-জপ, ঠাঁকুর-দবতা সত্যিই তা আর বিশ্বাস করেন না, তবু বললেন, বিশ্বাস করতে পেলে দৈব যাই। কেন বললেন ও কথা ? বন্দনা বললেন, মিথ্যা বলিনি অপোকবাবু, তাঁদের মতো সত্যি বিশ্বাসে ঐ সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্ত হয়ে যাই। মুখ্যোপশায়ের অস্থখে সেবা করেছিলুম, তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তার পরে স্কন্ধ হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ

কঠিকে করে, কারো স্তম্ভ কামনার কেউ যে এমন অক্ষয় ময় থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অস্থির, আপনার পূজো আফিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ের ঠেকলো, ঘটাই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয়, শুভে পূজোর ব্যাধাত হবে না, তাই কিছু মন অনুভব হ'য় উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ক্রটি স্পর্শ করে। তাই আবার মন করে এসে নমস্ক আয়োজন তাঁকে নূতন করে করতে হ'লো। আপনি কিছু সেদিন! রক্ত হয়ে নে'ছিলেন, বন্দনা, মশাগে যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ত অন্নদাদিনিকে দিও পুঙ্কোর সাক্ষ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এমন কতদিনের কত ছোটখাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাগি অনেক হয়ে গেল, শেষে বললেন, মাসী তাঁদের কুশঙ্করের খোঁটা দিলেন, আমি নিজেও এতদিন দিয়েছি বিপ্রদাসবাবু কিছু আধ কানটা ভালো পোনটা মন্দ বুঝতে আমার পোশ বাধে। পাণ্ডুর বাবা ত কোন দিন কার'ন, আক্ষয়ের বিশ্বাস একে দোষ নেই, কিছু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লক্ষ্য পাই, লোকের কাছে লুকানো চাত, কিছু যখনই মনে হয় এ-সব উন ভালোবাসেন না, তখন মন যেন রু থেকে মুখ কি হয়ে বসে।

তখনই শুভিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হ'য়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝ এখন থাকিয়া ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ হ'য়েছে? কিছু সেদিন যে এসে দস্ত করে বল গেল মসী বাড়ীতে গিয়ে শু আপনি সমাজ, আপনি মনস্ত বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মনুষ্যত্বের ব'ড়ার সংশ্র প্রকারের কু ত্রয়তা থেকে কিছু ত পেয়ে ব'লে গেছে।

অশোক মাঝামাঝি কি একটা বলিতে গেল কিছু বিষয় ঘটিল। পদ্মা মরাটয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বাগল, মনুষ্যমশাই, মনস্ত শুভিয়ে বেখে এ'মুম। বাগল মগাল সাড়ে ন'চায় গাভী। পু'স্মা টুটো বান্ধে বাজগুলো গুর মধ্যে দেয়ে রাখবেন। এত বিভ্রমনাও ভগবান আপনার কপালে ল'খোঁছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়।

বোঝ হয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলি আপনার কেউ খুশোতে পারতো। তা শুভন। বাগলের সকালের খাবার বাস'হাও করে গেলুম, আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তার পরে বাগড় চোপড় পরাবো, তার পরে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে

যাবো। রোগা মাহুৰ কি-না ভাই। চলুন অশোকবাবু, এবাৰ আমৰা যাই।
পায়েৰ ধুলো কিম্ব আৰ নেণো না মৃষোমশাই, ওটা কুদংস্বাৰ। ভদ্ৰ-সমাজে
অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহিৰ হইয়া গেল।

২২

পৰদিন সকালেই সকলে বলৰামপুৱেৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা কৰিল। বাটীৰ কাছাকাছি
হাসিতে দেখা গেল বিজ্ঞদাস প্ৰায় ৰাজহুয় যজ্ঞেৰ ব্যাপাৰ কৰিগাছে। সমুখেৰ মাঠে
মাৰি মাৰি চালা-ধৰ—কতক তৈৰি হইগাছে—কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহুত
ও অনাহুতে পৰিপূৰ্ণ হইয়া উঠিগাছে, এখনো কত লোক যে আশিবে তাহাৰ নিৰ্দেশ
পাওয়া কঠিন।

বিপ্ৰদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন—এ কি দেহ হয়েচে বাবা, একেবাৰে যে
আধখানা হয়ে গেচিস্।

বিপ্ৰদাস পায়েৰ ধুলা লইয়া বলিল, আৰ ভয় নেই মা, এবাৰ সেৱে উঠতে দেবি
হবে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিৰে যেতেও আৰ দেবো না তা যত কাজই হোৱ খাক। এখন
থেকে নিজেৰ চোখে চোখে ৰাখবো।

বিপ্ৰদাস হাসিমুখে চুপ কৰিয়া বহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্ৰণাম কৰিলে দয়াময়ী আশীৰ্বাদ কৰিয়া বলিলেন, এসো মা, এসো—
বৈচে থাকো।

কিন্তু কঠম্বৰে তাঁহাৰ উৎসাহ ছিল না, বুকা গেল এ শুধু সাধাৰণ শিষ্টাচাৰ, তাৰ বেশি
নয়। তাহাকে আসাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় নাই, সে বেচ্ছায় আনিগাছে, মা এষ্টটুকুই
জানিলেন। তিনি মৈত্ৰেয়ীৰ কথা পাভিলেন। মেয়েটিৰ গুণেৰ সীমা নাহ, দয়াময়ী
দুখে এই যে এক-মুখে তাহাৰ ফৰ্দ বচিয়া দাখিল কৰা সম্ভব নয়। বনিগেন, বাপ শেখাননি
এমন বিষয় নেই, জানে না এমন কাজ নেই। বৌমাৰ শৰীৰটা তেমন ভাণো থাকে না,
—তাই ও একাই সমস্ত ভাৱ যেন মাথায় তুলে নিয়েচে। ভাগ্যে গুকে আনা হয়েছিল
বিপিন, নইলে কী যে হোতো আমাৰ ভাবলে ভয় কৰে।

বিপ্ৰদাস বিশ্বয় প্ৰকাশ কৰিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্য বাবা। মেয়েটাৰ কান্দকৰ্ম্ম দেখে মনে হয় কৰ্ত্তা
যে বোকা আমাৰ ঘাড়ে ক্ষেলে বেখে চলে গেছেন তাৰ আৰ ভাবনা নেই। বৌমা গুকে

সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বহিতে পারবেন, কোথাও ক্রটি ঘটবে না। এ বছর ঘর আর চনো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বাবে নিশ্চিন্ত-মনে কৈলাস-দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা ত মিথ্যা নয়, মৈত্র্যেয়ী হয়ত এমনি প্রেংসার যোগ্য, কিন্তু শশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যাই হোক, উপলক্ষটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকারণ অসহিষ্ণু ক্রুরতা তাঁহার সুপরিচিত মর্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন কি করিয়া যে প্রতিকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। বিজ্ঞদাস বাজের ভীড়ে অন্তর আবদ্ধ ছিল, খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেচিস্ বিজ্ঞ, সামলাবি কি করে ?

বিজ্ঞদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার গুণর। আপনার ভয়টা কিসের ?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ঠাঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজ্ঞাজের কাছে উল্ল না হয় তো তহবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না বিজ্ঞবাবু ?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্যে দিয়া মায়ের মনোভাবটা যেন কমিয়া গেল, স্মিত মুখে কৃত্রিম কষ্টস্বরে বলিলেন, গুকে জ্বালাতন করতে তুমিও ঠিক তোমার বোনের মতই হবে বন্দনা। ও আমার পথম ধামিক ছেলে, সবাই মিলে গুকে মিথ্যে খোটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোটা মিথ্যে হলে গায়ে লাগে না, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বললেন, রাগ তো ও করে না,—ও শুনে হানে।

বন্দনা কহিল তারও কারণ আছে মা, মুখ্যোমশাই জানান পেটে খেলে পিঠে সহিতে হয়, রাগারাগি করা মূর্থতা। ঠিক না মুখ্যোমশাই ?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বই কি। মুখের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার জন্ত অন্ত ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্য মুখ্যোমশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বিজ্ঞদাস হাসি চাপিতে অন্তর চাহিয়া রহিল এক দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুই, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার যো নেই।

একটু ধামিয়া একটু গঙ্গীর হইয়া কহিতেন, কিন্তু দেখো মা, বর্কীদের আমলে প্রজ্ঞাদের ওপর এ-বকম যে একেবারেই ত'ত না তা বলিলে, কিন্তু তোমাকে শুধলি, বিশি আমায় পবম ধামিক ভোল, যা অগায়, যা পর স্বার্থ প্রাপ্য নয়, সে ও কিছুতে নিতে পারে না। কিন্তু তব্ব আমার দ্বিজ্ঞ/ক ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যয় কথা মা। কিছু বয়বে প্রজ্ঞা পীড়ন। প্রজ্ঞার পক্ষ নিঘে ও আমদের বিবন্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিঘেধ কবেছিল সে কথা কি তোমার মনে নেহ ?

মা বললেন, মনে আছে বলেই শু বলছি। যে ক্রায়া দেনা দিতে বায়ব করে, অন্যয় আদায় সে ই পারে বিপিন, অপার পারে না। দয়া মায়া সব আছে, একটু বেশি পরিমাণেই আছে মানি, - কিন্তু তব্ব দেখাত পারি এবদিন, শুব হাতেই পজ্ঞাবা দুঃখ পাবে চেব বেশি।

না মা, পারে না তুমি দেখো।

দ্বয়াময়ী ব'হলে, ভবমা মেল তুহ আর্চিস ব'লে। না'লে ওমল সেউ নেই যে শুকে ঠিক পথ চা'নবে যেতে পারবে। নংলে শু নিজেও একাদিন ডুববে পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস অকম্প চুপ বিয়া ছিল, এব'র কথা কহিল, বলিল, গোমায় শেষের কথাটা ঠিক হ'ল না মা। নিজে ডুববে সে হয়ও একাদিন মত হয় হবে কিন্তু পরকে ডোবাবে না এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বললেন এয় এটা'য় মতের নয় কিছু, শুটাও আনন্দের নয়। আসলে তাকে চালানার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, সেই কথাটা স্পষ্ট করে বশো যে সকলের ভাবনা খুচুক। আমাকে চালানার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড তো তুমি প্রায় করে এনেচো মা।

মা বলিলেন, যদি সশিই করে এনে থাকি সে হোর ভারিয়া বশে জা নস্।

তর্ক বিতর্কের মূন তাৎপর্যাটা এবার সকলের কাহেই মূম্পয় হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এত বড যে কাণ্ড করে তুদলি কবো কথা শুনলিলে, বললি দাদার হুকুম, কিন্তু দাদা কি বলেছিল অসম্মেধ করতে ? এখন সামলার কে বলতো ? তাগে মৈত্রেরী এসেছিল সেই তো শুধু তরল।

দ্বিজদাস বলিল কাজটা আগে যেরে যাক মা, তার পরে যাকে খুশি সনন্দ দিও, আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখুনি তার তাড়াতাড়ি কি

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সন্দেহ সই করবে কে বিজুবাবু, তৃতীয় পক্ষ
নয় তে ?

বিজ্ঞানস কহিল, তৃতীয় পক্ষের সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও
দ্বিতীয় পক্ষ যে যেমনই নিশ্চয়ান। বলিতে দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আশিয়া বলিল, বন্দনা দিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুচিয়ে তুললে
সেই কাগজের বাস্তুটা তে' দেশে পাচ্চিনে—হারাণো না ত ?

না, হারান্ন না অর্থাৎ, কলকাতার বাডীতেই বয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা কহিল, তুল হইনি মা, আসবার সময়ে মেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

ইচ্ছে করে ফেলে এলে ? তার মানে ?

ত বলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই
ওষুধের দরকার হঠাৎই, এখন, বিনা ওষুধই মেয়ে উঠবেন, এটা টাং দাঁড় হবে না।

কথাগুলো দাময়ীর অত্যন্ত ভাল লাগল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি
মা। পাডাগী ছায়গা, ডাক্তার-বড়ি তেমন মেলে না দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবে না মা। তনো উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনে
ফেলে আসতেন না। বন্দনা দিদি ডাক্তার-বড়ির চেয়েও বেশি জানে।

দয়াময়ী প্রশ্ন সমান চক্ষে নীরবে চাতিয়া রাহিলেন। বন্দনা কহিল, অল্পদিন
বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সতাই আমি কিছু জ্ঞানেনে। যা একটু শিখেছি সে
স্তম্ভ মুখ্যোমশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে যে কি সেবা মা সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ এতদিন দি
বিপদেই পড়ে গেলুম। বাডীতে কেউ নেই, বাহুর অস্থির তর পেয়ে দ্বিজু চলে
এসেচে এখানে, দামশাই গেছেন ঢাকায়, বিপনের হ'ল জ্বর। প্রথম দুটো দিন
কোনমতে কাটলো, কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার তেবে
পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিছু ভয় দেখালে চতুঃপ। মুখ্য মেডেমাষ্ট্রস, কি যে করি,
তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলাম
বন্দনার কাছে গুঁর মাসার বাডীতে। কেঁদে বললুম, দিদি, রাগ করে থেকে না,
এসো। তোমার মুখ্যোমশাইয়ের বড় অস্থখ। বন্দনা দিদি যেমন ছিলেন তেমনি
এলে আমার গাডীতে উঠলেন, ম'নীকে বসবারও সময় পেলেন না। বাড়ী এসে
বিপিনের জ্বর নিলেন। দিন রাতে একটি ষ্টাও সে ক'টা দিন উনি জিরোয়ে

পাননি। স্বেল ওষুধ খাওয়ানোই তো নয়, সকালে পূজোর সাজ থেকে আরম্ভ করে বাস্তবে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনাদিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্তথা করে কাজ নেই। ওতেই বিপিন হুঁ হুঁ হয়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ, সায় দিয়া গভীর হইয়া বলিল, সত্যিই হুঁ হুঁ হয়ে উঠবো মা, তোমরা শুকে আর বাধা দিও না, ওর হুবুদ্বি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়মনে অশীর্ষাদ করবো, বন্দনা রাজ-রাণী হোক।

দয়াময়ী নীবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া খেন রেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বৌদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিসপত্র এখন এলো নোন্ ঘরে তুলবেন ?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার য়েচ্ছ মেয়ে বলে আপনার এত বড় কাজে কি কোন ভারই পাবো না; কেবল চূপ করে বসে থাকবো ? এমন কত জিনিস তো আছে যা আমি ছুলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চূপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেব কেন মা ? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন তাঁড়ারের চাবি যা বোঁমা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ তাঁড়ারে ?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, বিজ্ঞান কটাক্ষে দৃষ্টিশাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়া-হুঁয়ির নাগালের বাইরে, আছে সোনা রূপো, টাকাকড়ি, সেলিগরদের জোড়। যা অতি বড় ধার্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুলেও।

বন্দনা সিজাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে ?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক-বিদ্যার, অতিথি-খভ্যাগতদের সম্মান-রক্ষা, আশ্রয় স্বজনগণের পাথের ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু রুড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি বিজ্ঞানকে দেখাটয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও আমাকে ঠকিয়ে যে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

ধ্বজদাস বলিল, দ্বাদশ নামনে এমন কথা তুমি বোলো না মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোনটা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মনি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল তো? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ঠুঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে। তুমি তার নিতে চেয়েছিলে, আমি ভাব দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম; কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বলেই তো নিস্তার পাবে না।

বন্দনা ধ্বজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন তো মায়ের ছকুম?

ধ্বজদাস কহিল, শু-লুম বই কি। কিন্তু দাদা দিয়েচেন আমার ওপর খরচ করার ভার, মা দিলেন তোমাকে খরচ না করার ভার। সুতরাং হুঙ-মুক বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া শ্রিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দয়কার হবে না দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবে না! আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক্-ফাহটু জরু করবার ছেলেমাছবি আমার গেছে। বঙলাদেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি মরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবো না মা, তোমাকেই এ বইতে হবে; কিন্তু এখানে আর নয়, ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিইগে। এই বালিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ-বাড়িতে ঘণ্টা-কয়েক মাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পবে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এ-একটি সংসার। ভদ্রবটায় আছে 'কাছারী-বাড়ী' ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা; কি এ অংশে আছে ঠাকুরবাড়ী, রান্নাবাড়ী, দয়াময়ীর বিরাট পোশালা এবং উচ্চ শ্রেণীর-বেষ্টিত বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূর্বের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার

সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এবই সব ভার
হইলো তোমার উপর।

ওধাবের বাতান্দার বসিয়া নতী ও মৈত্রেয়ী কি কতশ্রুতা স্বব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা
করিতেছিল, দয়াময়ীর কণ্ঠধরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দৌখতে পাইয়া
ছুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে নতীই আসিবে এ প্রত্যাশা
কেহ করে নাই। দ্বি'দর পায়ের ধূলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল।
মা বলিলেন, আমার এই স্নেহ মেতেটিও কোন একটা কাজের ভার চায় বোমা, চূপ
করে বসে থাকতে ও নাযাও। তোমাদের দিগ্গেটি নানা কাজ, শুকে দিলুম আমার
এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা ?

আছে এমন সব জিনিস যা স্নেহ মেয়েতে ছুলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া
দয়াময়ী সর্কোতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া
দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর ধরে ধরে মাজানো রূপার বাসন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের
মর্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙাইয়া টাকা মিকি প্রভৃত আনানো
হইয়াছে, খলিগুঞ্জি স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা ; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসকল
বস্তাবন্দী হইয়া এখনো পাড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ মংল ব্যতীত
দয়াময়ীর আনমারী সিদ্ধকণ্ড এই ঘরে। হাত দিয়া দেখায় হাসিয়া বলিলেন,
বন্দনা, ওর মধ্যেই রয়েছে আমার ষথাসর্ক্বধ, ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে
লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশ। আমার মতো
তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া নতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এত বড়
কাজের ভার দেওয়া কি শুকে চলবে মা ? অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার—তাহার
কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার বলেই
ওর হাতে চাবি দিলুম বোমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে কবে দেবে।

কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেচে মা ?

নতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে
একদিন তুমিও এসেছিলে আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই
আমাকে আসতে হইয়াছিল। ওটা আপত্তি নয় বোমা। কিন্তু আর আমার
সময় নেই আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে
নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, শোমাদের বাড়ীতে এসে এ কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি।
আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

তাই ত মনে হচ্ছে, ব'লগা সতী শুু একটু হাসিল।

২৩

সসাবেব বিপদ যে কোথাও থাকে এবং কোন গণ্ডে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে
ভাবিণে বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বসিল, মা,
উনি বলছেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এগুন বাড়ী চলে যেও। ট্রেনের সময় নেই—
ষ্টেশনে বসে ধাপধেন সেও ভাগে। শ্বু এ বাড়িতে আর এসেদণ্ড না।

পুকুরা প্রাণিগণ শায়ী ক্রিয়া এহ্না চু কয়ালে, এমাত দস্যমযী মণ্ডপ
হইতে বাটীত আসিয়া পা দিয়াছেন। ভাষণ ব্যস্তার মবো ির্নে থম থমা
দাঁড়াইলেন, মেয়েব কথাটা ভালো বুঝিও পারলেন না, হতবুদ্ধ হওয়া কহিলেন
কে বলচে শোমাকে যেতে—শশবর? কেন?

বউদা ওঁক ভয়ানক অপমান ববেচেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, এই
বলিয়া কল্যাণী ওচ্ছ দত মাংগে কাঁদতে পারিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও থালসানোর আওয়ান, কোথাও গানের আসর,
কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পাঁওতগণের শাস্তিবিচার - অর্গাণ্ড
মাহুয়ের অপারময় কোণাচল, - উহাবহ মাঝখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপাব।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে ঢাবি যিয়া কাছ আসিয়া
দাঁড়াইল, আত্মীয়-বুটু ঘন ঘনের অনেকেই হেঁচুহলী হইয়া উঠিল, শশবব আসিয়া
প্রায় কনিয়া বলিল, মা, আসনা চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা
এসেছিলুম কিছু থাকতে পারলুম না।

কেন বাবা?

বিপ্রলাসবার তাঁব ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

তার কারণ?

কাবণ বোধ করি এহ্ন যে তিনি এড়লো। অহঙ্কারে চোখে-বানে দেখতে
স্বনতে পান না। তেবেচেন নিজের বাড়ীতে ভেঙে এনে অপমান করা সহজ, কিন্তু
ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন, সেও নিতান্ত
ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে কবে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হ'লো না, ব্রাহ্মণ-ভোগন বাকি, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয়নি, তার আগেই যদি তো-বা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে পুকুর এই মাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার চুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শান্তদীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্রসন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিভ্রালের মত ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের মুখে হাত জোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এত বড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিষয়ে অরাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাত জোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নির্বাক, সহসা পাংশু-মুখে একান্ত অন্তঃকরণের কঠোর সত্য বলিয়া উঠিল ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজকর্ম চুকুক, থাকিবে মা নিশ্চয় এব একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হ'বে পারে? অজ্ঞায় বরে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের বোণ চুটো ঈর্ষ্যে ফুঁসত হইয়া উঠিল, কিন্তু শাস্ত-বর্গে কহিল, তিনি অজ্ঞায় ত কখন করেন না মেরুদাঁড়।

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, তুই থাম বন্দনা। অজ্ঞায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না, তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী জলিয়া গেল, তীক্ষ্ণবরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে ব'সেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি মুখ্যোমশাই অজ্ঞায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিজ্ঞপে কহিল, অজ্ঞায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকে অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা হলে শশধরবাবুর মত তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্ণবরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুব বুর সঙ্গে, যিনি আস্থান করে এনেচেন।

সতী সর্বোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা তুই যা এখন থেকে, নিজের কাছে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিছু তাই-অন্নায়ের দরকার করতে আসিনি মা, এসেছি জানতে আপনার ছেলে হোড-হাতে আমার কাছে কমা চাহবেন কি না? নইলে চলুম - এক ঘনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন না-ও পারেন, কিন্তু তার পরে স্বত্তরবাড়ীর নাম খেন না আর মুখে আনেন। এখানে আছই তাব শেষ হয় বেন!

এ কি সর্ব্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়—মেয়ে-জামাইকে বাড়ী আনিয়া এ কি ভয়ঙ্কর বিদা! সম্মুখে টাডাহারা কন্যাগণ কাঁদতে লাগল, পরামর্শ দিবার গোল নাট, তাঁর সময় নাহ, আসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কঁদবা-বুদ্ধি আছর হইয়া গেল, গিন কি করিবেন তাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থাম বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি ঘান কোথায় শোমার মস্ত বড় জুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ী লোকের মধ্যে এ কলক প্রকাশ পেলে আমাকে আশ্রয়চ্য্য করতে হবে বাছা!

শশধর কাঁদল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ভাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেছ বলুন এ বিক তিন করেন নি।

মিথ্যে কথা নে বো না শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট-পঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাড়াহল। তেমন শাস্ত, গম্ভীর ও আশ্চর্যমগ্নিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদ্যত ক্রান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বনে, তুই নাকি গুকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখন সত্য হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বই কি মা।

ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস আমার জামাইকে? আমার এট কাছের বাড়ীতে?

হাঁ, সত্যি বার করে দিয়েচি। বলে'চ আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

সুন্দর দয়াময়ী বজ্রাঘাতের স্তায় নিশ্চল হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ এই অতিভূত জাবটা কাটিলে বিপ্রদাস' করিলেন, কেন?

সে তোমার না শোনাট ভাশে মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ

জনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এমুনি চলে যেতে চাচ্ছেন, এই এক-বাজী লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেকারী, শুঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্তায় হয়ে গেছে বলো শুঁকের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি এক মুহূর্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্তায় আমার হয় না সতী।

হয় হয়, হঠাৎ একটা অন্তায় সকলেনি হয়। বস না উঠে থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্তায় আমার হয় না।

স্বামী স্ত্রীর বথোপকরণের মতো দয়াময়ী তরু হইয়া চিনে, সতসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেন্দ্র করিয়া দিল, তাঁর কপে বাঁধে, ক্রায় কল্যাণের ঝগড়া থাকে। মেয়ে জামাই আমার চিনবাবে মত পর হয়ে যাবে এ আমি সহিবো না। শশধরের কাছে তুমি কমা চাও বিপিন।

সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

সম্ভব অসম্ভব আমি জানেনে। কমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিকরুরে স্ত্রীর হইয়া বহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আব সম্ভব করা যাইবে না, ক্রোধের সীমা গাইল না, বলিলেন, বাধী তোমার একার নয় বিপিন। কাড়িকে ভাদাবার আধকার কদ। তোমাকে দিয়ে যাননি, ওবা এ-বাজীতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা আমাকে ভেবে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চূপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকবে এ-বাজী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর কেবান্তে পারবে না। কোনটা চান বল ?

জীবনে এমন ভয়ানক প্ৰেমের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, কত বড় দুর্গন্ধা সমস্যার সম্মুখীন হইতেও নোহ বুলে না। এাদিতে মেয়ে জামাই, স্বামি এ দিকে দাঁড়াইয়া তাঁর বিপিন। যে শিল্পকে বৃদ্ধ করিয়া মাভব করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সাহায্য, বিপদের আশ্রয়—যে দেশে তাঁর প্রাণাবির প্রিয়। এ অমর্যাদা তাহাকে মুহূর্ত দিবে কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত করবে না। বালকেন সর্কনাশের অন্তলম্পর্শ গহ্বর তাঁর পাথের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহার দৈবের মতই অমোঘ, নির্দয় ও অ-কৃতজি। তথাপি নিজেই শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাস্তব তাঁহাকে সম্মুখের দিকে টেলিয়া দিল, কটুকণ্টে বলিলেন, এ তোমার অন্তায় জিন বিপিন। তোমার অন্তে মেয়ে জামাইকে অন্তের মত পর করে দেন এ হয় না বাছা।

তোমার যা ইচ্ছে করণে। শশধর, এম তোমরা আমার সঙ্গে -ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ী ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইহাদের সনে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বৃকি এইবার ভাবিধা পড়িবে। কিন্তু তাহার অক্ষয় দৃশ্য বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিম্বিত হইল। তাহার চোখে জল নাই কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, বলিল, ঠাকুরজামাই কি করেছেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এত বড় কাণ্ড করোনি, তা নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোনদিন দেব।

বিপ্রদাস চূপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে? না, কাল যাবো।

• আর আসবে না এ-বাড়ীতে?

মনে ত হয় না।

আমি? বাহু?

যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পার অল্প কোন দিন।

না অল্প দিন নয়, আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করনি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমি তো রগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, রগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না; কিন্তু যেখানে গুঁর জায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস্।

বন্দনা বলিল বিয়ে না হয়েও বৃকি মেজদি, আমার জায়গা না হলে স্ত্রীও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়, না বুঝে তাকেই স্বাকার করা স্ত্রীর কর্তব্য, তোমার এ-কথা আমি মানবো না।

শাওড়ীর প্রান্ত সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, আমি থাকলে মানতিস্। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মনুষ্যেশ্বরি?

না করে উপায় ছিল না বন্দনা।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রেম এসে যখন পথ আগলায় তখন

নতুন সমাধানের কথাই ভাবতে হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। জোমার মেজাদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বুধা। কিন্তু তুমি? আরও দু-চার দিন কি থাকবে মনে করেচো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রস্ন আপনায় যতই আস্থক আমি কিন্তু সেই পূর্বনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরণো—যে পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল, যেদিন হঠাৎ এসে এ-বাড়ীতে দাঁড়িয়েছিলুম। যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারণা দিখেকে চিরকালের মতো বদলে।

বিপ্লবাস ইহার উত্তর দিল না, শুধু গুঁপ্প্রাস্তে তাহার একটুখানি স্নান হা'সর আভাস দেখা গিল। সে হাসি খেমন বেদনার তেমন নিরাশার। কাহিল, আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

অপ্রাপ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দৃষ্ থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনায় প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে মেহ, না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, স্বযোগ যদি না হয় এখুনি বলে বাধি যুখুখামশাই, যাঙ্গের নিয়ে চলে আমাদের ঘর-কন্না, হাদি-কান্না, মান অতিমান তাদের নিয়েহ যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনায় ব'লে এ জীবনে ভাবতে শিখি। আলোয়ার আলোর পিছনে আর যেন না পথ হারাই। একটু খাধিয়া বালন. দূর থেকে যখন আপনাকে মনে পড়বে তখন একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো— তিনি নির্মণ, তিনি নিম্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাখায় ফলকে তাঁর লেশমাত্র দ্বাঙ্গ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নন,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বালয়া দু'চোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চািনয়া গেল।

সেদিন কাজ-কর্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ-গৃহের স্মৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও শেনি ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহির হহতে বেহ জানিতেও পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিহ আজ চূর্ণ হহয়া গেল। প্রভাত হহতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্মক্রান্ত বৃং ভ ন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্নান পাইয়াছে নিস্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দ্বাঙ্ক সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়ল ও দরে বারান্দার পাশে দ্বিঙ্গদাসের ঘরে আলো জলিতেছে। দ্বিধা জাগল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কিনা, কাহারো চোখে পড়িলে স্ববিচার সে করিবেন, নিম্প হহত শতসূখে বিস্তার লাভ করিবে, কিন্তু ধামিতে পারিল না, যে উৎসে তাহাকে

সারাদিন চকল ও অশাস্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কত
ঘণ্টার সম্বন্ধে দাঁড়াইয়া ডাকিল দ্বিজু বু এখনো জেগে আছেন ?

ভিতর হস্তে মাড়া আমিল, আছ। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে ?

আমতে পারি।

কিছু না।

বন্দনা আর ঠেলিয়া তিনে চুকিয়া দেখিল রাশিকৃত কাগজপত্র ইয়া দ্বিজদাস
বিচানাঘ বসিয়া। দ্বিজদাস বলিল, আজকের দিনার বুধ। কিন্তু হিসেব ত পালাবে
না দ্বিজু বাবু, এত রাত জাগলে শরীর খাশাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাচতুম, এগুলো চোখে দেখতে হ'তো না।

খরচ অনেক হয়ে গেছে বুধ ? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ত দিতে হবে ?

দ্বিজদাস কাগজগুলো একেবাপে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বলিল, বলিল চকল
পৌরবস্ত্রে দুঃখানি চ হুখানি চ। শ্রীশ্রব ক্রুপাম সোদন আর এখন আমার নেই
বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। এখন উল্টে কৈফিয়ৎ চাহবো
আমি। বংশো, লাও শ্রীশ্রী হিসেব—জগদ লাও কপিয়া—কোথায় কি করেছে
বন্দো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, বাপাব কি ?

দ্বিজদাস মুষ্টিবদ্ধ হুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কাচল, ব্যাপার স্বতীৰ ভাষণ।
মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভয়ানক শশধর আমার সহায় হোন সাবধান
বিপদাম। সোমাকে এয়ার আমি ধনে প্রাণে বধ করলে। আমাদেব হাতে আর
তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিত্তা উদ্ভাস হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সব
তান্বেই হাসি তামাস। আপনি এক মুহূর্ত শিরাস হতে জানেন না দ্বিজু বাবু ?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে ? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তায় থাক।
দেখবে, হাসি-আমাদা পালাবে চক্ষের নিম্নে সাহারায়, গাভোয় মুখবঙল হয়ে
উঠবে বুনো গুলের মত ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌক টানিয়া লইয়া বলিল, ক'হিল, আপনি তা হলে মনেচেন সব ?

সব নয়, যৎ-কিঞ্চৎ। সব জানেন দাদা, কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে
শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিত্রে কয়ে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজু বাবু ?
আমি মৃত্যু বড় ভয় পেয়েছি।

দ্বিজদাস কহিল, শুধু পাণ্ডা বুঝা। দাদার সঙ্কল্প তখনে না, —তঁাকে আমরা
হারালাম।

দীপালোক দেখে গেল এ বাব অক্ষয় ত'সকু তাহা'র ট। টব্ কবিভেহে, খাধ
কিরাইয়া শোনমতে মুচিষ। অ'ব'ন সে মোক্ষা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাওঁস্বরে কইল, বিদেহ প্র' সহজেই আপন ব দ্বিজু বাবু, স'বাহু মেনান
যাবে না ?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও বর যখন অ'মে ০২ন এমনি অবাধ
এমনি ফ'ই আসে, বারণ কি ত' যানে না। য'র কান্দ'ব' সে ক'দে, কিছু শব্দ
জ্ঞান। ক্ষণকাল যৌন থাকিয়া বসিল, আপনি জানেনে ০১০ ত'ন ভে?। 'ব'খা'র
জানিলে, কি ৫ ঘটটুকু জানি সে অ'পু জা'নাকেনে ব'বা, আর সা'খ্য যদি প'না
হাতে ত'র, সেখ'দেই থাকন সে বেবল আপনার কাছে চ'ইব।

বেবল আমার ব'ভেত মেন ?

তার কারণ হাত যদি পা'ন'ই ২। মত'র আ'ন'ত পা'ন'ই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু মহৎ কি আর কেউ ভে? ?

হয়ত খাণ্ডে, অ'দ্ব টিকানা জানিলে। দাদার ক'ব ভু'বাবা না, কিছু চিন্তন
শ'ব'গাওঁর অনাধ'র ব'দাদার কা'ছ, কিছু সে প'ব'ব' হ'লো। আপনি জ'ন
বান, আমার দাবি তাঁর থেকে।

কিন্তু মা ?

দ্বিজদাস বলিল, য'ব যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সাবধি, কিছু চাক্ষু যখন
কাদায় বমে মা ০৪ন নিকট। নে ম'বমে ঠে'ন'তি পারেনে ন। সে মুদ্রিনে যাব
আ'নার কাছ। দেবেন না শিষে ?

ভিক্টর বিায না কে'ব'ব'ব' কি কবে দ্বিজু বাবু ?

সে ভিক্টর জানিলে বন্দনা, সহজে চাই ০৩ যাব ন। ০০০ বো'গ' মিলবেন
শ'ব' শু'ব' ত'খান।

বন্দনা ব'লক্ষণ অধোমুখে পা'দ্রিয়া মুখ ভূ'ল'ব' ব'হিল, য' জানা' ০০০০০
ব'গেন না ?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিলে, যা জানি তাও হয়ত অ'প্রাস্ত নয়। কিছু ০০০
বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই বে দাদা আজ সর্ক'ব'স্ত। শ'ব'স্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—মুখ'ব'ম'শাহ সর্ক'ব'স্ত ? কি করে এমন হ'লো দ্বিজু বাবু ?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শ'ব'ব'ব'র খ'ব'ব'ব'। সাহা-চৌধুরী

কোম্পানী হঠাৎ যেদিন দেউলে হ'লো দাদারও সর্ব্ব্বস্ব ভুল সেই গল্পবে! অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রহস্যে অল্প ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুগাবু. শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্ব্ব্বস্ব যাওয়া সত্যি কি-না।

হ্যাঁ, সত্য। ওখানে কোন ভুল নেই।

কিন্তু মেজদি ? বাস ? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি ?

না। রইলো বেঁদির শুধু বাপের বাড়ীর অস্ব। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

কিন্তু সে তো মুখুঘোমশাই ছোঁবেন না দ্বিজুগাবু !

না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশি ভরসা। যে কটা দিন চলে।

উভয়েই নির্ঝাক হইয়া রহিল। মিনিট কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি ? আপনার নিজের কি হ'লো ?

দ্বিজদাস বলিল, পংম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ভুললেন কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জলকণাটি পর্যন্ত লাগতে দিলেন না গায়ে। বলবেন, এ সমস্তব সমস্তব হ'লো কি করে ? হ'লো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের কল্যাণে। গল্পটা বলি শুধু। এই শশধর ছিল দাদার বালাবন্ধু, সহপাঠী। হু'জনের ভালোবাসার অস্ত্র নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কলাগীর বিয়ে। এই ঘটকানিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। শোনা গেল, শশধরের বাপের মস্ত জমিদারী, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিশ্রাণী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর-চারেক গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালে জমিদারী, ঐশ্বর্য্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিঃস্ব নেই, রক্ষা করতে হ'দে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত, কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক, তার টাকার ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে, বছর যুবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্বাদ কার তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি কর্ত্তার একা নিবেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বলল, দাদা বিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে তিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে ? মা পারে কিন্ত তুমি ? যেখানে গুঁর ধর্ম্ম যেখানে গুঁর বিবেচ ও বৈরাগ্য, যেখানে উর্ আমাদের সর্ব্ব্বের বড় কন্যাপী সেইখানেই দিলে আশ্বাত। দাদা অস্ত্র দিয়ে বললেন তুমি বাড়ী যা বোন, যা করতে পারি আমি করবো। সেই অভয়-মন্ত্র জপতে জপতে

লাগী বাড়ী ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন
চার হয়েছে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ত্রৈ কাগজগুলো আপনার কি ?

বিজ্ঞানস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে
নেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনাকে কি আমাদের আজই বেলে চলে
বেন ?

ঠিক জানিনে কিছুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা
বে, এই বলিয়া সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২৪

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা
রাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচাচটুকু অগদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে
যাত্নগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙা, অবিবর্ত অশ্রুধরণে চোখের পাতা
পলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, বোকে মুখ দেখাতে
আমি পারবো না।

তুমি পারবে না কেন অতুদি, তোমার লজ্জা কিসের ?

আমার লজ্জা এই জন্তে যে, এর আগে মার্নি কেন ? শুধু কিছুকই ত মানুষ
মার্নি বন্দনাদিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে
দিয়েছিল তার দু'মাসের ছেলেকে ? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন
স্বাময়ী ? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে, জামাই। বসিতে বলিতে সে মুখে আঁচল
গাপিয়া দ্রুতপদে অন্ততঃ সরিয়া গেল। মেয়েয় বসিয়া নিজের জামুর উপর দিদির
শা দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ করিয়া এক কৌটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে
বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল,
হুই কেন কাঁদচিস্, বল তো বন্দনা ?

বন্দনা তেমনি নত-মুখে বাশ্পকণ্ঠ-বর্ণে কহিল, কাঁদতে ত সবাই মেজদি। আমি
ত একা নয়।

সবাই কাঁদতে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখা-পড়া শিখে এই বুঝি তোয়
কি হ'লো ?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মন্থুর্কের অল্প মুখ তুলিয়া চাছিল, বলিল, যুক্তি দেখি কাঁদতে হবে নইলে মানুষ কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি ?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সম্মুখে কহিল, তর্কবাক্যের সা তর্কে পারবার জো নেই। তা বলিনি বে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেচে আমি বুঝি সব গেলো, তাই ওদের কাঁদা, কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার এক দিা হয়েচেন স্বামী অল্প দিকে ছেলে—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি তাই, আম জন্তে তুই শোক করিসনে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার না-ই থাকে মেজদি। কিন্তু তোমার দুঃখট সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি লো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে কেঁ যায়া চোখ শুষ্ক করলে তাদের লোকদান কে পুরোবে বশো ত ?

এটু খামিয়া বলিল, মুখ্যোৎসাহই পুরুষমানুষ, যা খুশি উনি বলুন, দি যার কপে আজ শুকনো চোখে যেন তুমি বিদায় নিও না দিদি। সে ওদের বি ধবে।

কাদের বিধবে বে বন্দনা ?

কাদের ? জানো না তুমি তাদের ? তোমার নব্বছ বছর বয়সে এসেছিলে এ পরের বাড়ীতে, সেই বাড়ীতে বছরের পর বছর ধরে তোমার আপনার করে দি যায়া, আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি ? তোমার শান্ত তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস-দাসী, আশ্রিত-পরিজন, ঠাকুরবাড় অতিথিশালা, গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামী-পুত্র দিয়ে ? আর কে নেই জীবনে—শুধু এই ?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখে : কথা জানো মেজদি, যে সমাজে আমি মানুষ হয়েছি তাদের। তুমি ভেবেচো স্বামী-ভক্তির এই শেষ কথা ? স্ত্রীর ও বড়ো ভাববার কিছু নেই ? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাদি বাড়ীতে, দেখবে এ-কথা সোানে পুনো হয়ে আছে—এর বেশি তারা ভাবে না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে খামিয়া গেল। তাহার হঠ মনে হইল কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, কিরিয়্য দেখিল বিজদাস। কখন যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাই বন্দনা কি-যেন বলিতে গেল, বিজদাস খামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকে চিনিনে তাঁর দলের কাউকেও জানিনে—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পা না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্ছে। পৃথিবীতে জন্ম জানোয়ারের দল আছে

হাদের আচরণ করমূল্য বীধা যায়, কিন্তু মাতৃষের দল নেই। এক জোটে এমন গড়পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলাম। মাসীর দল থেকে টেনে এনে অন্যায়সে আপনাকে দাদার দলে ভর্তি করা যায়, যাবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে এই মৈত্রিকাকে আপনার মাসীর দলে ঢালান বরা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও এক ভিঙ্গা দিল্লিট বাধবে না। যাঃ বে মাতৃষের মন! যাঃ বে তার প্রকৃতি!

সত্যী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথা মনে ঠাকুরপো ?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মনে ? বিজুর কাজ, বিজুর কথা মনেই যদি থাকবে বৌদি, এতকাল দয়াময়ী বিপ্রদাসের দাবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আজি পেশ হতো কেন ? মনে বোঝায় গজ তোমার নেই বলেই ত ? আজ যাবার দিনেও সেইটুকুই থাকে বৌদি, ঠিক-বস্তিকের চুলচেরা বিচারে কাজ নেই। এই বলিয়া স্নমখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আপত্য ২৫ তাহার কপালে লাগয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আসিলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনাই মুছ যাবে বৌদি, একটা ঝিন থাকে থাক। কথাটা কিছুই নয়, বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু উনিয়া বন্দনার দু'চোখ বলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা নিতে। সময় হয়ে আসচে, দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাসকে জামা-কাপড় পরিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়েছি, মাফলকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে কিন্তু তাও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অমুদি হয়ত ডুবে মরবেন, কিন্তু মন্দেই হচ্ছে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে শুগুলো এলো কি করে ? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাকে থাকে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মঙ্গল অর্গলবন্ধ। সঙ্কট-উত্তরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন তাতে করবার কিছুই নেই। তবে স্ত্রীমতী মৈত্রিকাকে বলে যেতে পারো যথাঃময়ে মার কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসবে চলো বৌদি, তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে আমি নিস্তার দেওয়াটা কাজে মন দিতে পারি।

সতী মনি হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারি তাড়া।

আমার কাজ পড়ে রয়েছে যে।

কি কাজ শুনি ?

এর আগে কখনো ত শুনেচাওনি বৌদি। যখন বা চেয়েচি জিজ্ঞাসা না করো
চিরকাল দিয়ে এসেচ। এ তোমার শোনার ষোণ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই কলকাল নীরব তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তা
পরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরগো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কাহিন
তুইও এখানে বেশি দেরি করিসনে বোন,—যত শীঘ্র পারিস বোম্বায়ে ফিরে
যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কালা মেখানে একলা রয়েছেন ম
রাখিস।

বন্দনা বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়েব ধূলা লইয়া মাথা
দিল, বলিল, না মেজদি, মাসের বাড়িতে আর না। মেজদের পাঠ উঠিয়ে দিবে
বোরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলব না। এই বসিয়া মেজ চলে অশ মুহূর্ত কটিল, হয়
কালহ বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভাষা দিয়ে যাও যেজদি
আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে ঠি আশ্বস্ত করিল মেজ জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চির
স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাদিতে বলিল, মেজো তোর নিজের হাতে বন্দনা
কাকাকে বসি বিয়ের নেমকরণ দিবে, যেখানে থাকি গিয়ে হাঁদিব হবোহ
একটুখানি খামিয়া গোধ হয় মনে মনে চিন্তা করি বলা উচিত কি না তাব পরে
বলিল, ভারি সাধ ছিল এ বাড়িতে তুহ পড়বি। ঠাকুরগোর হাতে তোকে সঙ্গে
দিয়ে গের হাতে সংসারের ভার বাহুর ভার সব তুলে দিয়ে মাথের সঙ্গে কৈলাস
দর্শনে যবো, কবতে না পারি না-ই পারলুম, কিন্তু মাত্রম ভবে এক হয় আর। এ
বলিয়া মেজ চুম্বন করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্বার কাহিল, এ-বাড়িতে আমি ম
পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা পায় না। আবার সবচেয়ে বেগী কবে পেয়েছিলুম
আমার শান্ততাকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশি। যাব
আগে প্রণাম করতে পেলুম না, দোর বন্ধ, চৌকাতের ধূনা মাথায় তুলে নিয়ে বললুম,
মা, এই কাঠেব গুপরে তোমার পায়ের ধূনা লেগে আছে, এই আমার—কণ শে
করিতে পারিল না, কণ কক হইয়া এহবার মে তাগিয়া পড়ল, তাহার দু'চোখ
বায়ো দর দর ধারে অশ নাখিয়া আসিল, মিনট দুই তিন গেল সামবাহতে
আচলে চোখ মুহূর্তে বলিল, আর পেলুম না খুজে আমার অহ দকে। মে আমার
মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বসি ত রে, আমি। যোগ ক
গেছি। আবার দুচকু বাস্পাকুল হইয়া আসিল, আবার মে আচলে মুহূর্তে কেলিল

একটা বিড়াল পুথিয়াছিল, নাম নিমু। কাজ-কর্মের বাড়ীতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ত্রিকানা নাহ। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে, এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মাগলে দেখে যেন্ডে পেলুম না। অত্ৰদিকে বলিস ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল। তাহার এক দিকে রহিলেন স্বামী, অত্ৰ দিকে সন্তান—সংসারের কোন কৰ্ত্তিই তাহার হয় নাই! কথটা কত বড়ই না মিথ্যা।

বৌদি করণে কি? বাহির হইতে বিজ্ঞদাসের আর এক দফা তাগাণ আসিল।

যাচ্ছি ভাই হযেচে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

ষ্টেন হইতে বিজ্ঞদাস যখন একাকা কিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমন আলো জালযাছে, তেমনভাবেই লোক জন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারের কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেনে না। বাহিরের মহলে উপরে বিজ্ঞদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—ও-দিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জপে না, বিপ্রদাস থাকেন কলকাতায়, অতাবনীৰ কিছু নয়। সীড়র বা দিকের ঘরায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পাড়ল ইঞ্জি সেয়াৰে পা ছড়াহবা বাহির আলোকে সে নিবিষ্ট-চিহ্নে কি একখানা বহ পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিনা বাবু সেবনে বাহগত হইযাচেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাণে পা দিয়াই বিজ্ঞদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের ল হেরিয়া ঘরটা। সন্ধ্যার পর এ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিছু গোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুঁছিতে। লোকের সংস্ব হইতে আশ্রয় কা করিতে সে এই নিম্বনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাহিটা কোনমতে কাটাছিয়া সে কাল চলিয়া যাবে যুধুৰ বোষাই অগলে,—যেখানে মাতৃষ হইয়া সে এত বড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয় স্বজন, তাহার কত দিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখন যে এ গ্রাম তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না। না আশুক কিন্তু এ-বাড়ী সে সহজে ছাড়াবে না। বিচিহ্ন এ দুনিয়া,—কত অত্ৰুত অতাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত সকল কথাই বিজ্ঞুর মনে পাড়ল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনই হঠাৎ রাগ করিয়া যাওয়া। মথো শুধ

ঘণ্টাখানেক আলপ-আনোচনা। সেদিন বন্দনা মহাজে বসিয়াছিল, শুধু চোখের পরিচয়টাই নেই কিছুবার, নতুন দেও পাগুন লিখে পাঠাতে যেতাম কখনো আলপ করেননি। আমি সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে, আমার কিছু—অন্য নেই। ষাটদিন যত আলিয়েছেন বড়ো গুলি শোকে তার সমস্ত খবর পৌছেছে আমার কাছে। বিজ্ঞানস জিজ্ঞাসা করিছিল, আমরা কেউ কারকে কিনে, সব আপনার কাছে আমার দুই মাসের লেখার সাধকতা ছিল কি? বন্দনা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বোধ করি না। যেহেতু আপনাকে দেখতে পারেন না,—এ পার্থ প্রতীশোধ।

তার পরে দুইজনে হাসিয়া কথাটাকে অবহাসে রূপান্তরিত করিয়াছিল, কিছু সেদিন তিনয়ের পেরে পেরে নাও এ ছিল সত্য কিছুই প্রবন্ধনার চিত্র আকর্ষণের বোধনা। যদি কখনো বেনটকে কাছে আনা যত, যদি কখনো তার হাতে দিয়া অশান্ত দেবটিকে শাসন মানান চলে। বিধি সে ঘটিল না, শাসন গোপন বীথানা গোপনের মত পেরে,—খাফস দুজনের কেহই সে মন নিষ্টির অর্থ খুঁজিয়া পান না।

বিজ্ঞানস সোঁতা উপর ডিহিয়া গেল। পদ্মা মহাইয়া চন্দ্রে প্রবেশ করিয়া দেখা বন্দনার কেবল দাঁত যত খোঁসা, কিছু সে জানানার বাহিরে চাহিয়া স্বর হুরা গাড়ে। বাটা চন্দ্র পাড়াগেহা না সন্দেহ, বৃক্ষের শুধু বধা আরস্ত বাঁধার বল্লভে প্রসন্ন বাঁসা, কি বং পড়াছিন ?

আপনা, বং মাঁড়িয়া চেবিলে গািল, দালাহুরা উঠিয়া আন্দানা করিল, আপনার ফিরে এত দেবী ত'ো যে? কখনো গাড়া তে গেছে কোন গলে।

বিজ্ঞানস গিল, দেবী গোক ত'ো ক'নাচি। না গিরবেগ ত পারতুম।

বন্দনা গিল, অন্যায়সে।

বিজ্ঞানস এক মস্ত নারের খায়া বলিল, ঠিক এক কথানাই অমাব প্রথম মনে হতো। গাড়ে ডেড়ে দলে অনাগায় গলা গাডিষ দাডেবে বাহু হাত নাডেতে গায়না কনস: তার তে ট শাখানি গেল বাঁকেব আঁড়লে অদন্ত হুর। প্রথমে মনে হ'নো গ'ে এই ত'েও ক'দেব সঙ্গে—

বন্দনা বলিল, আপনি বাহুে ভাবতা বাসন, না?

বিজ্ঞানস এটি জানিয়া গিল, দেখুন কনাব দেখে কি, এসব কনিসেরই আমি বোধ কয় স্বরূপ কননে। প্রকৃত্য এত কক্ষ, এমন নীরস যে, হ'ও গুণ সমস্ত উবে গিয়ে কনানা গািল আগাব মেমনি ধব কবে। প্রাটকর্মে দাডিয়ে চোখে একবার জল হলো, কিছু কখন আবার আপনই লুবণে, -বাল্পেব চিহ্নে গ্রহণে না।

বন্দনা কহিল, এ এক প্রকার ভগবানের আশীর্বাদ ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে । অথচ, এই বাহুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন । নইলে দাদার জন্তেও না । বৌদিদির জন্তেও না । মা ভাবেন বাহুকে বুঝি তিনি মাতুষ করেচেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্ধেক কাল কেটেচে ওঁর তীর্থগাসে । তখন কার কাছে থাকতো ও ? আমার কাছে । টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেচে বাট দি ? আমি । আজ খাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে ? আমি । ওর জামা কাপড় থাকে আবার আলমারিতে, ওর বই-প্লেটর জায়গা হ'লে আমার টেবিলে, ওর শোবার বিছানা আমার ঘাটে । মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙে ও পালিয়ে এসেচে আমার ঘরে ।

বন্দনা নির্নিমেখে চাহিয়াছিল, বলিল, তবুও চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্তের বেশ লাগে না ।

দ্বিজদাস কহিল, এই আমার স্বভাব । ওকে নিয়ে আমার ভাবনা শুধু এই যে, সে পড়বে গিয়ে তার পাপ-মায়ের হাতে । আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে ? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েছে এই যে, এত বড় উল্টো কথাটা মাতুষকে আমি বোঝাবো কি করে !

বন্দনা এ-কথা বলিল না যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি ? অল্পক্ষণে পাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ দ্বিজদাসের বিরুদ্ধে । কিন্তু তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই রহিল ।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস কহিল, একটা সাহসনা বৌদি রইলেন কাছে, নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলাঙ্ক শাস্তি থাকতো না ।

বন্দনা কহিল, আপনি তো নিব্বিকার, বাহুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের ? যা হয় তা হোক না ?

ওঁনিয়া দ্বিজদাসের মুখের উপর স্তম্ভীক বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল ।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখে শুনেছিলুম । সেও কি শুই চোখের জলের মতো এক নিম্নে শুকিয়ে গেল ? কিংবা যে লোক নিজের দোষে দর্শক হইয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এই কি অবশেষে বলতে চান ?

দ্বিজদাস বিশ্বাস ও ব্যাধায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল,

ভাষার পরে ছুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, মে আমি বলিনি। আমি বগছিলুম তুমি আমার অপেক্ষা জন্তে মাত্ৰবে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন না হাত পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোক জ্ঞা বুঝবে না।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আতত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ব হইয়া রছিল।

হিজদাস একেবারে অস্ত্র কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কাগই বোঝারে যাবেন ?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

অশোকগাছই নিয়ে যাবেন ?

হাঁ, তিনিই।

হিজদাস বলিল, বোম্বাই-স্টেশন এখান থেকে বেশি রাতে যায়, কাল আপনাদর আমি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবো না, একটু কাজ আছে।

বাগাকে একটা ভার করে দেবেন ?

জ্বাচ্ছা।

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া, হতস্রুতঃ কবিয়া হিজদাস কাঁতল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবি, কিন্তু নানা কারণে দিন বয়ে যায়, জিজ্ঞাসা কথা আর হয় না। কাল চলে যাবেন, সময় আব পাবো না। যদি রাগ না কলেন বলি।

বলুন।

দেখি হইতে লাগিল।

বন্দনা কাঁতল, রাগ করাবা না, আপান নির্ভর বলুন।

হিজদাস বলিল, কলকাতার বাডী থেকে জ্ঞা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে ?

পড়ে।

কারণ না জেনে আপনি আশংগ হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভাল লাগে। মনে পড়ে ?

পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সম্বন্ধে পড়ে।

সে কথার মূগা কিছু নেই ?

না।

দ্বিজদাস কণকাল জ্বল ধাক্কিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মুখা কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলছিলেন আপনার মাসীর হেঁছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হয়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলে না।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠ কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয় সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ গোঁতুহল আপনার লজ্জাকর।

ভনিয়া দ্বিজদাস সতিষ্ঠা লক্ষা পাইল, তাহার মখ স্নান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েছে বন্দনা, অপ্রাসঙ্গিক: আম নৌতুহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হ'লে যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে-বিপদে কাউকে ডাকা চলে না আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথাব মাঝখানেই বন্দনা হাসিরা বলিল, কিন্তু এই বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি শো পদ, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবে আপনিই না কেন কান সম্বন্ধে আমাকে অলঙ্কার খোঁটা দিলেন? জানেন না কি হচ্ছে আমার? দীপালোকের স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণাদু'টা অশ্রুবাশ্পে চলু চলু করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজুবাবু, আপনি কখন বাড়ী এলেন আমরা শো কেউ জানতে পারিনি?

দ্বিজদাস ফিরায়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার দরকার ছয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মা'র ঘরে।

কিন্তু মা'র দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়া খুঁড়ি করে দোর খুলিয়েচি, তাঁকে স্নান করিয়েচি, আফিক করিয়েচি, জোর করে দুটো ফল মুখ গুঁজে

দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন, দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম, সে হবে না মা আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবো না। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার গণ চেয়ে আছি। চলুন আপনার খাবার পেখে এসেচি মা'র ঘরে।

দ্বিজদাস অস্বাভাবিক হন। হঠাৎ এক কথা সে পূর্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

সেইসময় বন্দনাচন্দ্র দেখলেন কলিকাতা বন্দনা, জাপানিও আসছেন। মা আপনাকে ডাকলেন। এই বন্দনা চন্দ্র বন্দনাচন্দ্রকে এক প্রকার গ্রেপ্তার করিয়া গেল। সবলের চন্দ্র বন্দনা।

'বন্দনা চন্দ্রের মধ্যে দয়াময়ী' ছিলেন বিদ্যানাম গুণ্য। অকল্পিত দীপালোকের তাহার মনোমুগ্ধকর পাকি চাইলে কেশ বোধ হয়। অক্ষয়ী দুই চক্ষু যাবত, স্তম্ভিত আদি কেশখানি অলু, লু'বদ্যস্ত। শিরে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অগ্নি দ্বিতীয় গ্রাটা চেয়ারে শশধর, দুই আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। বিদ্যানাম ঘরে চাঁদনের দয়াময়ী মুখ পরিবর্তন করলেন, এবং পবনগণেই একটা অক্ষয়ী বন্দনার অক্ষয়ী আবেগে হঠাৎ সর্বদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা চন্দ্রের মনে ধীরে ধীরে গিফা হস্তার পায়ের কাছে বসিল, এমনি ব্যথার দৃশ্য বোধ করি সে বন্দনা চন্দ্রের কাঁপিয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরাশ্রম সন্তোষ নিষ্কার, এই ক্ষুণ্ণতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কল্যাণী বসিল শশধর। বলল, কাল থেকে শুনিচি না মেয়েই আছে, যা শোন চুপে মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলল, হাঁ।

বন্দনার ওপর হাঁই বসিয়া বন্দনার হস্তে খাবার বন্দনাচন্দ্র দিতেছিল, সেইদিকে চাইয়া শশধর পুনশ্চ কহিল, বন্দনার ফিরতে দেবি হ'ল যে। তারা গেলেন তো সেই মাড়াতার গাভীতে?

হাঁ।

শশধর এটুকু জানি জানি ভাব করিয়া বসিল, অথচ, কলকাতার বাডীটা তো শুনিচি বন্দনার।

দ্বিজদাস কহল, আমাব বাড়ীতে দাঁড়ান প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল না বলিল। বরঞ্চ তিনিই যেন এটা ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ী ছেড়েও শো হাঁই যাগাব দ্বন্দনার ছিল না, একটা মিচমাচ করে নিলেই তো পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিচমাচের পথ যদি খোলা ছিৎ আপনি করে নিলেন না কেন?

আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিষয় প্রকাশ কনিয়া বলিল, একি রকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমিট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থাকিলে বিজ্ঞানস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধরবাবু। মেয়েরা কথায় বলে পরভের আড়ানে থাকো। দাদা ছিলেন সেই পরিত আপনি ছিলেন তাঁর আড়ানে। এখন মুখামুখ দাডালম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে তো যাচনি, যাবে যুক হ'লো।

তার মানে?

মানে এই যে আমি আপনার বাস্যবন্ধু বিপ্রদাস নই - আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তহিত হইল, ভদানক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুল বল দিকি?

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার এ-কথা মানি যে অর্থ আশ্রয় হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সন্ত্য-রক্ষার জন্তে সর্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্ত গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্তে পারে না এমন কাজ নেই, -ওরা এ-ধরনের পাগল, তাই এই হৃদঙ্গা। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশি প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতই আমার হিংসা আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো, - অন্ততঃ চেঁচোর ক্রটি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'পক্ষই একদিন পথের ভিখারি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞ-জনের মুখে শুনি এমনিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক।

শশধর উচৈঃস্ববে বলিয়া উঠিল, মা শুনেছেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর মা মুখে আসে বলতে শুকে বাগণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, থাকে নাশি জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই, -মাতৃগাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুঁকে স্পন্দার অভিনয় করে না একথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত। বিষয়ে ও ভয়ে সকলেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয় অতিশয় কঠোর সঙ্কল্প। উত্তর দিতে গিয়া তার কণ্ঠস্বরে পূর্বের

প্রবলতা ছিল না, তথাপি ছোর দ্বিরাই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি অঙ্গগ্রহণ পর্যন্ত করবো না।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন প্রত্যক্ষ এই ত আশ্চর্য্য শশধরবাবু।

কথাগী কাঁদিয়া বলিল, চোভদা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও ? হায়ের পেটের জাই তুমি, তুমিই কববে আমাদের সর্বনাশ ?

দ্বিজদাস বলিল, তুমি ভাবিস্ গোথের জন কেনে বার বার এডানো বার সর্বনাশ ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিৎ ? ছাদা নেই বটে, তবুও খেতে যখন পারিনে আমিই আমার কাছে, তখন তোব কান্না শুনবো,—এখন নয়।

দ্বিধামতী নিঃশব্দে অনেক সন্নিয়াছিলেন আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু, তুমি যা এখন থেকে। এমন কবে গালি-গালাজ করতে কি বিপিন তোকে শিখায় দিই য় গেল ?

কে শিখিয়ে দিই য় গেল বগচো ? বিপিন ?

হাঁ, সেই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসেব খটখট মূর্ছকের জন্ত হৃকিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট করোনা। এই বলিয়া সে বাহর হইয়া গেল।

নাছর খবর আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়াছিল, খটা দুই পরে মৈত্রেরী আসিয়া পবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন করে তৈরী করে নিয়ে এলুম, খেয়ে বসুন। এই ঘরেই থাই করে দিই ?

এ খাপনাকে কে বলে দিলে ?

বেট না। বাল খেলে আশনি খাননি সে কি আমি জানিনে ?

এত লোভের মধ্যে খাপনার জানার প্রয়োজন ?

মৈত্রেরী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা এখানেই বেথে যান। এখন কিছু দে-ই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেরী ঘরের এপ্রদ্বারে আসন পাতিয়া খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড় করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ষাওয়ার অস্বীকৃতি ধটিবে।

রাঁধি নোখ কর তখন বাবোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেলায় ছাড়িয়া উঠিল। সামান্ত কিছু খাইয়া শুটয়া পাড়বে এই মনে করিয়া হাত-মুখ ধুইতে বাতির আসিয়া দেখিল ছাত্র বাতির কে-একজন বসিয়া আছে। বাসাপার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ?

আমি মৈত্রেয়ী ।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কছিল এত রাতে আপনি এখানে কেন ?
খেতে বসে যদি কিছু হৃৎকার হয় তাই বসে আমি ।

এ আপনাব ভারি অগ্নায় । একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদি বা হয় বাড়ীতে
আর কি কেউ নেই ?

মৈত্রেয়ী যুহু-কণ্ঠে বলিল, ক'জন নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত । কেউ জেগে
নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে ।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেননি, তবে ঘুমোণেন না কেন ?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না, চুপ কারিয়া রাইল ।

দ্বিজদাসের রুক্ষ স্বর এবার অপেক্ষাকৃত অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল,
এ-ভাবে বসে থাকাকাটা বিস্ত্রী দেখতে । আপনি ভেৎসে এসে বহন, যতক্ষণ খাই
তদ্বারক কখন । এই বলিয়া সে মূখ-শাত ধু'তে বলের ঘরে চলিয়া গেল ।

হৃৎপূর্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কাহিয়া ছা । প্রয়োজন হয়
নাই, হচ্ছাও করে নাই । এখন আশাপাতি কিভাবে চালাহবে ভাবিতে ভাবিতে
ফিরিয়া আসিয়া দেখে, না আছে খাবারের পাত্র না আছে মৈত্রেয়ী নিজে ।
ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্বেই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া
দাঁড়াইল । বলিল, চালা খুলে দেখি সমস্ত শুক হয়ে উঠেচে, তাই আবার
আনতে গিয়েছিলুম । বসুন ।

দ্বিজদাস কাঁহিল, ধূঁয়া উঠচে দেখিচি । এত রাতে ও-সব আবার পেলেন
কোথায় ?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক করে রেখে এসেছিলুম । যখন বললেন খেতে দেবী হবে
খনি জানি এ-সব না রাখলে হযত খাওয়াই হবে না ।

দ্বিজদাস ভোজননে বসিয়া প্রথমে রন্ধন-নৈশুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার
নতরুণ্যে মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরী ! সেগুলি বারংবার অত্যাশ্রয় করিয়া সে
দ্বিজদাসের বেশি করিয়া খাওয়াইল । এ-বিধায় সে গ্যুৎপন্ন জানে কি করিয়া
খাওয়াহবে হয় ।

দ্বিজদাস হাসিয়া কছিল, বেশ খেলে অস্থখ করবে যে ।

না, করবে না । কাল থেকে উপাস করে আছেন, একে বেশি খাওয়া বলে না ।

বিস্ত্র আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ বাড়ীতে বোধ করি অনেকেই আনেন-

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু মাকে যে ফি করে দুটো খাওয়াতে

পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দৌর বন্ধ করে অন্যাতরে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অল্পদাঙ্গির খবর নিয়েছিলে ?

মৈত্রেয়ী কহিল তার আবার কি হ'লো ? সেও কি না খেয়ে আছে না কি ?

একক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেনি, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার অনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল কিন্তু এই শেষ কথাটায় কিন্তু তাহার মূর্ছিত বক্র হইয়া উঠিল, কহিল, অপদির সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনচো সে আমাদের দাপী, কিন্তু এ-বাড়ীতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মাহুধ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়ীতেই ত পুরনো দাস দাসী ছেলেপুলে মাহুধ করে। তাতে নতুন কি আছে ? মাছা আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরঙ্করে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যই ত, এমন কত পরিবারেই খটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানে না, তাহার কাছে শুধু বাহরের ঘটনায় একান্ত বিশ্বধর ইগাতে কি আছে। কঠোর বিচার হাঙ্কা হইয়া আসিল, কহিল, অহুর্দি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্তে আজকে বাস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস নিজ্ঞানী করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কাঁ কাছে ? তোমার মার কাছে কি ?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাটকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসয় বলিল, স্বামী কি পর ? আমি পরকে যত্ন করবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

ওঃ—পর ? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা বলা তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হ'লো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন। চৌধুরীশাহী কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না, আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত !

বিজ্ঞানস বলিল, পুরুষমাত্বে তাই করে। ওয়া অন্ত্যায় মানে না।

আপনিও তাই করবেন না কি ?

আগে একটাই ত করি তার পরে অন্ত্যায় কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদ্ধিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে ?

বিজ্ঞানস বলিল, কে দেখবে জানিনি মৈত্রেয়ী, হয়ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয়ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে, —সংসারে কত অশস্তবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক্, তোমার নিজের কথা বলো।

কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

কিছুই নেই ? একেবারে কিছু নেই ?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়মড় হইয়া পড়িল, তার পরে একটু হাসিয়া বলিল, ও, আমি বুঝেছি। আপনি চৌধুরীমশায়ের কথা কারো কাছে শুনেছেন বুঝি ? ছি ছি, কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মরতে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

তার পরে ?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরীমশায়ের অনেক টাকা, বাবা মা দুজনাই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও কথা তোমরা মুখে খানলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

কেন, এতে আপত্তি তোমাং কিসের ?

আপত্তি হবে না ? জগতে এত বড় অশান্তি আর কিছু আছে না কি ?

বিজ্ঞানস বলিল, এ-কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল হ'লো কি। আজকের মত দুখের ব্যাপার এ-বাড়ীতে আর কখনো এসেচে কি ?

বিজ্ঞানস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্যিও কিছুতে নয়। মিনট ছই তিন অতিভূতের মত বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া পেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবো না এ পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি, তবু জানি, তোমার এ-কথা সাধারণ মেয়েদের অতি ভুল সাংসারিক হিসাবের চেয়ে বড় নয়। বদ্বিয়াই সে উত্তীয়াই দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুর-বেলা সে বাড়ী ছিল না, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই জানে। স্বাক্ষার অঙ্ককারে নিঃশব্দে বাড়ী কিরিয়্য সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনার গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আসতে পারি ?

কে. বিজুবাবু ? আহ্নন।

দ্বিজদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স শুছানো শেষ হইয়াছে, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তা হলে ? একটা দিনও বেশি রাখা গেল না ?

তাহার মুখের দিকে চাচিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইল না বলে, তবু বলিতেই হইল,— যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে লাভ কি বলুন ?

দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথা ত ভাবিনি, শুধু ভেবেছি সবাই গেল—এত বড় বাড়ীতে বন্ধু আর কেউ রইলো না।

বন্দনা কহিল, পুরনো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে এমনিই জগৎ বিজুবাবু। সেট আশায় ধৈর্য ধরে থাকতে হয়,—চলন হলে চলে না।

দ্বিজদাস উদর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশি নেই, কাজের কথা ছুটো বলে নিই। শুনেচেন বোধ হয় শশধরবাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন ?

না শুনিনি, কিন্তু অল্পমান করেছিলুম।

যাবার পূর্বে এক ফৌটা জল পয়সাত তাদের খাওয়াতে পারা গেল না। দু'জনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চললুম। মা বললেন, এসো। তার পর অল্প দিকে মূখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বাণীয়া বন্দনা নীরব হইল। বে কারও তাহার যাওয়া, যে-সকল কথা মায়ের সম্মুখে বিজু গত রাতে বলিয়াছিল, তাহা উল্লেখ মাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারি ভেঙে পড়েচেন। দেখতে যায়্য হয়,—লক্ষ্যায় কারো কাছে যেন যুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেরী ওঁ যে সেবা করচে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না। মা স্বস্থ হয়ে যাক ওঁতে সে শুধু ওর যত্নে। যেমেটি বেশ ভাল, কিছুদিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এ আমার অনুরোধ।

তাই হবে।

বিজুবাবু, যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো ?

করুন।

আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কেন ?

বন্দনা বলিল, এই বুঢ় পন্ডিতের নইলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের অনেক স্মৃতি হ'লো জানি কিন্তু যা বইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত কাজ, কত আশ্রিত পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা—আর সে ক'রুণ আজ! কত দীর্ঘকাল ধরে এর ধারা বয়ে চলেছে। আপনাদের পরিবারে—কোন দিন বাধা পায়নি, সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো সে ছিল গাছলো। সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক সে। যা বেখে গেলেন শাহমত্নে যাবেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অর্গশষ্ট আপনার অক্ষয় অক্ষয় হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্বে তাঁর কাছে এই প'র্ননা জানাই।

বিঃদাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অঞ্চল ভরসার দাদার ওপর সর্কীয় বেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা বইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে বইলেন। কিন্তু নই ক্রটি যদি দৈন্ত এনে তাঁদের পুণ্য বর্ষ বাধাগ্রস্ত করে, কোনদিন মুখ্যোযশাই নেকে সাঙ্গনা দিতে পারবেন না। এই অশাস্তি থেকে তাঁকে আপনার হাতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন করে কেউ ভাবেনি বন্দনা, মিশু না। এ কি আশ্চর্য!

ভাগ্য ভালো যে, বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা হতে পাইল না। বাবুল, দাদার ভুলে সকল ছুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর পাজের বোঝা বইবো কি করে—সাহস পাইনে যে! সেই সব দেখতেই আজ গিয়েছিলুম। তাঁর ইন্সুল, পাঠশালা, টোল, মুসলমানদের ছেলেদের জন্মে বড়ব,—আর সেই কি ছুঃএবটা? অনেকগুলো। প্রজাতির জল নিকাশের একটা ল কাটা হচ্ছে, বহুদিন ধরে তার টাকা যোগাতে হবে। কাগজপত্রের সঙ্গে বটা দীর্ঘ ভালকা পেয়োঁচ—ওধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলব, নিনে।

বন্দনা কহিল, বহুবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, ওঁকাল তান কিছুই কি কাউকে জানাননি ?

এর কারণ ?

দ্বিজদাস বলিল, স্মৃতি গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ছিল না। দুঃখ যখন এসেচে একাকী বহন করেছে আনন্দ যখন এসেচে তাকেও উপভোগ করেছেন একা। কিংবা জানিয়ে থাক হয়ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে।—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া কহি কিন্তু সে খবর আশ্চর্য স্বজন জানবে কি করে! জানেন শুধু তিনি আর তাঁর আশ্চর্যময়ী।

বন্দনা কৌতূহনী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজুবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখ্যোপশাহী কাউকে কোনদিন ভালোবাসেননি ? কোন মাহুষকেই না ?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মাহুষের সংসারে এত বড় নিঃস একলা মাহুষ আর নেই। তার পরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া এফটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা হোক, দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেরা পারবেন না।

কিন্তু আমি তো দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা ?

একলা তো নয় হু'জনে নেবেন। তাই ত বনচি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে ?

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলছেন দ্বিজু! একথা ত আমাদের সমাজের শুধু খামরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনারদের পরিবার কে কবে ভাগোবেসে বিয়ে করেছে যে আপনার না হলে নয় ? এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ীর নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চির দিন মানতে হবে ? তাতেই স্থগী হবো এ বিশ্বাস আর নেই।

বন্দনা বলিল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, স্থবের আমিন নিতেও পারবো কারণ সে ধন ষাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে। অতুচ তাঁর বিচারপদ্ধতি, —ত অশেষণ বুখা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন মন-রজন পূর্ক্সাগের খেলা খেললুম অনেক আবার একদিন সে অম্মরাগ দোড় দিলে যে কোন গহনে সে প্রশমনও দেখে শেলুম অনেক। আমি বলি ও ঝাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সো মায়া যুগ যে-বনে চরে বেড়াচে বেড়াক, এ বাড়ীতে সমাদরে আস্বান করে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মুহু হাসিয়া কহিল, তার মানে স্থধী বাবু দিয়েছেন আপনার ভ্রম্নানক বিগড়ে।

বন্দনাও হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যেটুকু বাকি ছিল বিগড়ে
নি আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক। এখন গোড়া অন্তে উনি টিকে
লে বাঁচি।

তিনি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে শুরু করেছেন।

কেউ ভালোবাসার খার দিয়েও যাবে না এই বৃষ্টি আপনার সন্তান?

হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখেই আশায় যেন
। বিভ্রমের না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েছি।

তাকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

তুনে তিনি কি বললেন?

বললেন না কিছুই, শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হ'লো
যাবু।

দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আত্ম আশা আছে; কিন্তু জানবেন এ-সব শুধু
র বাড়ার ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে
ছিলুম কলকাতায় নইলে কত জিনিস ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজন্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশি সময় আর নেই, এবার শেষ
দশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গিতে মাথাটা বাব কয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই?
ই চাই নাকি?

দ্বিজদাস-বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন,
দলের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো।
। ভালোবাসা না পাই, বন্ধু না পেলে মত তার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো
করে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, কঠোর বন্দনাকে বিচলিত করিল,
ল, তুমি নেই দ্বিজুগাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার
সমোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বক্তিতে গেল কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে
তরীর মাড়া পাওয়া গেল—দ্বিজুগাবু আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার
সেন।

কিছু উত্তীর্ণা দাঁড়াইল, বলিল, বাবোটার গাড়ী, মাড়ে এগাবোটার বাব হতে হবে। ঠিক সময় এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

২৫

বন্দনার নির্বিঘ্নে বোম্বাই পৌঁহান-সংবাদে উত্তরে দিনক্রয়েক পরে বিশ্বদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেখন দেখিয়া গিয়াছে সমস্ত তেমন চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে নিজে এখনও এ-বাড়ীতেই আছে। মায়ের সেবা-বন্দে একটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহার উপর পড়িয়াছে, ভালো চানাইতেছে। বাড়ীর সকলেই তাহার প্রতি খুশী। বিশ্বদাসের নিজের পক্ষ হইতে আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিণেবে, বন্দনা ও তাহার পিতা শুভকামনা করিয়া ও খথাবিবি নমস্কারাদ জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিন মাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই অর্থ পত্রাদির আদান প্রদান হয় নাই। বিশ্বদাসের, মেজদিদর, বাহুর সংবাদ জানতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাহার আজও খবর দেন নাই,—কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই স্মরণিণ করিতে বিশ্বদাসকে অরুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অপাধ ঢেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্থতির তাক্ততা ও বন্দনার তীব্রতা দুই-ই অনেব বধু হইয়া গেছে, কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়া উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যাথাভূর বিক্ষুব্ধ চিত্ত-তল ধাৰীয়ে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপনক্তি করিয়াছে তাহার সম্বন্ধ কো সত্যকার সম্বন্ধ নহে। একত্রবাসের সেই দুঃখে-সুখে ভগ্না অনির্কটীয় দিনগুলি বিভিন্ন ঘনিষ্ঠগায় মনের মধ্যে যতই কেন-না নিবিড়তার মোহ স্কার করিয়া থাকে আশু তার কলহায়ী। একথা বুঝিতে তাহার বাকা নাই যে, এই আচারনই প্রাচীন-পন্থী মুখ্যো-পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও নয়, আপনায়ও নয়, উক্ত পদের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক পরিবেশনে যে ব্যবধান স্থষ্ট করিয়াছে তাই যেখন গত্য ওেমন কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্মস্থল পাঞ্জাব হইতে মাদী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভালো নয়। পাঞ্জাবের চেয়ে বোম্বাইয়ের জল-বাতাস ভালো এ বুদ্ধি তাঁহাকে কোন ভাস্কর দিয়াছে সে তিনিই জানেন। কিন্তু স্বামিয়াছেন স্বাস্থ্যের অঙ্গুগতে। বোম্বাই আসিবার পূর্বে বন্দনা দেখা করিয়া আসে নাই। এ অভিযোগ তাঁহার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোনবির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনীপতি রে সাহেবের দরবারে প্রকাশ্যে নাসিখ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিষ্টার রে. এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি-না জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেছি বাপ-স্বায়ের এক ছেলে কিংবা এক মেয়ে এমনি একপুঁয়ে হয় ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই- যেমন আমার বুড়া। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি।

বন্দনা কহিল, তাই বুদ্ধি তোমার অবাধ্য মেথেকে ভালোবাস না বাবা?

সাহেব মজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এই মাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাদী পগ্যস্ত না হাসিয়া পাড়িলেন না।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মা-ও কি আমাকে দেখতে পারতেন না?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েছে। হেল্লেবেলায় তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙেছিলে। তোমার মা বাপ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুক তুলে নিলাম। সে দন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালবাস না বাবা?

সাহেব মাদীকে আবেগন করিলেন—শুনলেন মিসেস বোম্বাল, বুদ্ধির কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে এখন তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝগড়াটি মিটিয়ে
কেলতে চাও ? আমি বুঝ তোমার চোখের বালি ?

শুনচেন মিসেস ঘোষাল, মেয়েটার কথা ?

মাসী বালিলেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম ছুঁচুতা
নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝাব।

আমি বুঝতে চাধেনে মাসীমা।

কিন্তু পিতার কর্তব্য রয়েছে যে মা। বাপ-মা তো চিরজীবী নয়। সন্তানের
ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শাস্তি
পান না সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা ভাবাই জানে। তোমার বোন প্রকৃত
যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেছি ততদিন খেতে পারিনি, স্নানোত্তে পা-নি,
কৃত রাজি যে ভেগে কেটেচে সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন।
তোমার মা বেঁচে থাকলে আজ তাঁরও আমার দশাই হতো।

রে সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বালিলেন, খুব সত্যি মিসেস ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ গুর মা বেঁচে থাকলে
বন্দনার জন্ত আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজেই কম করেছি
কিন্তু। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বালিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাই তো জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়স
বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার তো স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না
কোন উপায় করে যেতে পার হঠাৎ কিছু একটা ঘটলে কি হবে। ভয়ে উনি ত
একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও শুকাইয়া
উঠিয়াছে, খাওয়া বন্ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি যেসোমশাইকে অকারণে নানা ভয়
দেখিয়েচো মাসীমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্ছে। কি এমন হয়েছে বলো
ত ? বাবা এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্ত যা ভালো, করে যাবার
সময় চের পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দুমিবার পাজী নহেন। বিশেষতঃ রে সাহেব তাহাকেই সমর্থন করিয়া
কহিলেন, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেছেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর
ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশি বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়; সময়
থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত ? এই বলিয়া তিনি উত্তরের

প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভ-কণ্ঠে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিষ্টার বে। আপনার একশ বছর পবনায় হোক আমরা সবাই প্রাণনা করি, আমি শুধু বলতে চেষ্টা করি—

মাহেব বাধা দিলেন—না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

বন্দনা গুট ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসীমা।

মাসী বলিলেন, থাক এ-সব আলোচনা মিষ্টার বে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারি কষ্ট পাবো।

মাহেবের আহ্বারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া একটুকরা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

মাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্টিস্ কি রকম হচ্ছে মিসেস ঘোষাল ?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেছেন। স্তন্যপান পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রামটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাক্টিস্ যাই হোক মিষ্টার বে, আমি এইটাই খুব বড় মনে করি। আমি বলি তার চেয়েও তের বড় মাতৃষের চরিত্র। সে নির্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন স্বার্থ স্ত্রী হতে পারে না।

জাত আর সন্দেহ আছে কি ?

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুঞ্চিল হয়েছে আমার বাপের বাড়ীর শিক্ষা-সুন্দার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে রাখা। তার থেকে এক তিল কোথাও কম দেখলে আর সহিতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আবগাওয়ার কথা মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ঘর মধ্যে আমি মাতৃষ। আমার বাবা, আমার দাদা—এই অশোকও হয়েছে ঠিক তাঁদের মতো। তেমন সবল, তেমন উদার, তেমন চরিত্রবান।

বে-মাহেব সম্পূর্ণ মানিষা লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি আঁত সৎ। ছ'মাস দিন এখানে ছিল, তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কস্তাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস্ বুড়ি, অশোককে আমাদের কি ভালই লেগেছিল! যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মাছ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। আমার ত কোন অহরোধে কখনো না বলেননি। আমাকে বোঝায় তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হ'তো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেচো বন্দনা, গুব স্নবরি নেই। সেটি আশ্রয়কালকার দিনে ছুংখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা মহাশ্বে কহিল, তোমার বাড়ীতে কোন স্নবর দেখা তো কোনদিন পাইনি মাসীমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েচো বই ঠিক মা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি কোরে ?

সুনীয়া রে-মাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাহার বড় ভালো লাগলো। বলিলেন, এঁত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে একথা গর্বের মতো শুনে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসীমা, নইলে বাবাকে সামলানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখচো কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপদের মতো দাস্তিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ঠিক মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির মুহূর্ত হুইয়া, কহিলেন, আমি দাস্তিক কি না জানিনে কিন্তু জানি কল্পা-রত্নে আমি সত্যিই দৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কই আজ তো তুমি একটিও সন্দেহ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি ?

মাহেব প্লেট হইতে আখানা সন্দেহ ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ীর নিজের হাতের তৈরী। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পঞ্চাশ ও পমস্ত খাওয়া দাওয়া বদলে দিয়েছে। ডালনা, স্ক্রু, মাছের ঝোল, দুই সন্দেহ আরও কত কি। কার কাছে শুনে এসেছে জাননে, কিন্তু বাড়ীতে মাংস প্রায় আনতে দেয় না। বলে বাবার গুতে অস্থির করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই সব বাঙালী খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়সে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিধে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসীমার অভ্যাস নেই, হয়ত কত কষ্ট হয়।

মাসী এই গুচ বিক্রী লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, না—না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভানোই লাগে। শুধু আবহাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

ভালো হয়েছে, না মাসীমা ?

নিশ্চয় হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক।

কিন্তু বেশদিন থাকবার যে ধো নেই বন্দনা। অশোক গিথেকে এ মাসের শেষেই সে পাঞ্জাবে চেঞ্জের জঞ্জলে আসবে। তার আগে আমার তো কিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ক সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি উঠি করিতেছিলেন,--মাসী মনে মনে চকম হইয়া উঠিলেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের স্বপক্ষে অতুলন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন, তাহা চক্ষু-লঙ্কার ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরিয়া আনা হয়ত দুর্ভব হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিষ্টার রে, একটা কথা ছিল, যদি সময় না -

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বহু কি। বলুন কি কথা।

মাসী বলিলেন, আমি শুনেচি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্য, কিন্তু স্বাশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে এমদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন—

সাহেব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি করে হতে পারে মিসেস ঘোষাল ? অশোক আপনার ভাই-পো, সম্পর্কে সেও তো বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে ন মিষ্টার রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি একটা হিনাব করিলেন, তারপর বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেচি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেচি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজেই অতিমত জানা দরকার।

মাসী রেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লক্ষ্য কোরো না মা, বল তোমার ইচ্ছে। বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জল্প রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমার ইচ্ছাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি মাসীমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

মাহেব সত্যে কহিলেন, এর মানে ?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবা। কিন্তু গাই বলে ভেবো না যেন আমি বাধা দিচ্ছি। একটু খামিয়া কহিল, আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা ধীর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদিদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বৃদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু ভাগ্যে ষাঁকে পেলে স-স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু গান্ধিপুত্র, আসবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কান ভয় রাখো না।

মাহেব বিষয়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও গাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তার মতামতের প্রভুই ওঠেনি। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েচো, নিজের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের, এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা দেখা ত তোমার সাজে না বন্দনা !

সাজে কি না জানিনে মাসীমা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।

কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনঃস্থির করবেন কি করে ?

যেমন করে গুঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সখকে, যেমন করে গুঁর সকল পূর্ব-পুরুষরাই দিয়েচেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, আমার সখকে বাবা তেমনি করেই মনঃস্থির করুন।

তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না ?

ভাবা-ভাবি, দেখা দেখি অনেক দেখলুম মাসীমা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্বাদের আর সেই ভাগ্যের 'পরে যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায়নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মাদি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখ্যোদের এই ক'দিনের

বৎসব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনে
মনে হয় না যে তুমি আমাদের দেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর
হয়ে গেছে।

বন্দনা বলিল, না মামীমা, আমি পর হয়ে যাইনি। তাঁদের আপনায় করতে
আমার কাউকে পর করতে হবে না একথা নিশ্চয় জেনে এসেছি। আমাকে নিয়ে
তোমরা কোন শঙ্কা কোরো না।

মামী জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে
দিট ?

দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেল।

মিথার রে, আপনায় নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মামী মুখ
তুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাম্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে।
ইহার কারণ খুজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম
আজ থাক্ মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন
মিঠার রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেল।

না না, আজ থাক্, বলিয়া তিনি নির্ঝাঁক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এক
ঐ অশ্রুজল মাসোফে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জুরু কারণ। একজন প্রবাণ পদস্থ
লোকের এইরূপ সেক্টিমেন্টসিটি তাঁহার অসম্ব। কিন্তু জিদ করিতেও সাহস
কিলেন না। মিনিট দুই চূপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বালিলেন, ওর বাপের ভাবনা
আমি ভেবেছি, কিন্তু ওর মা নেই, তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস
ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মামী মনে মনে বলিলেন, আর একটা স্টুপিড সেক্টিমেন্টসিটি। সাহেব অহমান
করিলেন কি-না জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু স্নান হাঙ্গিয়া বালিলেন,
মুছিল হয়েছে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাঙলা
থেকে আশা পর্য্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে কটে
কিন্তু সে—ও, না ওর নতুন রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

নতুন রিলিজন মানে ?

মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙলা থেকে ও কি-কেন
একটা সঙ্গে করে এনেচে, সে রাজি-দিন থাকে ওকে ধরে। ওর খাওয়া গেছে
বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্য্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই।

ভোরবেলায় স্নান করে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলা মাখায় নেয়। বলি, বুড়ী, আটো তো তুই এ-সব করিসনে ?

তখন জানতুম না বাবা। এখন তোমার পায়ের ধুলা মাখায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি। বেগ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষা করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুসঞ্জন হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অশ্রু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ-দব নতুন খাচা শিখে এসেছে ও মুখুযোদের বাড়িতে। জানেন ত তাঁরা কি-রকম গোঁড়া ? কিন্তু একে রিলিজন বলে না, বলে কুম স্বার। ও পূজ-টুঙো করে নাকি ?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কি না। হয়ত করে না। কুমস্বার বলে আমিও মনে হয়েছে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর তো তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে - কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্ভাগ্য ! কিন্তু নিশ্চিত জানবেন একে রিলিজন বলে না, বলে শুধু হুপারস্তিগন ! একে প্রার্থন দেওয়া অত্যাশ ! অপরাধ !

সাহেব বিধাতের প্রাপ্তে অস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো মিছেও চর্চা করিনি, এর নেচার কি তা-ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে ? সে হাসি নেই, আনন্দের চকনতা নেই, বধা দনের ফুটন্ত ফুণের মতো পাপড়িগুলি খেন ধলে ভিক্ষে। কখনো ডেকে বলি, বুড়ী, আমাকে লুকোসনে মা, তোর ভেতরে কোন অস্থখ করেনি ত ? অমনি হেসে মাথা ঢুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অস্থখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাজর গেঙে পড়তে চায় মিনেব ঘোষাল ! ঐ একটি মেয়ে, যা নেই, নিজের হাতে মানব করে এত বড়টি করেচি,—দর্কস্ব দিয়েও যদি আমার মেই বন্দনাফে আবার তেমানা করে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্ছি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্মের বৌক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসাড়। কেবল তাঁদের স মগে আসার ক্ষণক বিকার। বিবাহ দিন, সমস্ত ছুদনেই সেয়ে যাবে। চিরদিনের শিকাই মাহুযের থাকে মিষ্টার রে, ছু দনের বাতক ছুদিনেই ফুরায়।

সাহেব আশঙ্ক হইলেন, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন, ও কোথায় কার

কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু তুনেচি সে যদি আসে সত্যিকার মাছধ থেকে কিছুতে সে যোচে না। মাহুকের চিব দনের অভ্যাস দেখ একমুহুর্তে বদলে। নেশা গিয়ে মেখে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর যোব কাটে না! সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যাহ্বের মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেচি মিষ্টার রে—তুদিন পরে আর কিছু থাকে না। আবার যাকে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবে না,—আজই অশোককে একটা তার করে দিই সে এসে পড়ুক।

আজই দেবেন?

হা, আজই। এবং আপনার নামেই।

মাহেব মুহুর্তে সন্মত জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিব্রবান, সং—তা নহলে গুকে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজি হ'তো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা, আজ হাজি মাহেবের যেথেরা আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করচে। দুপুরবেলা যাবো, বিগলে ফিসের দেরত আমাকে বাড়ী নিয়ে এশো।

মাসী প্রশ্ন করলেন, তাঁদের বাড়ীতে তুমি ত কিছু খাবে না বন্দনা?

না মাসীমা।

কেন?

অ মার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না শো?

না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া মাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

বেশ ত বাবা, দাগ না।

মাসী বলিলেন, আমিই ছোর করে তাঁকে আনচি। দেখো, এলে যেন না অসন্মান হয়!

তোমার ভয় নেই মাসীমা, আমরা কারো অসন্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া মাহেব প্রশস্তমুখে বলিলেন, অফিসের পথে আজই তাকে এগটা টেপিগ্রায়ে করে দেবো বড়ী। আজ শুক্রবার, সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদি না কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরওয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদ-পত্র নানা স্থানের চিঠি-পত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা করা বুঝা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চিঠিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দুখানা। আপনারও একখানা রয়েছে মিসেস যে ষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, একখানা ত দেখিচি অশোকের হাতের লেখা। কটা বার ?

এক অসংখ্য পত্রের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি দুখানা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মৃগাক্ষী হাশিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখেচি চিঠি-পত্র চলে। তার করে দিই সে আনুক। ছেনেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনও চিঠি লিখত না।

প্রত্যুত্তরে মাসীও লগরবে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

বিকালে আফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ী ঘুরিয়া যে সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা দেখানে যায় নাই। মাসী স্নমখেই ছিলেন, মুখ ভাঙ করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেচে আব বার হয়নি।

সাহেব উদ্ভিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন, খায় ন ?

না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছু না।

সাহেব ক্রোধে কস্তার ঘবের দরজায় পিঠা ঘা দিলেন, বুড়ী !

বন্দনা কবান খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ব হইয়া রহিলেন,—কি হেঁচ বে ?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাজের গাড়াতে আমি বলরামপুর যাবো।

বলরামপুর ? কেন ?

বিজুবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন,—পড়বে বাবা ?

তুই পড় মা, আমি শুনি। বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বলিলেন। বন্দনা তাঁহাকে যে বিষয় দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এই—

সুচারিতাস্ত,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ী, দাঁড়িয়ে বললেন, বাবু

পাৰে খবৰ দিতে। বললুম, কুঁড়ে মাহুঘ আমি, চিঠি-পত্ৰ লেখা সহজে
মাসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে! এ ভাৱ বয়ফু আৰ কাউকে দিয়ে
পান।

শুনে অবাৰু হয়ে চেয়ে ৰইলেন, তাৰপৰে গাভীতে গিয়ে উঠে বসলেন, দ্বিতীয়
মল্লৰোধ কৰলেন না। হয়ত ভাবলেন অৰ্দৌগ্ৰন্ত যাকে এমন সময়েও একটা ভালো
ধা মুখে আনতে দেয় না তাকে আৰ বলবাব কি আছে ?

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন কিছু
লিখতে পাৰি যা খবৰেৰে চেয়ে বড়। সে লেখা যেন অনায়াসে আমাৰ সকল
মপৰাধেৰ মাৰ্জ্জনা চেয়ে নিতে পাৰে।

মনে ভাবতুম মাহুঘেৰ জন্তে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত হুখ কি
ঃগতে নেই ?

দাদাৰ ইষ্ট-দেবতাও চোখ বুজেই থাকবেন, চেয়ে কখনো দেখবেন না ?
বেটন যা ঘটল সেই হবে চিৰস্থায়ী, তাকে টলাবাব শক্তি কোথাও
নই ?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললে
তাঁৰ ভক্ত। নিৰ্বাক নিষ্কম্প দীপ-শিখা আজও তেমনি উৰু-মুখে জ্বলছে, জ্যোতিৰ
কণামাত্ৰ অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্ৰশ্নক কেন তাই বলি। তিন দিন হ'লো দাদা বাড়ী ফিৰে এসেচেন।
সকালে যখন গাভী থেকে নামলেন তাঁৰ পিছনে নামলে বাহু। খালি পা গলায়
উক্করীয়া। গাভী ফিৰে চলে গেলো আৰ কেউ নামলো না। সকালেৰ বোদে
ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখেৰে হুস্থখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকাৰ—ঠিক
অমাবস্তা ৰাজিৰ মতো। বোধ কৰি মিনিট-ছই হবে, তাৰ পৰে আবার সব
দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এৰ আগে আমি
জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোৰ বৌদি কাল সকালে মায়া গেছেন
বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁৰ প্ৰাণ্ণেৰ আয়োজন কৰে দে।
মা কোথায় ?

টাকায়। তাঁৰ মেয়েৰ বাড়ীতে।

টাকায় ? একটু চুপ কৰে থেকে বললেন, কি জানি, আসন্নত হয়ত পাৰবেন না,
কিন্তু মাহুঘাৰ জানিয়ে বাহু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বট কি।

বাস্থ ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বকে মুখ লুকালো। তার পরে কেঁদে উঠলো। সে-কান্নারও যেমন ভাষা নেই, চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাস্থ, লোকমানের দিক দিয়ে তুই যে বেশি হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝাবার লোক পাবি, কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক বাপ না থাক, কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পরবো না, কিন্তু অস্বীকার করবো না কখনো। আজ সবচেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি! ছেলেবেলায় বাবা বলতেন গৌয়ার, মা বলতেন চুয়াড়ে, কতবার রাগ করেচেন দাদা—এনাদের অবহেলায় কতদিন এ-বাড়ী হয়ে উঠেচে বিষ, তখন বৌদিদি এসেচেন কাছে, বলেচেন ঠাকুরপো, কি চাই বলো ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েচি, কিছু চাইনে বৌদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুধু হেসে বলেচেন, হুকুম নেই ষাবার। যাও তো দেখি আমার অবাধা হয়ে।

আর যাওয়া হ'নি। কিন্তু সেই ষাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনি গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্তেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে হটলো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হ'লো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সূনিধে কোথাও হ'লো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জরে, নিয়ে চলে এলাম কাশতে। সেটখানেই মারা গেলেন। ব্যাস্!

জিজ্ঞাসা করলুম, চিঠিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাতুর্ক্বে যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হ'লো বলি, আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি দাদা?

বললেন, হাঁ। মৃত্যুর ষষ্ঠা-দশেক পূর্বে পর্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেস করলুম, সত্যী, মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

বিজ্ঞকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্বাদ দিও। বোলো সবই রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদার শ্রুত ঘরে। ছবি তোলাতে তার ভারি লক্ষা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকানো তার আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। ক্রমশে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার চকুম। এত শত্রু চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্যন্ত তার কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অন্তরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ, এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রয়ী এই ছিল আপনার মনে। আশক্তি করিনি, ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো আনা আনন্দই যদি যুচলো এক আনার জন্তে আর টানটানি করবো না। কিন্তু সে-ও আর হয় না—বৌদিদার মৃত্যু এনে দিলে অলজ্ঞ্য বাধা। কিসের বাধা? মৈত্রয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেচি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হ'লো ভারি। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেছে, তার কাছে আ.ম কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে বাসু উঠলো কেঁদে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দোঁথি তখনো জেগে বসে বই পড়ছেন!—কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেচিস বল? তাঁর পানে চেয়ে যা বলতে

এসেছিলুম বলা হ'লো না। ভাবলুম, ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেচে তাতে বিপ্রদাসের কি ? অস্ত্র কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাধের পর কোথায় থাকবেন দাদা ? কলকাতায় ?

বললেন, না রে, যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে ?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবো না।

স্বপ্ন হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ স্বপ্ন টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করবেন।

কিন্তু অন্তনয়-বিনয় কাঁদা-কাটা কার কাছে ? এই নিষ্ঠুর সম্মানসীল কাছে ? তার চেয়ে অপমান আছে ?

কিন্তু বাসু ?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোজ পেয়েছি। তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় ভাবগাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে ? আর আমি করলুম মাহুষ ? তার পর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়ল আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন, বন্ধুর যখন হবে সত্যিকারের প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁচে দেবেন তাকে দোর-গোড়ায়। বলেছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন আশবেই।

বিজ্ঞান

পড়া শেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিগ্ন জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুহিরা বলিলেন, আজই যাও মা, আমি বাধা দেব না। দরওয়ান আর তোমার বৃড়ো হিমুও সঙ্গে যাক।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইল, বলিল, যাবার উত্তোগ করিগে বাবা, আমি উঠি।

ম্যানেজার বিস্বাজ দস্ত মোটর লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে
সদস্যমানে ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়ীতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ী এসে পৌঁছননি দস্তমশাই ?

না দিদি।

মৈত্রেয়ী ?

না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

বাস্তু ভাল আছে ?

আছে।

মুখুয্যেমশাই ? ছিজুবাবু ?

বড়বাবু ভাল আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর-টর হয়নি ত ?

দস্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম করাই ত বেড়াচ্ছেন।

বন্দনা বিচক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দস্তমশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ
দুঃখের মধ্যে আসবেন না। কিন্তু দুঃখ যতই হোক শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে
হবে। কিন্তু হচ্চে কি ?

হচ্চে বই কি দিদি। কর্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি
স্ববস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সর্বিশ্রমে প্রশ্ন করিল, কার মত বলচেন,
মুখুয্যেমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মত ? তেমনই বড় আয়োজন ?

দস্ত বলিলেন, হাঁ, প্রায় তেমনই। গেলেই দেখতে পাবেন। বাবু ডেকে
বললেন, ষিঙ্গু, পাগলামি করিসনে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু
বললেন, মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রাবোধ সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু
হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের মাত্রাই ভিঙিয়ে যাচ্চিস্ ষিঙ্গু। ছোটবাবু
বললেন, তা হলে আপনাদের কাছে মিনতি এই ছোটবাবুর জন্তে আমাকে ক্ষমা
করুন। ক্ষমা মাত্রা লক্ষ্যন করতে পারবো, কিন্তু বৌদিদির সর্গাদা লক্ষ্যন করতে
পারবো না।

এর পরে আর কেহ কথা কয় নি, এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ-পঁচিশ হাজারের কম যাবে না।

খরচ কি সব ছোটবাবুর ?

হাঁ, তাই তো।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশী মনে হয় দত্তমশাই ?

বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশী না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেকে দিদি। এখন সামলে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ ?

আবার নতুন বিপদ কিসের ?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেননি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেঁধেছে ? এ-সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল কেহ বলতে পারে না।

তবে নিষেধ করেননি কেন ?

নিষেধ ? এ তো বড়বাবু নয় দিদি, যে নিষেধ মানবেন। একে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। বলিয়া বিরাজ দত্ত নিশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল স্নানঘরের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে-সকল চালা-ঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষে সেদিন তৈরী হইয়াছিল, সেগুলো মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে, তথায় বহু লোক বিবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যাক্তি করে নাই বন্দনা তাহ বুঝিল।

গাড়া হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল ষিঁজদাসের ঘরে। একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়াছিল, পর্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, বন্ধু আপনি এলো আমার ঘরের দোরগোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত। কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন ?

ষিঁজদাস বলিল, চোখ বুজে তোমাকেই ধ্যান করছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম, বন্দনা, দুঃখের সীমা নেই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা। বোধ করি আর ঠেলতে পারব না, নৌকা মাঝখানেই ডুববে। ও-পারে পৌঁছনো আর ঘটবে না।

বন্দনা বলিল, খটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকা বাইবার ভার নেবো আমি।

তাই নাও। রাগ কবে চলে যেও না।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুজনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুম না।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধ করি তার আমার পথটা এককাল বন্ধ ছিল। প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেরীকে ডেকে এনে সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চরল গেলো। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, এত বড় আঘাত যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবো না। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌ যদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে যা চলে গেলেন মেয়ের বাড়ীতে, দাদা জানালেন সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্প যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূমিসাং। এ ও মরেছিল, কিন্তু স্তন্যমুখ ধখন বাড়ী ছেড়ে বাস্তু যাবে কোন-একটা অজানা আশ্রমে, সে আর সহীলা না। একবার ভাবলুম যা কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর এক দিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আমবে আমার দোর-গোড়ায়। ভাবলুম, এই ত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর করে তাদের ভাড়িয়ে দিয়ে বাণ আমবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হলে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদের শেষের আশীর্বাদ। যে বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে-বোঝা বহঁবো আমি কোন্ জোরে। বলিতে বলিতে দু'ফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়? কিন্তু কেন যে তুমিনি বৌদি বেচে থাকলে এর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত তাহার প্রতি চাছিল। বলিল, জবাব পেয়েচি তোমার, আর আমার শকা নাই। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কেবল তোমার চারণাশেই যে ভূমিকম্প হয়েছে তাই নয় আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাং হবার তা ধুলোর লুটিয়েচে, যা ভাঙবার নয়, টলবার নয়, সেই অটলকেই আজ ফিরে পেলুম। এবার খাই দাদার কাছে। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, বন্দনা, যে তোমার আপন, আমার আশীর্বাদ

যেন তাঁকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় ছেনে'ছলুম এ-কথা তার সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি, সে আশীর্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপন জনকে এনে দেবে। যাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করিগে।

দ্বিজু, বন্দনা এসেচে, না? বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এসেচি অহুদি বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চাহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রাতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুটে কহিল, তোমার ও-মূর্খি আমি ভাবতেও পারিনি অহুদি, তার পরেই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত ব্লাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেও না দ্বিদি, দিনকতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এমনিভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া স্নিগ্ধাশা করিল, বাহু কোথায় অহুদি?

চাকরেরা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

তাকে রে'ধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আশিগা পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা তো শুধু বাহুর মরেনি, ওর ও মরেচে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ীর বোঁ মরেছে, ছেলেমানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘট! কেন? ওকে সবাই করে মানা—বাহুগ্য দেখে তাদের গা ষায় জলে, ভাবে এ যে বাড়াবাড়ি! জানে না ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্ধ্যাদায় যা লাগলে ওর সহাবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে হাঁসিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অহুদি, বন্দনা এসেচেন, এবার সমস্ত বোকা ওর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পবের মেয়ে এত বোকা বইবে কেন ভাই?

পবের মেয়েরাই ত বোকা বয় অহুদি। ঠুঁকে ডেকে এনে বলেচি, এত দুঃখের তার বইতে আমি পারবো না, এর ওপর বাহু যদি ষায় তো রইলো তোমাদের বলরামপুত্রের মুখ্যো-বাড়া, রইলো তাদের সাতপুকুরের আশ্রিমান,—শশধরের

ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। স্বাদাই তুধু পারে তাই নয়, বিজ্ঞুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোকা অন্যায়সে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত ছুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে ? পারবে না বাস্বকে বাড়ীতে রাখতে ?

পারবো অহুদি।

আর এই যে বাখলো দর্কনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে, পারবে না ষম্মাতে ?

হাঁ, এ-ও পারবো অহুদি। কণকাল স্তরু ষাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না, এই সর্ভেই এ বাড়ীর ছোটটোঁ হতে রাজি হতেচি অহুদি।

কথাটা অন্নদা ভাল বুঝতে না পারিয়া চূপ করিয়া চাহিয়া রাহল। বন্দনা বলিল, যা গেছে সে তো গেছেই। এর উপর কি ষাকেও হারাতে হবে ? মকদ্দমা না ষামলে তাঁকে ফির্সিয়ে আনবো আমি িক করে ?

িছজ্জদাস বালিসের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবো না সেই সর্ভেই তোমার কাছে অর্জ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ িখালে বাধিল।

এইবার অন্নদা হাঁহার তাত্পর্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকুর উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রাহল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া গুধু বড় বড় অশ্রু ফোটা করিয়া পাড়তে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ধরে চুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সন্ধোবন বিপ্রদাসের কানে ঠোকল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবাব তার পাওয়া গিয়েছিল। পথে কষ্ট হয়নি ত ?

না।

সঙ্গে কে এল ?

আমাদের দরওয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

বাবা ভালো আছেন ?

হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চূপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিছু কি পাগলামি করতে দেখলে । বন্দনা কাঁহল, আপন আন্ধের কথা বলচেন ত ? কিন্তু পাগলামি হবে কেন ? আয়োজন এত বড়ই ত চাই । এ নইলে তাঁর ময্যাদা ক্ষুন্ন হ'তো যে ।

কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা ?

উান না পারলেও আমি পারবো বড়দা ।

বিপ্রদাস হানিয়া কহিলেন, সে শাক্ত শেয়ার আছে মানি, কিন্তু মেহাজ বিগডোলেট মুষ্টিস । হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি ।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পয়ের মত, মাথায় কোন ভার ছিল না । কিন্তু আজ এসেচি এ-বাড়ার ছোট বউ হয়ে । রাগিয়ে দিলে বাগ করতেও পাবি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন করে ? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে । এই বলিয়া সে চাঁবিব গোছা দেখাওয়া কহিল, এই দেখুন এ বাড়ীর সৎ আনমা-সিন্দুকের চাঁবি । আপনি তুলে নিয়ে যাচলে বেঁধেচি ।

আনন্দ ও বিশ্বয়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাখিয়া রহিলেন । বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা করে বলবাব গোপন কবে বলবাব কিছু নেই । ভগবানের কাছে যেমন মাস্তনের নেই লুকোবাব কিছু ঠিক তেমনি । মনে পড়ে কি আপনাব আশীর্বাদ ? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথায় আপন তামেই তুমি পাবে একদিন । সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শাক্ত মনে কেবল এই কথাই ভেবেচি, যিনি শ্বিতেঞ্জিয়, যিনি আজয় স্তর সগদাদী সান, তাঁর আশীর্বাদে আর আমার ভয় নেই । যিনি আমার স্বামী ইঁাকে আমি পাবোই । দুই চক্ষু তাহা অক্ষপূর্ণ হওয়া উঠিল ।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহা মাথায় হাত রাখিয়া নাববে আশীর্বাদ করলেন, এবং আজ এহ প্রথম দিন বন্দনা তাহা পায়ের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা পাতিল । নমস্কার করিল । উঠিয়া দাঁড়াহলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ থাকে তুমি পেলে বন্দনা, তাব চেয়ে দুগুণ ধন আব নেই । এ কথাটা আমার চিবদিন মনে রেখো ।

বন্দনা কাঁহিল, রাখবো বড়দা । একদিনও তুলবো না ।

একটু খামিয়া কহিল, একদিন অস্থখে আপনাব সেবা করেছিলুম পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সেদিন নিহনি,—মনে পড়ে লে কথা ?

পড়ে ।

আজ সেই পুরস্কার চাই । বাস্তুকে আমি নিলুম ।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিলেন, নাও ।

তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

তাই ক'রো। গুর মা এবং বাপ দু'জনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুন্ডো-বাড়ীর বৃহৎ মর্যাদাকে তোমার হাতে।

বন্দনা ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া এই ভাব যেন নীরবে গ্রহণ করিল, তার পরে কহিল আর একটি প্রার্থনা। নিজেকে চিনতে না পেলে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেচে, আজ তার মার্জনা চাই।

মার্জনা অনেকদিন করেচি বন্দনা। আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্ত-মনে চেয়েচে একদিন তাকে তুমি চিনবেই। তাই আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আরও একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না—আর ? অতিমানে সঙ্কোচে কোনদিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু মে বাধা ত ঘুচলো; আর ত আমার লজ্জা নেই—কিছু দান থাকুন না আমার কাছে ? দু'দিন পূজো করি। এই বলিয়া লজ্জল চক্ষে চাহিয়া বহিল—তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, এই হাসিমুখের মৌন-গাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি বড়দা। কি কর্তোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। ~~বেশ~~ না উত্তর ?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ, তেমন স্থল্লর, তেমন মিস্ত্রি। তাঁহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রশ্ন দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শাস্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শাস্ত হবে বন্দনা, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে বাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি। কিন্তু তার আগে নয়।

কিন্তু এ আমি বুঝবো কেমন ক'রে ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রে। জানো ত দিদি আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই পর গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা সত্যি কথাই বলে গেছেন,

সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি। দেখানে আছে মাহুকের চরম শ্রেয়ঃ, সেই তীরেই তিনি যাত্রা করেচেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, হাঁ। তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রাস্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে, তাই হবে। এ-জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই, তবু বলবো তিনি ভ্রাস্ত ন'ন, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পূর্ণার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি একটা জরুরি কথা আছে, একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজবাবু। বড়দা, আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতীসাহীর জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখ্যে-বাড়ীর কাজ এমনি করেই হয়, এর ছোট-বড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিশ্বয়ে ধমকিয়া দাঁড়াইল—তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোবের ঘ্রেনে বাড়ী ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানে না। মায়ের মুক্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ষ কালি হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বশিষ্টাছে, কপাল রেখা পড়িয়াছে—দুঃখ শোকের এমন ব্যাধার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সোদনের সেই ঐশ্বৰ্যবতী সর্বময়ী কর্তা বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধূলয়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুষন করিলেন, বলিলেন, আমার আসার খবর কিসের জন্তে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চল না মায়ের-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ে স্বাক্ষর
বিল্ল ঘটেবে না, কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসবেন কাল, তোমার
ছোটবোয়ের হাতে সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন করে ?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক বিশিন। সহ হবে না
আমার এমন মিথ্যে আর মুখে আনবো না। কিন্তু ক'টা দিন আর বাকি ?

কেবল সাতটা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা শুরু
করবো।

বন্দনা কহিল, মা, বাড়ীর ভেতরে আপনার ধরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বাক্ষর করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবো
না মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাকবো, আবার যাবার দিন এলে এই
বাহিরের ঘর থেকেই ছ'জনে বার হয়ে যাবো। তেতরে যা কিছু রইলো সে সব
তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে
বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া বে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্মস্থলে
ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাঞ্ছিত না, বরষাত্রীর-কণ্ঠাঘাত্রীর বিবাদ বাঞ্ছিত না, যেখানে
উলু দিল অক্ষুটে, শাক বাঞ্ছিত চাপা স্বরে,—বাসির-গৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিবরণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি
ভাবচো বলজা ?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা, ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।
কেন ?

নইলে পারিত না। সর্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার
কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাস করিল, তুমি আসতে না ?

না !

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো ? তোমার

গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি স্মৃতি করেছিলুম।
যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম। পেলুম বাহুকে, মাকে, বড়দাদাকে। আর
পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তা
প্রাপ্য কতটুকু জানো ?

বিপ্রদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের
পরম সৌভাগ্যের দিনে অস্ত্রের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।

হবে না তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল আজ তুমি ক্লাস্ত একটু ঘুমোও,
তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট দুই পরে বলিল, আমার মেজদ্বির কথা মনে পড়ে ? সেদিন বড়দার সঙ্গে
ওঁখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বললুম, তুমি ত বগড়া করোনি মেজদি, তুমি কেন
ধাবে ? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না, সেখানে জীবনও না। একটা দিনে
জন্মেও না! তোর স্বামী থাকলে একথা বুঝতাম। সেদিন হয়ত ঠিক একথা
বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে
পারিনে।

একটু থামিয়া বলিল, এই ত ষণ্টা-কয়েক আগে পুরুতের সঙ্গে গোটা-কয়েক
শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার দেহের প্রতি বস্ত্রবর্ণাট
বন্ধি)। বদলে গেছে।

বিপ্রদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের
উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিল না।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ! তাই
দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে; সেদিন সংসারের আকর্ষণ হইত এই গৃহেই আমার
তাহাকে টানিয়া আনিবে, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না আর বিপ্রদাসের, আর কিরাইয়া
আনিবে না তাঁহাকে এ-গৃহে। এ-কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে,
কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে-দূরে বাটার সকলেই উপস্থিত। মেয়েটি স্বিকৃতির
স্বাভাবিক দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বিপুল
দেখাচেনে কেন ?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ী নেই, কি-একটা কাজে বাহিরে গেছেন শুনি

হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েচে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভাতুর
গুণগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি কবে আবার আসবে বাবা ?
কিছু শিগ্গির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর
দিলেন না।

বন্দনা শান্তুড়ীর পায়ের ধূলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট বোমা।
রইলেন মন্দিরে তোমার শস্তরকুলের বাধাগোবিন্দজী। ফিরে কখনো এলে তোমার
থেকে এঁদের নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তার পরে কাছে আসিয়া মঙ্গল-
ক বাস্পরুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতার পুজোর ঘরে যে-মূর্ত্তি একদিন আপনার
কয়ে দেখেছিলুম, আজ আবার সেই মূর্ত্তিই আমার চোখে পড়লো বড়দা। আ
মার শোক নেই, ঠিকানা আপনার নাইবা পেলুম, জানি মনের মধ্যে যেদিন ডাক
বো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ-কথা কোনমতেই মিথ্যে
না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন তেমনি
রিয়া বন্দনারও ;

গাড়া ছাড়িয়া দিল।